চরিত্র গঠনমূলক কয়েকটি সত্য ঘটনার এক অনবদ্য সংকলন

যে গল্পে হৃদয় জুড়ে

হৃদয় গলে সিরিজ-৯

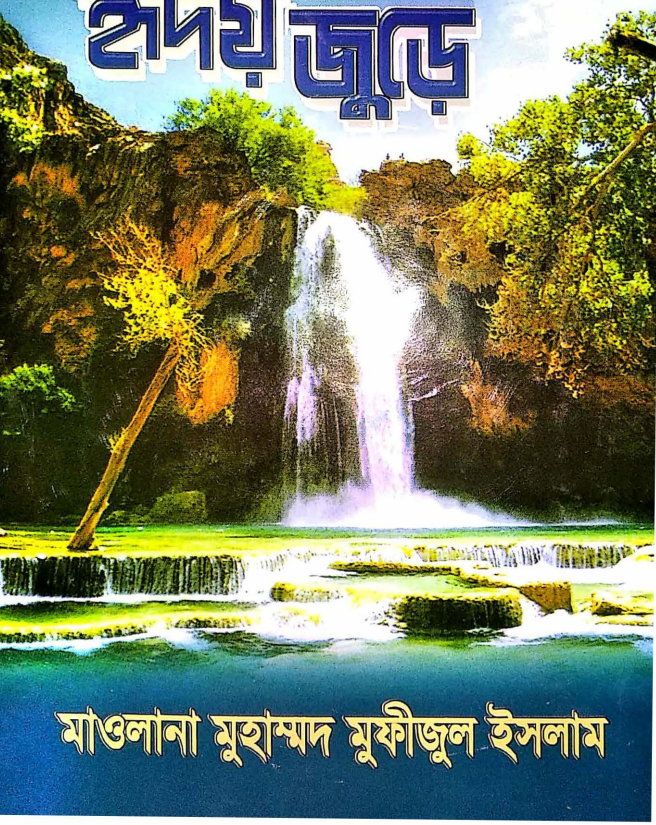

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সূচিপত্র

যে গল্পে হৃদয় জুড়ে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ফাযেল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১

শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

মাওলানা বশীর উদ্দীন

মাওলানা আবুল কালাম মাসুম

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেসন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

যে গল্পে হৃদয় জুড়ে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ৭১২৫৪৬২, ০১৭২১৭১৩৬২

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর- ২০০৪ইং
শাওয়াল- ১৪২৫ হিঃ

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
মাওঃ হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯-৩৮০৬২৩, ৯৬৬৯০১৬

www.smfoundationbd.com

.....আল-ইহদা.....

পরম শ্রদ্ধেয় নানাজান মরহুম
আব্দুল মালেক-এর সুউচ্চ মর্যাদা
ও মাগফিরাত প্রত্যাশায়-
আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতটুকু
অর্পিত হলো।
----লেখক

www.smfoundationbd.com

ভূমিকা

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের অপরিসীম দয়া ও মেহেরবানীতে হৃদয় গলে সিরিজের নবম খন্ড 'যে গল্পে হৃদয় জুড়ে' নামে আপনাদের হাতে উপস্থিত। সিরিজের অন্যান্য বইগুলোর তুলনায় এ বইটি একটু বেশী সময় বিরতি দিয়ে প্রকাশিত হলো। আর এ সময়টুকুর প্রয়োজনও ছিল। কারণ আমি চেয়েছিলাম- হৃদয় গলে সিরিজ ১০ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাবে নাকি আরও সামনে অগ্রসর হবে- এ ব্যাপারে অধিকাংশ পাঠকদের মনের কথাটি জানতে। আলহামদুলিল্লাহ, সিরিজ-৮ এ প্রদত্ত আমার এ আহবানে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া দিয়েছেন এবং প্রায় সকলেই এ সিরিজকে আরও সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন উপায়ে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। যা এ বইয়ের শেষাংশে পাঠকের মতামত বিভাগে স্থান পেয়েছে।

আমি মোটামুটি সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছিলাম যে, সিরিজ-১০ এর পর 'সুখময় জীবন' নামে আরেকটি নতুন সিরিজ শুরু করব। যার ফলে এর প্রস্তুতিও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা, বন্ধু-বান্ধব, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে সম্পাদক ও প্রকাশকের মনের ঐকান্তিক আকাঙ্খার প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে আমাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলো।

ইনশাআল্লাহ্ হৃদয় গলে সিরিজ ততদিন পর্যন্ত সামনে চলতে থাকবে যতদিন না আপনারা উহা বন্ধ করে নতুন কিছু লিখতে বলবেন কিংবা বন্ধ করার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিবে। তবে প্রত্যেক পাঠকের কাছে আমার বিনীত আরজ, আপনি এই ভূমিকা পাঠ করার সাথে সাথে একটু চিন্তা ভাবনা করে সিরিজের পরবর্তী খন্ডগুলোর জন্য ২/৪টি নাম লিখে পাঠাবেন। আপনার পাঠানো নামগুলো থেকে যে কয়টি নাম নির্বাচিত হবে ঠিক সেই কয়টি বই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর সংশ্লিষ্ট বইটিতে আপনার নাম ঠিকানা তো ছাপানো হবেই।

আমার মুহতারাম উস্তাদ ও দ্বীনি মুরব্বী শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা হাফেজ হাবীবুর রহমান সাহেব (দাঃবাঃ) ও আমার প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন মুরশিদ হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম, (দাঃ বাঃ) এর নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে সিরিজ-১১ থেকে **"আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?"** শিরোনামে তাঁদের তাকওয়া-পরহেযগারী, মেহনত-মোজাহাদা, বিনয়-নম্রতা, ত্যাগ-কুরবানী ও খেদমতের নযীরবিহীন ঘটনাবলী প্রতিটি সিরিজের শেষাংশে পৃথকভাবে স্থান পাবে ইনশাআল্লাহ। এতে একদিকে যেমন দেওবন্দের বড় বড় উলামায়ে কেরামের পরিচয় ও দ্বীনদারী সম্পর্কে অবগতি লাভ সম্ভব হবে তেমনি আমাদের মাঝে অনুরূপ দ্বীনদারী এখতিয়ার করার আগ্রহও জাগ্রত হবে।

সিরিজ-৯ অর্থাৎ চলমান সিরিজ থেকেই **'লেখকের জবাব'** নামে একটি বিভাগ খোলা হলো। উক্ত বিভাগে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের পাঠানো মতামতের প্রয়োজনীয় অংশের জবাব দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এ সিরিজের সকল পাঠক-পাঠিকা, শুভাকাংখী ও মতামত প্রেরণকারী ভাই-বোনদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে নরসিংদী জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব কাজী আখতার হোসেন যিনি সিরিজের একখানা বই পাঠ করে ভাল লাগার পর গত ২৬/১০/০৪ ইং রাত ১০টা ৩০ মিনিটে আমার মতো একজন নগণ্য লেখককে ফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং সিরিজের অন্যান্য বইগুলো সংগ্রহ করার আকাংঙ্খা ব্যক্ত করেছেন, আমি তাকেও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং এই সিরিজ সকল মহলে সমানভাবে সমাদৃত হোক, মহান আল্লাহর দরবারে এই কামনা করে শেষ করছি।

বিনীত

১২/১১/০৪ইং

মুফীজুল ইসলাম ভাদুঘরী

এই সিরিজ

যেভাবে আপনি পড়বেন

১। প্রথমে নিয়ত খালেছ করে নিন। অর্থাৎ এ নিয়ত করুন যে, আমি সিরিজের প্রতিটি বই আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশি করার উদ্দেশ্যে পাঠ করব।

২। এই সিরিজ পাঠ করার জন্য এমন সময় নির্বাচিত করুন, যখন আপনি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীমুক্ত থাকেন। কারণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় অনেক ভাল জিনিষও খারাপ লাগে।

৩। সিরিজের যে কোন বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (ভূমিকা ও পাঠকের মতামতসহ) সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। যদিও তাতে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

৪। হৃদয় গলে সিরিজ যেহেতু পাঠক-পাঠিকাকে কেবল আনন্দে আত্মাহারা কিংবা চোখে অশ্রু ঝরানোর জন্যই লিখা হয়নি, বরং তা লিখা হয়েছে সচ্চরিত্র গঠন ও আমলী জিন্দেগী তৈরীর এক মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেহেতু লেখকের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে আপনিও অনুরুপ নিয়ত করুন।

৫। সিরিজের বইগুলো পাঠ করে যদি ভাল লাগে এবং আপনি মনে করেন যে, এগুলো অন্যদেরও পাঠ করা প্রয়োজন, তবে দ্বীনি কাজের একটি অংশ হিসেবে মা-বাবা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে বইগুলো পড়তে উৎসাহিত করুন। পারলে হাদিয়া দিন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

হৃদয় গলে সিরিজের বই সমূহ

- যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে (২য় খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে (৩য় খন্ড)
- যে গল্পে অশ্রু ঝরে (সিরিজ-৪)
- যে গল্প হৃদয় কাড়ে (সিরিজ-৫)
- যদি এমন হতাম (সিরিজ-৬)
- ঈমানদীপ্ত কাহিনী (সিরিজ-৭)
- অশ্রুভেজা কাহিনী (সিরিজ-৮)
- যে গল্পে হৃদয় জুড়ে (সিরিজ-৯)
- যে গল্পে হৃদয় কাঁদে (সিরিজ-১০)

সূচিপত্র

সম্পাদকের অভিব্যক্তি.....৯
প্রকাশকের কথা.....১০
বাণী ও দোয়া.....১১
হে প্রভু! তুমি সর্বশক্তিমান.....১৫
কত সুন্দর তুমি, হে রাসূল!.....২৪
হতভাগ্য কৃষকের নির্মম পরিণতি.....২৮
নির্লোভ অন্তর.....৩৬
অদ্ভুদ মঙ্গল কামনা.....৪১
অনুপম মেহমানদারী.....৪৩
আল্লাহর ওয়াদার প্রতি অবিচল আস্থা.....৪৮
সতিত্ব রক্ষার শুভ পরিণাম.....৫৩
রাসূল প্রেমের অনুপম দৃষ্টান্ত.. .....৬২
এখলাছের নমুনা.....৬৪
দাসীর খেদমতে সম্রাট.....৬৮
মহানুভবতার বিরল উপমা.....৭১
অনুসরণীয় আদর্শ.....৭৪
একটি ছোট্ট বালক.....৭৮
কৃতজ্ঞতার পুরস্কার.....৮৮
পরকালের জন্য তৈরী নিন.....৯৬
পাঠকের মতামত.....১০১
লেখকের জবাব.....১০৮
লেখা পাঠানো সম্পর্কে দু'টি কথা.....১০৯

লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

মাস্তুলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দস্তুপাড়া, নরসিংদী।
ফোন: ০১৭২-৭৯২১৯৩, ০৬২৮-৬২৫৪১

সম্পাদকের অভিব্যক্তি

শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষে রূপদান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা লাভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুষ্ঠু ও সুন্দর মনের মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে না। আল্লাহ পাক প্রথম মানুষকেই শিক্ষা দান করে শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। শিক্ষার বলেই হযরত আদম (আ.) অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন। সর্ব শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ সর্ব প্রথম বানীও শিক্ষা সংক্রান্ত। এজন্যই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সৃষ্টির জন্ম লগ্ন থেকে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। শিক্ষিত নন্দিত। অশিক্ষিত নিন্দিত। শিক্ষিত সততা, সভ্যতা, সদাচরণ, ন্যায়নীতি এমনকি সর্ব প্রকার মহান গুনাবলীর আধার। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত অসভ্যতা, জুলুম-অত্যাচার-অন্যায় অবিচার, মিথ্যা-প্রবঞ্চনার সমাহার। এ ধারণা এখন পর্যন্ত চলে আসছে। কিন্তু বর্তমান জগতে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই এ বাস্তবতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষিত হয়েও যেন অশিক্ষিতের বিশেষণে বিশেষিত। তাদের কাজ কর্ম, আচার আচরণ, চলাফেরা, চরিত্র যেন প্রতি নিয়ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিত। বর্তমান যুগে 'জ্ঞান পাপী' নামে একটি শব্দের খুব প্রচলন আছে। এ শব্দটি সাধারণত এ ধরণের লোকদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে গবেষকগণের অভিমত হচ্ছে, শিক্ষার নামে অসভ্যতা ও অসততার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারই এর কারণ। বই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান বাহক। কিন্তু বর্তমানে বাজারে এমন সব বই পাওয়া যাচ্ছে যা মানুষের নৈতিক চরিত্র হননের উপাদানে ভরপুর। এমনকি অনেক শিক্ষালয়ে এ ধরণের শিক্ষাও দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এসবের প্রতিবাদ হচ্ছে না, প্রতিরোধের ব্যবস্থা হচ্ছে না। যার যা মনে চাচ্ছে, তা লিখেই বাজারে ছাড়ছে। আর এসব লেখা অধ্যায়ন করে মানুষ তার নৈতিক চরিত্রটুকুও হারিয়ে ফেলছে। সহমর্মিতা, সহযোগীতা, সততা, সহনশীলতা, এক কথায় সর্ব প্রকার মহৎ গুণাবলী তার থেকে বিদায় নিচ্ছে। এমনই এক চরম অবস্থায় প্রয়োজন এমনসব বই রচনা করা যা মানুষকে এ অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে প্রকৃত মানবীয় গুণাবলীতে অলংকৃত করবে। ফলে মানুষ তার নৈতিক চরিত্র ফিরিয়ে পেতে সক্ষম হবে। মাওলানা মুফীজুল ইসলামের **"হৃদয় গলে সিরিজ"** এ মহান উদ্যোগেরই একটি সফল প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি। আল্লাহ পাক তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা বশীর উদ্দীন
শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম নরসিংদী

www.smfoundationbd.com

প্রকাশকের কথা

সর্ব প্রথম মহান আল্লাহর দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহে হৃদয় গলে সিরিজের নবম খন্ডটিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি।

মানুষ স্বভাবগত ভাবেই সাধারণত গল্প-কাহিনী পড়ার প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে থাকে। এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যঙ্গনে গল্প-কাহিনী সমৃদ্ধ যেসব বই পুস্তক রয়েছে, তাতে আমাদের শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক এবং প্রবীণদের শিক্ষার মতো তেমন কিছুই নেই। এসব বই-পুস্তক সাধারণত ভূত-পেত্নী ও দেব-দেবীর এমন সব উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত ও বানোয়াট কাহিনীতে ভরপুর, যা ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান ছাড়া আর কিছুই দিতে সক্ষম হয় না।

তবে খুশির কথা এই যে, অধুনা এক ঝাঁক তরুণ আলেম, সত্য সুন্দর ও সৃজনশীল সাহিত্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইসলামি ভাবধারা ও নীতিমালার আলোকে কিছু গল্প-কাহিনী, সত্য ঘটনা ও বস্তুনিষ্ট উপদেশমূলক লিখনী জাতিকে উপহার দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা সর্বস্তরের আপামর জনগণকে সাহিত্যের খোরাক দানের পাশাপাশি উন্নত চরিত্র গঠনপূর্বক আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। আমার জানা মতে, হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি বই মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই লেখা। এ সিরিজের প্রতিটি ঘটনা পাঠক-পাঠিকাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করুক-এ প্রত্যাশা নিয়েই ইসলামিয়া কুতুবখানার এ ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে একান্ত মুনাজাত, তিনি যেন আমাদের ক্ষুদ্র এ প্রয়াস কবুল করেন এবং একে সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

বিনীত

মোঃ মোস্তফা

www.smfoundationbd.com

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** (চলমান অংশের নাম 'যে গল্পে হৃদয় জুড়ে') নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

www.smfoundationbd.com

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার **"যে গল্পে হৃদয় গলে" (বর্তমান অংশের নাম 'যে গল্পে হৃদয় জুড়ে')** নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ (মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুন আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযুগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

তাং - ১২/৪/২০০৪ইং

www.smfoundationbd.com

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত
মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদি হিল্লাযি নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে, তেমনি পড়তেও তাদের ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোঁকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবেই। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। 'যে গল্পে হৃদয় গলে'র লেখক অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তৃতীয় খন্ডের পর এ বইয়ের বাকী গল্পগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হেদায়েতের পথকে উন্মুক্ত করুন। আমীন।

২৮সেপ্টেম্বর ২০০৩

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

হে প্রভু! তুমি সর্বশক্তিমান

নীলাভ আকাশ। কোথাও নেই মেঘের ছটা। বুকে তার পুর্ণিমার চাঁদ। জোছনার কোমল আভায় লুটোপুটি খাচ্ছে ধরা-প্রকৃতি। নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে রূপালী আলোর ছটা নেচে নেচে এগিয়ে চলছে। পদ্মফুল দোল খাচ্ছে সেই রূপালী আলোর বন্যায়। এক মোহনীয় অপূর্ব সেই দৃশ্য! নজর কেড়ে নেয়, মন ভরে দেয়।

রজনী অনেক হয়েছে। হঠাৎ কি এক আওয়াজে মরিয়মের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বিছানা ছেড়ে উঠে। ঘরের দেয়ালে কান লাগায়। বুঝতে চেষ্টা করে।

আওয়াজটা ছিল খুব ক্ষীণ। তবু মরিয়মের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, এটা কোনো বস্তুর উপর লোহা দিয়ে পেটানোর আওয়াজ। সে অবাক হয়। ভাবে, এত রাতে কে পেটাচ্ছে? কি পিটাচ্ছে?

সময় বয়ে চলে। মরিয়মের কৌতুহল বাড়তে থাকে। আওয়াজটা মনে হয় পাশের কামরা থেকে আসছে। সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। খোলার ইচ্ছাও করে। কিন্তু খোলে না।

মরিয়মের ছোট্ট এক ভাই। ফুটফুটে সুন্দর। যেন অচীন দেশের রাজকুমার। মাত্র তিন মাস বয়স। তার এ নতুন ভাইটি তাদের কুড়ে

ঘরখানা আলোকিত করেছে। তাকে একা ফেলে বাইরে যাবে? এ চিন্তাই তাকে দরজা খুলতে দিচ্ছে না।

আওয়াজটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মরিয়মের আর সহ্য হয় না। সে আওয়াজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। পাশের ঘরের দরজা খুলতেই দেখে, তার আম্মিজান একটি কাঠের বাক্স তৈরি করছেন।

আম্মি এত রাতে.....

"চুপ"। মরিয়ম কথা শেষ করতে পারে না। আম্মি ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়।

আম্মিজান! এ গভীর রাতে আপনি কি বানাচ্ছেন?

মরিয়মের মা বাক্স তৈরিতে মশগুল ছিলেন। আরেকটা পেরেকের মাথায় আস্তে করে ঘা বসিয়ে দিয়ে মেয়ের কানে কানে বললেন, তোমার ভাইয়া কি ঘুমুচ্ছে?

ঃ হ্যাঁ, ঘুমুচ্ছে তো।

ঃ যাও, তাকে নিয়ে এসো। আর খেয়াল রেখো, যেন ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

ঃ কেন আম্মি? তাকে নিয়ে আসার কি প্রয়োজন? সে তো খুব আরামে ঘুমুচ্ছে।

ঃ যাও, ভালো মেয়ের মতো যা বলি শোন। কথা বাড়িও না।

মরিয়ম আর কথা বাড়ায় না। মায়ের আদেশ পালন করে। সে গিয়ে কচি ভাইটিকে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠায়। ক্ষুদে রাজকুমারটি তখনো গভীর ঘুমে অচেতন। সে তাকে মায়ের কাছে নিয়ে আসে।

মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। নরম তুলতুলে গালটায় আলতো ভাবে একটা চুমু খান। তারপর বাক্সের ঢাকনাটা খুলে তার মধ্যে তাকে শুইয়ে দেন। এবার ঢাকনা হাতে নিয়ে বাক্সের মুখ বন্ধ করতে থাকেন।

ঃ হায়, হায়, আম্মি! এ আপনি কি করছেন? ভাইয়া যে আমার দম আটকে মারা যাবে। বলতে বলতে ভীত বিহবল মেয়ে মায়ের হাত টেনে ধরে।

ঃ চুপ করো মরিয়ম। চিৎকার করো না। ধৈর্য ধর। এটাই আল্লাহর হুকুম। একথা বলে মা বাক্সের ঢাকনাটা বন্ধ করে দেন।

মায়ের কান্ড দেখে মেয়ের চোখ ছানাবড়া। অবাক হয়ে সে এ দৃশ্য

www.smfoundationbd.com

দেখতে থাকে।

মা মোম দিয়ে বাক্সের চারদিক বন্ধ করে দেন। ঢাকনায় কয়েকটা ছোট ছোট ছিদ্র ছিল। মরিয়ম ভাবে, বোধ হয় বাতাস আসা যাওয়া করার জন্য এই ফুটোগুলো রাখা হয়েছে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না তার আম্মি কি চান। ভাইয়াকে বাক্সে ভরে কি করবেন? অবশ্য পরক্ষণে তার মনে পড়ে, আম্মি বলেছেন, 'এটাই আল্লাহর হুকুম।'

মরিয়ম এতক্ষণ চিন্তার সাগরে ডুবেছিল। মায়ের নড়াচড়ায় হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায়। সে দেখে তার আম্মি বাক্সটি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে চলছেন।

মরিয়ম মায়ের পেছনে চলতে থাকে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। অতীতের বিভিন্ন দৃশ্য তার মনে পড়তে থাকে। সে ভাবে.....

আহ! গত তিনটি মাস কি আনন্দেই না সে ছোট ফুটফুটে ভাইটিকে নিয়ে খেলা করছিল। চুমোয় চুমোয় তার দু'গাল ভরে দিয়েছিল। কিন্তু সে ভাইয়ার আর সাথে খেলতে পারবে না। পারবে না আদর করে কোলে তুলে নিতে।

মরিয়মের মন বিষিয়ে উঠে। তার সুন্দর দীপ্ত মুখ মন্ডলে ফুটে আছে গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ। তার মনে ইচ্ছা জাগে, সে মায়ের কাছ থেকে বাক্সটি ছিনিয়ে নিয়ে গভীর বনে চলে যাবে। যেখানে মানুষের হিংস্র দৃষ্টি পৌঁছতে পারবে না কোনো দিন। শুধু সে আর ভাইয়া মনের সুখে খেলা করবে সেখানে। গাছ থেকে ফল ছিড়ে এনে নিজে খাবে। আর কচি ভাইটাকে খাওয়াবে মিষ্টি মধুর ফলের রস। কেউ তার ভাইকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে মরিয়ম মায়ের কাপড় টেনে ধরে। বলে,

ঃ আম্মি! আমার আম্মি!

ঃ চুপ, মরিয়ম চুপ করো।

ঃ হায়! হায়! আম্মি! আপনি কি ভাইয়াকে..

ঃ মরিয়ম একটি কথাও তুমি বলো না। এখান থেকে একদম চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে হবে। তারপর যেখানে লোকজন নেই ..... এই দুপুর রাতে

www.smfoundationbd.com

যেখানে লোকজন নেই.....।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আম্মি।

ঃ নীরবে হেঁটে চলো। সময় হলে সবই বুঝবে। কথা বলো না। এতে তোমার ভাইয়ারই ক্ষতি হবে।

মরিয়ম এবার একদম চুপ হয়ে যায়। বেশ কিছুদূর নীরবে হেঁটে চলে।

লোকালয়ের বাইরে আসতেই সে আর একদম চুপ থাকতে পারে না। জিজ্ঞেস করে আম্মি! আমার আম্মি! একটু বলুন না ভাইয়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ঃ তোমার ভাইয়াকে নীলনদে ভাসিয়ে দেবো।

ঃ হায়! হায়! এ আপনি কি বললেন আম্মি? ভাইয়া তাহলে বাঁচবে কেমন করে? কে তাকে দুধ খাওয়াবে? কে তাকে আদর যত্ন করবে? হায়, আম্মি! আপনি কেন এমন করতে যাচ্ছেন? আপনার দিলে কি একটুও দয়ামায়া নেই? আপনি যদি না পারেন তাহলে ভাইয়াকে আমার হাতে দিয়ে দেন। আমি তাকে গভীর বনে নিয়ে যাব। সেখানে কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।

মরিয়ম মায়ের পথ আগলে দাঁড়ায়। অতঃপর বাক্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঃ মরিয়ম! আমার পথে বাধা দিও না। সবর কর। এটাই আল্লাহর হুকুম। নিশ্চিন্ত থাকো। আল্লাহ তোমার ভাইয়াকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।

ঃ বাক্সে ভরে আমার ভাইয়াকে নদীতে ফেলে দিবেন এটাই কি আল্লাহর হুকুম?

ঃ হ্যাঁ, মরিয়ম, এটাই আল্লাহর হুকুম।

ঃ আহ! আল্লাহ! তুমি আমার ভাইয়াকে রক্ষা কর।

মরিয়ম চোখের পানি মুছতে থাকে। মায়ের পেছনে পেছনে নীরবে চলতে থাকে সে। সামনেই নীলনদ।

আরো কিছুক্ষণ চলার পর তারা নীলনদের কিনারে এসে পৌঁছে। নীলনদ তখন পানিতে টইটম্বুর। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে বড় বড় ঢেউগুলো কিনারায় এসে আছড়ে পড়ছে। পানির স্রোতও প্রবল।

মা দেরি করলেন না। তিনি কিনারে এসেই বাক্সটি পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর দু'হাত উপরে তুলে বললেন-

ওগো করুণাময় খোদা! আমি তোমার হুকুম পালন করেছি। তোমার হুকুম চুল পরিমান অমান্য করিনি। হে রাব্বুল আলামীন! তুমি মেহেরবানী করে আমার যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আর তোমার আমানত তুমিই হেফাজত করো।

দোয়া শেষ করে মা মেয়েকে বললেন-

যাও, বাক্সের সাথে সাথে নীল নদের কিনারে কিনারে চলতে থাক। দেখ, সর্বশক্তিমান খোদা তোমার ভাইয়াকে কিভাবে রক্ষা করেন।

একথা বলে মা ঘরের পথ ধরেন। মরিয়ম বাক্সটির উপর নজর রেখে নীল নদের কিনারা ধরে হাঁটতে থাকে। কোনো কোনো সময় ঢেউয়ের চাপে বাক্সটি একেবারে নদীর কিনারে চলে আসে। তার মন চায়, এটি তুলে নিয়ে গহীন বনে চলে যেতে। কিন্তু আবার মায়ের সেই কথাই তার মনে পড়ে- "এটাই আল্লাহর হুকুম। দেখো, আল্লাহ তোমার ভাইয়াকে কিভাবে রক্ষা করেন।"

মরিয়ম চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে পূর্বদিক ফর্সা হয়ে আসে। এদিক ওদিক দু'একটি পাখির কলকাকলী মৌনী রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সূর্য উঠে দুনিয়ার সব আঁধার দূর করে দেয়।

ক্লান্ত দেহ নিয়ে মরিয়ম এগিয়ে চলে। হঠাৎ তার সামনে পড়ে একটি বিরাট প্রাসাদ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে এর অবস্থান। এজন্য নদীর তীর ধরে সামনে এগুনো সম্ভব হচ্ছে না। সে ভাবে, এখন কি উপায় হবে? বাক্সের অনুসরণ করা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। প্রাসাদ ঘুরে নদীর কিনারে আসতে আসতে বাক্স অনেক দূর চলে যাবে।

মরিয়মের চিন্তা এখনো শেষ হয়নি। ঠিক এমন সময় সে দেখল, নদীর দিকে প্রাসাদের একটি দরজা খুলে গেছে। মূল্যবান পোষাকে সজ্জিতা বেশ কয়েকটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেয়েদের মধ্যে একজন ছিল তাদের তুলনায় একটু বেশি বয়সের। তার মনোমুগ্ধকর রূপ লাবন্য বাস্তবিকই ছিল ঈর্ষণীয়। এ রূপের যেন শেষ

নেই। এমন মনোহরিণী রূপ মরিয়ম আর দেখেনি কোনো দিন। তার নিকট মনে হলো, মেয়েটি যেন একটি ফুটন্ত গোলাপ।

মরিয়ম অত্যধিক সুন্দরী মেয়েটিকে প্রাসাদের গৃহকর্ত্রী বলেই ধরে নিল। আর বাস্তবতাও ছিল তা-ই। মেয়েটির দৃষ্টি নদীর দিকে পড়তেই সে দেখল, একটি বাক্স ঢেউয়ের তালে তালে হেলে-দুলে এগিয়ে চলছে। একটু দূরে কয়েকজন জেলে মাছ ধরছিল। মেয়েটি তাদেরকে ডেকে বলল, তোমরা যে কোনোভাবে বাক্সটি আমাকে এনে দাও। তারা বাক্সটি এনে প্রাসাদের অভ্যন্তরে পৌঁছে দেয়।

মরিয়ম নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সবকিছুই দেখছে। জেলেরা পানি থেকে বাক্সটি তুলে প্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে থাকলে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেও জেলেদের পেছনে পেছনে চলে এবং তাদের সাথে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

জেলেরা তাদের পারিশ্রমিক নিয়ে চলে যায়। এবার গৃহকর্ত্রী ধীরে ধীরে বাক্সের ঢাকনা উত্তোলন করে। বাক্সের ভেতর একটি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা দেখে তার চোখে-মুখে দেখা দেয় রাজ্যের বিস্ময়। সাথে সাথে মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে আসে-"শিশু"।

মরিয়মের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। সে প্রাসাদ কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকে। কাঁপতে শুরু করে গোটা দেহ।

প্রাসাদকর্ত্রী বাক্স থেকে শিশুটি বের করেন। দু'হাতের উপর রেখে তাকে উঁচু করে ধরেন। নিজের ভাইকে জীবিত অবস্থায় আঙ্গুল চুষতে দেখে মরিয়মের আনন্দের সীমা থাকে না। সে চুপচাপ সবকিছু দেখতে থাকে।

মেয়েটি সুন্দর শিশুটিকে নিজের মুখের কাছে তুলে আনেন। অসীম মমতায়, মাতৃত্বের গভীর আবেগে আপনা আপনি তার মুখ নেমে যায় শিশুর ঠোঁটের উপর। তাকে চুমো খান। বুকে জড়িয়ে আদর করেন। দাসীদের হুকুম দেন, যাও, দাঁড়িয়ে কি দেখছো? এক্ষুণি ভদ্র, অভিজাত ও সুন্দরী দুগ্ধ দায়িনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়।

এতক্ষণ দাসীরা যেন হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তারা বেরিয়ে যায়। দেখতে দেখতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একের পর এক দাই আসতে থাকে। প্রত্যেকেই গভীর মমতায় কোলে নিয়ে শিশুকে দুধ পান করাতে চায়। কিন্তু শিশু দুধ পান করবে তো দূরের কথা, মুখই খোলে না। বিপুল পুরস্কারের লোভে সকলেই নানারকম কায়দা কৌশলের আশ্রয় নেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

মরিয়ম এসব দেখতে থাকে। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে প্রাসাদ কর্ত্রীর সামনে দাঁড়ায়, তারপর দৃঢ়তার সাথে বলে-

যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে আমি এমন এক দাইকে আপনার নিকট হাজির করতে পারি, যার দুঁধ এই শিশু খাবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

যাও, এখনই চলে যাও। নিয়ে এসো তাকে।

মরিয়ম প্রায় দৌড়ে প্রাসাদ থেকে বের হয়। অপরিসীম এক আনন্দ তার মনে দোল খায়। অসীম ক্ষমতাশালী আল্লাহর প্রশংসা করার ভাষা তার ছিল না। সারাটা পথ যেন সে বাতাসে উড়ে আসে। এক দুর্বার আকর্ষণ, এক আনন্দ মোহ যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে আম্মি..... আম্মি..... বলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

মরিয়মের মা যেন এই ডাকের অপেক্ষায়ই ছিলেন। কোনো মানুষ সফরের নির্ধারিত সময়ের পূর্ব মুহূর্তে যেমন সবকিছু রেডি করে প্রস্তুত হয়ে থাকেন, তিনিও তেমনি সব কিছু গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। সুতরাং তার দেরী হলো না। তিনি মরিয়মের মুখ থেকে সংক্ষেপে সবকিছু শুনে তৎক্ষণাৎ তার সাথে রওয়ানা দেন।

শিশু বাচ্চাটি কারো দুধ পান করছে না দেখে একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া প্রাসাদকর্ত্রীর সমস্ত মুখ ছেয়ে ফেলেছে। ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তার রেখা। মনের অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে গোটা মুখ মন্ডলে। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

ঠিক এমন সময় মরিয়ম তার মাকে নিয়ে প্রাসাদে পৌঁছলো। তাকে দেখে গৃহকর্ত্রীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন-

এই যে মেয়ে! তুমি না বলেছিলে ভাল দাই নিয়ে আসবে। এনেছ কি? মরিয়ম বলল, এই যে, এনেছি বেগম সাহেবা।

প্রাসাদকর্ত্রী মরিয়মের মাকে খুব পছন্দ করলেন। তারপর বাচ্চাটিকে তার কোলে তুলে দিলেন।

মা ছেলেকে কোলে নিয়ে গভীর মমতায় আদর করলেন। মনে মনে শুকরিয়া জানালেন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে। ততক্ষণে শিশু মায়ের কোলে উঠে চুক্ চুক্ করে দুধ খেতে শুরু করেছে।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনায় যে শিশুর কথা বলা হয়েছে তার নাম আমরা সবাই জানি। তিনি হলেন, বনী ইসরাঈলের মহান নবী হযরত মূসা (আ.)। তাঁর বিভিন্ন কাহিনী পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমানের মজবুতি ও চরিত্র সংশোধনের জন্য এসব কাহিনীতে হাজারো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

উল্লেখিত ঘটনা নিয়ে যদি একটু চিন্তা করা যায়, তবে আল্লাহ পাকের অপার শক্তি ও কুদরতের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তাঁর কাজে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই- এ কথার সুদৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে বসানোর জন্য এটি একটি উত্তম ঘটনা। কেননা, ফেরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করে তার বাদশাহী খতম করবে, সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে, তখন সে পুত্র-সন্তানদের জন্ম রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকান্ডের আদেশ জারি করে। এরপর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলেদের জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে ঐ বছর হযরত মূসা (আ.)কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট করতে পারতেন, যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হতো। কিন্তু তিনি স্বীয় কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ও ফিরাউনের যাবতীয় পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সন্তান হত্যার বছরেই হযরত মূসা (আ.)কে ভূমিষ্ট করালেন। শুধু তাই নয়, যে ছেলের ভয়ে ফিরাউন লক্ষ লক্ষ ছেলেকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, আল্লাহপাক ঐ ছেলেকে স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও পরম আদর যত্নের সাথে লালন-পালন করেছেন।

এখানে আরেকটি বিষয় হলো, হযরত মূসা (আ.) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোনো ধাত্রীর দুধ গ্রহণ করতেন, তবে তার লালন পালন

www.smfoundationbd.com

শত্রু ফিরাউনের গৃহে এরপরেও সুখে স্বাচ্ছন্দে হত। কিন্তু তাঁর মাতা তার বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং হযরত মূসা (আ.)ও কোনো কাফের মহিলার দুধ খেতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে মূসা (আ.)কে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে একদিকে যেমন স্বীয় পয়গম্বরকে কাফের মহিলার দুধ পান থেকে বাঁচিয়ে দিলেন, তেমনি অপরদিকে তার মাতাকেও বিরহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন। মুক্তিও এভাবে দিলেন যে, ফেরাউনের পরিবার তার কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপহার ও উপঢৌকনের বৃষ্টিও বর্ষিত হলো।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা! যে আল্লাহ এত বড় কুদরতওয়ালা, যিনি এতবড় ক্ষমতাবান, তাঁর মর্জি মতো জীবন পরিচালনা করা আমাদের উচিত নয় কি? তাহলে চলুন, আজই, এখনই, এ মুহূর্তে, প্রতিজ্ঞা করে বলি, হে মহান প্রভু! আমি আর কখনো তোমার নাফরমানী করব না, তোমার মর্জির বাইরে চলবো না। তোমার বিধান মতো জীবন যাপনের একশ ভাগ চেষ্টা করবো।

[আলোচ্য ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের সূরা তাহায় বর্ণিত হযরত মূসা (আ.) -এর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।]

www.smfoundationbd.com

২

কত সুন্দর তুমি, হে রাসূল!

গভীর রাত। নীলাভ আকাশের বিস্তৃত সীমানা জুড়ে আলো আর আলো। তারকারাজীরা যেন ডাগর ডাগর চোখ মেলে ঘুমন্ত মদীনার দিকে চেয়ে আছে। সে চোখে কোনো ক্লান্তি নেই। কোনো বিরাম নেই। বড় মায়া, বড় ভালবাসা, অসীম তৃপ্তি সে চোখে। শান্ত সমাহিত চারদিক, কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। ফুরফুরে প্রাণ জুড়ানো বাতাসের আনা- গোনাও প্রচুর। তাই মদীনা আজ ঘুমন্ত নগরী। অচেতন নগরী। স্বপ্নের নগরী।

মরুর লতাগুল্ম, খর্জুর বীথিকা, পাহাড়-পর্বত, প্রকৃতি সবকিছু আজ অনাবিল আনন্দে দোল খাচ্ছে। যেন আজ মহাসমারোহে প্রকৃতির বিয়ে। প্রকৃতির এমন নৈসর্গিক রূপ দেখে, মানব মনেও আনন্দ দোল খায়, সুপ্ত প্রেমের উষ্ণ শিহরণ বয়ে যায়।

এমনি এক প্রেমময় স্বপ্নীল রজনীতে বিমোহিত নবী দম্পতিও। তাঁরাও আজ সীমাহীন পুলকিত, অপরিসীম আনন্দিত। প্রকৃতির এরূপ মোহনীয় পরিবেশে খোশগল্পে মাতোয়ারা দু'জাহানের বাদশাহ মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর প্রিয় সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.)।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ যাবত শান্ত স্নিগ্ধ জোছনার আলোয় হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা চলছে। প্রত্যেকেই আপন প্রিয়তমের মনে খুশির বন্যা বইয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণ খুলে কথা বলছেন। হৃদয়ের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে মনের ভাবটুকু প্রকাশ করছেন। ঠিক এমন সময় রাসূল (সা.) লক্ষ্য করলেন, হযরত আয়েশা (রা.) একবার তাঁর মুখের দিকে, আরেকবার নীলাভ আকাশের শুক্লাদশী চাঁদের দিকে তাকাচ্ছেন। এরূপ

একবার দু'বার নয়, কয়েকবার হলো। মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) এর এমন রহস্যময় আচরণ দেখে কৌতূহলকে আর চেপে রাখতে পারলেন না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আয়েশা! এভাবে কি দেখছো? একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছো, আবার আমার দিকে? হযরত আয়েশা (রা.) মহানবীর জিজ্ঞাসা শুনে রহস্যময় হাসি হেসে উত্তর দেন-

ঃ দেখছি কে সুন্দর !

ঃ মানে !

হযরত আয়েশা (রা.)-এর উত্তর দেওয়ার ঢংয়ে মহানবীর বিস্ময় যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে অপলক দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মহানবীর দৃষ্টি যেন বলছিল-

ঃ হে আয়েশা ! তোমার মনের কথা জলদি খুলে বল।

হযরত আয়েশা (রা.) প্রিয়তম স্বামীকে এমন রহস্যের মধ্যে ফেলতে পেরে মনে মনে পুলক অনুভব করছিলেন। মহানবীর তাকানোর ঢং তাঁর হৃদয়-মনকে অপূর্ব আনন্দে ভরে দিচ্ছিল। আর তিনি প্রাণ ভরে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

এভাবে কয়েক মুহূর্ত চলার পর হযরত আয়েশা (রা.) আপন মাহবুবের কথা টেনে মুচকি হেসে বললেন-

ঃ মানে হলো- আমি দেখছি, আকাশের ঐ শুক্লাদশী চাঁদ বেশি সুন্দর, না আমার মাহবুব বেশি সুন্দর। চাঁদের আভা বেশি আলোকময়, নাকি আমার প্রিয় মানুষটির মোবারক চেহারা বেশি উজ্জ্বল। জোছনা ঝরা ঐ চাঁদ বেশি দিল্‌কাশ, না আমার মনের মানুষটির আপাদ-মস্তক বেশি আকর্ষনীয়। আকাশের ঐ চাঁদ তার জোছনা দিয়ে ধরা পৃষ্ঠকে বেশি বিমোহিত, আলোকিত ও প্রভাবিত করেছে, নাকি আমার ভালবাসার কেন্দ্র বিন্দু পরম প্রিয়তমের আখলাক-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা পৃথিবীকে বেশি আলোকিত ও প্রভাবিত করেছে; তাই আমি বারবার দেখছিলাম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রেমাস্পদের এমন নির্মল প্রেম দেখে, ভক্তি ও ভালবাসার রূপ দেখে মুগ্ধ হন। প্রিয়ার হৃদয়ে তাঁর অবস্থান দেখে তাঁর দিল আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠে। তাই তিনিও প্রেমময় হাসি হেসে বলেন-

ঃ তো আয়েশা! কাকে সুন্দর পেলে? চাঁদকে না আমাকে? কে বেশি আলোকময়? আকাশের চাঁদ না আমার চেহারা? পৃথিবী কি চাঁদের

জোছনায় বেশি আলোকিত ও প্রভাবিত, নাকি তোমার প্রিয় মানুষটির আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতায়?

ঃ হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুন্দর নবী! সে কথা কি আর বলতে হয়!

হযরত আয়েশার ছোট্ট উত্তর। যা মহানবীর হৃদয়ে বইয়ে দেয়, অপরিসীম এক আনন্দের বন্যা।

কিছুক্ষণ পর। হযরত আয়েশা (রা.) আবার গম্ভীর হলেন। বললেন সেই গাম্ভীর্যতা বজায় রেখেই-

হে আল্লাহর রাসূল! আজ যদি আজীজে মিসরের সেই শাহী দরবারে জুলাইখার সখীদের সামনে ইউসুফ (আ.)-এর পরিবর্তে আপনাকে পেশ করে তাদের হাতেও দেওয়া হতো অনুরূপ চাকু, তাহলে তারা আপনার সৌন্দর্য মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে শুধু হাতই কর্তন করত না, তাদের কলিজাও কেটে ফেলত। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঠোঁট বেয়ে ঝরে পড়ে প্রাণবন্তকর স্নিগ্ধ হাসির ঝিলিক।

আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর এমন সাজানো গোছানো যৌক্তিক উত্তর শুনে ও বুদ্ধিমত্তার এমন দূরদর্শিতা দেখে রাসূল (সা.) বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর নূরদীপ্ত চন্দ্রিমার ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা থেকে অঝোরে ঝরছিল তখন নির্মল প্রেমের অবারিত ধারা।

প্রিয় বন্ধুরা! এই ছিল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, নবীয়ে রহমতের সৌন্দর্য মাধুর্য। নীলাভ আকাশের শুক্লাদশী চাঁদও যার সৌন্দর্যের কাছে হার মানত। তারপরেও আল্লামা কুরতবী (র.) বলেন-

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়মত নবীর পূর্ণ সৌন্দর্য মাধুর্য প্রকাশ করেননি। যদি করতেন, তাহলে পৃথিবীর কোনো চর্ম চক্ষু তাকে দেখতে পেত না।

কবি হাসসান রাসূল (সা.)-এর সৌন্দর্যের কথাটি কত সুন্দর রূপে ব্যক্ত করেছেন-

আঁখি মম করেনি দর্শন
সুন্দর কিছু তোমার থেকে
তোমার চেয়ে সুন্দর মানব
জন্মেনি কোনো মায়ের পেটে।

প্রিয় পাঠক! একমাত্র মহানবী (সা.) ই মানব ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যার জীবনের প্রতিটি কথা কিংবা কাজই নয়, বড় বড় হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর চেহারা মোবারক ও বাহ্যিক অবয়বেরও নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে।

এসব বর্ণনাগুলো একত্র করলে দেখা যায় মহানবী (সা.) এর পবিত্র দেহ ছিল অপূর্ব সুন্দর। আকৃতি ছিল মাধ্যম। বর্ণ দুধে আলতায়। ললাট ছিল প্রশস্ত। গ্রীবা উন্নত। পটলচেরা চোখ। চোখের মনি ছিল গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের। সুগঠিত ভরাট চোয়াল। ওষ্ঠ জোড়া ছিল গোলাপ পাপড়ির মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হতো, যেন দুঠোট খুব যত্নের সাথে এক পোঁচ গোলাপী রং বুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর দাঁতগুলো ছিল মুক্তার মতো উজ্জ্বল। মাথার চুল ছিল সামান্য কোঁকড়ানো ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। দু'বাহু ছিল মাংসল, সুগঠিত এবং সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। মসৃণ ত্বক বিশিষ্ট শরীরের কোথাও মেদের বাহুল্য দৃষ্টি গোচর হতো না। কোথাও দাঁড়ালে মনে হতো যেন শিল্পীর হাতে গড়া একটি মনোরম পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মোটকথা, অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ন্যায় তাঁর বাহ্যিক অবয়বও এত কান্তিময়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় ছিল যে, দর্শক মাত্রই অভিভূত হয়ে পড়ত।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! সুন্দরকে সবাই ভালবাসে। মহব্বত করে। হৃদয়ের গভীরে স্থান দেয়। অবশ্য কেউ চারিত্রিক সৌন্দর্যকে দৈহিক সৌন্দর্যের উপর প্রাধান্য দেয়। আবার কেউ কেউ চারিত্রিক সৌন্দর্যের খোঁজ-খবর না নিয়ে প্রাথমিকভাবে দৈহিক সৌন্দর্যতেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তবে এমন লোক হয়ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে, যে একান্ত বিদ্বেষ ছাড়া উভয় সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমন্ডিত কোনো ব্যক্তিকে ভালবাসবে না, মহব্বত করবে না। সুতরাং আসুন, আমাদের প্রিয়নবী যিনি কেবল অনুপম আদর্শ ও চারিত্রিক গুণাবলিতেই অদ্বিতীয় ছিলেন না, দৈহিক সৌন্দর্যেও ছিলেন অতুলনীয়- তাকে মহব্বত করি, ভালবাসি, তাঁর আনিত দীনকে আপন জীবনে বাস্তবায়ন করাকে সফলতার একমাত্র পথ বলে জানি।[১]

১. সহায়তায় ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, মাসিক আর-রাশাদ

www.smfoundationbd.com

৩
হতভাগ্য কৃষকের নির্মম পরিণতি

প্রতিটি মুসলমানকে দু'ধরনের হক নিয়মিত পালন করতে হয়। তন্মধ্যে একটি হলো হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক আর অপরটি হলো হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। হক মানে অধিকার, পাওনা ইত্যাদি। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্জ করা, যাকাত দেওয়া, সদা সত্য কথা বলা প্রভৃতি আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত। কাউকে কষ্ট না দেওয়া, কারো প্রতি জুলুম অত্যাচার না করা, কারো গিবত শেকায়েত বা দোষ-ত্রুটি না খোঁজা প্রভৃতি বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত। এসব হক আদায় ব্যতিত কোনো ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন হতে পারে না।

বান্দার হক আদায়ের ক্ষেত্রে একটি কথা খুব ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে। তা হলো, একজনের হক আদায় করতে গিয়ে অপরজনের হক যেন নষ্ট না হয়। যেমন ধরুন, আপনার আম্মা আছে, আছে স্ত্রীও। আপনার নিকট এদের প্রত্যেকেরই কিছু সুনির্দিষ্ট হক বা অধিকার আছে। যা পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে অবশ্যই আপনাকে পালন করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, স্ত্রীর হক আদায় করতে গিয়ে মায়ের হক আদায়ে যেন সামান্যতমও ত্রুটি না হয়। অথবা মায়ের হক আদায় করতে গিয়ে স্ত্রীর হক আদায়ে বিন্দুমাত্রও যেন কমতি না হয়। নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের হকই নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে হবে। এমন যেন না হয় যে, প্রিয়তমা স্ত্রীর ভালবাসা আপনার হৃদয়ে এতটাই প্রবলভাবে

জেঁকে বসেছে যে, মায়ের খোঁজ খবর নেওয়ার সুযোগও আপনার হয় না। তিনি কোথায় থাকছেন, কিভাবে চলছেন, কি খাচ্ছেন এসব জানার প্রয়োজনও আপনি বোধ করছেন না। কিংবা সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে সুখময় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মাকে আপনি বিরাট একটি বাধা বা প্রতিবন্ধক মনে করছেন। মনে মনে হয়ত ভাবছেন, এই বুড়িটা না থাকলেই ভাল হতো। তিনিই আমার শান্তি বিনষ্টের মূল হোতা। যত তাড়াতাড়ি তিনি মৃত্যুবরণ করবেন ততই আমাদের মঙ্গল, ততোই ভাল। নাউযুবিল্লাহ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! মনে রাখবেন, পিতা-মাতার প্রতি এমন অসৎ ও নিকৃষ্ট মনোভাব কেবল হতভাগ্য সন্তানরাই রাখতে পারে। সাথে সাথে আপনারা এও মনে রাখবেন, যারা স্ত্রীর অন্ধ ভালবাসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ করে, স্ত্রীকে খুশি রাখতে গিয়ে জন্মদাতা পিতা-মাতাকে যা ইচ্ছে তাই বলে, এমনকি তাদেরকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়ার নাপাক পরিকল্পনা করতেও বিবেকে বাধে না, তাদের জীবন হয় লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপমানিত। কখনো বা খোদায়ী গজব সরাসরি তাদেরকে গ্রেফতার করে। তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা হয় অত্যন্ত কঠিন। নিম্নে পাকিস্তানে সংঘটিত এ ধরনের একটি সত্য ঘটনাই আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি।

মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কৃষক। ঘরে একমাত্র মা ও স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। পিতা বেশ আগেই ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও দেখাশুনার গুরু দায়িত্ব এখন তার কাঁধে অর্পিত।

কৃষক তার স্ত্রীকে ভীষণ ভালবাসে। প্রত্যহ ভোরে উঠে রুটি-রুজির খোঁজে মাঠে চলে গেলেও মনটা তার স্ত্রীর নিকটই পড়ে থাকে। স্ত্রীর সুন্দর মসৃন মুখখানা কিছুতেই সে ভুলতে পারে না।

তাদের দাম্পত্য জীবনের বয়স বেশি একটা হয়নি। বড়জোর ২/৩ বছর হবে। এরই মধ্যে কত ঘটনা-দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে এর হিসেব ক'জন জানে!

কৃষকের স্ত্রী সুন্দরী বটে। কিন্তু মারাত্মক ঝগড়াটে। শত টন হিংসা যেন পুঞ্জিভূত হয়ে আছে তার হৃদয়ের গহীন কোণে। অপরের কল্যাণ দু'চোখে দেখতে পারে না। সে চায়, সকল সুখ, সকল ঐশ্চর্য সে একাই লাভ করুক, অন্য কেউ নয়। অনিন্দ্য সুন্দরী ও রুপসী নারী হওয়ায় অহংকারের মাত্রাও তার মধ্যে কম ছিল না।

www.smfoundationbd.com

এসব মন্দ স্বভাবের আধিক্যের কারণে শ্বাশুড়ীর সাথে প্রায় প্রতিদিন তার ঝগড়া হতো। সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শ্বাশুরীকে আচ্ছামত গালিগালাজ করতো। মুখে যা আসে তাই বলতো। পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের তালিকায় শ্বাশুরীও যে একজন, একথা কোনোদিন তার ভাবারও সুযোগ হয়নি। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো দিন তাকে শ্রদ্ধাভরে আম্মা বলে ডাক দেয়নি। স্বামী যখন জীবিকা নির্বাহের অনিবার্য দায়িত্ব সেরে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ-মন নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরত, তখন সে স্বীয় শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ পেশ করতো। চাপিয়ে দিতো রং বেরংয়ের এমন সব দোষ যা আদৌ সত্য নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, কৃষকের স্ত্রী ছিল খুবই সন্দরী। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক যেন স্বীয় হস্তে আপন নৈপুণ্য ও শৈলীতে সৃষ্টি করেছেন কৃষকের স্ত্রীকে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, ঐ সৌন্দর্যই কৃষকের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা রূপের সাগরে ডুব দিয়ে স্ত্রীর প্রতি সে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, স্ত্রী কোনো অন্যায় করতে পারে, একথা ভাবতেও তার কষ্ট হতো। সে মনে করত, যত দোষ আছে সবই তার মায়ের। তার কারণেই সংসারে অশান্তি। ফলে কোনোদিন সে একথা যাচাই করারও প্রয়োজন বোধ করত না যে, আসলে কে প্রকৃত দোষী। কার কারণে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। কোন উৎস থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এত অশান্তি, এত যন্ত্রণা। মোটকথা, স্ত্রীর কথা একশ ভাগ বিশ্বাস করে সকল অপরাধের জন্য মনে মনে সে মাকেই দায়ী করতো। তাইতো দেখা যায়, ঝগড়ার পর স্ত্রী যদি ঘরের কাজকর্ম ঠিকমতো সম্পাদন না করত, আসবাবপত্র এলোমেলো অগোছালো করে ফেলে রাখতো, তথাপি সে স্ত্রীকে কিছুই বলতো না; বরং উল্টো মাকেই গালমন্দ করতো। শুধু তাই নয়, স্ত্রী যদি মায়ের সাথে ঝগড়া করে পিত্রালয়ে চলে যেতো, তবে সে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনুনয় বিনয় করে স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতো। হায় আফসোস! একজনের প্রেমে অন্ধ হয়ে আরেক জনের সাথে এমন দুর্ব্যবহার! একজনকে খুশি করতে গিয়ে আপন মায়ের সাথে এমন নির্মম আচরণ! ইসলামের শিক্ষা তো কখনোই এরূপ নয়। যা হোক ঘটনার শেষ এখানেই নয়। এর পরবর্তী অংশটুকু আরও মর্মান্তিক, আরো হৃদয় বিদারক। স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে একজন মানুষ কতটুকু নিষ্ঠুর হতে পারে, কি পরিমাণ বিবেকহীন হতে পারে, ঘটনার সামনের অংশটুকু তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

একদা কৃষকের স্ত্রী শ্বাশুরীর সঙ্গে ঝগড়া করে আপন পিত্রালয়ে চলে গেলো। কৃষক সংবাদ পেয়ে মাকে গালাগালি করে দ্রুত ছুটে গেল শ্বশুর বাড়িতে। স্ত্রীকে ডেকে এনে অনেক করে বুঝাল। অনেক খোশামোদ তোষামোদ করল। কিন্তু কোন কাজ হলো না। সে কিছুতেই স্বামীর বাড়িতে যেতে রাজি হলো না।

কৃষক ভাবলো, হায়! এক ডাইনী বুড়ির জন্য পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীকে হারাতে যাবো? প্রিয়তমা স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হবো? না, তা হতেই পারে না। সুতরাং স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যত কঠিন শর্তই পালন করতে হউক না কেন, তা আমাকে করতেই হবে। তাই সে বিনয়ের সাথে বলল, প্রিয়তমা! এবারের মতো তুমি বাড়ি চলো। যদি এজন্য তোমার কোনো শর্ত থাকে তাও আমি নির্দ্বিধায় পালন করব।

স্ত্রী এবার সুযোগ পেয়ে গেল। মনে হয়, এ সুযোগের অপেক্ষায়ই সে এতদিন প্রহর গুনছিল। তাই স্বামীর কথার জবাবে সে কালবিলম্ব না করে বলল, আমার কেবল একটিই শর্ত। তা হলো, যদি তুমি তোমার মাকে চিরতরে খতম করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে পার, তবেই আমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাবো। অন্যথায় কোনোদিন তুমি আমাকে নিতে পারবে না। তোমার যতসব অনুরোধ আবদার বারবার বিফলেই যাবে।

স্ত্রীর কথায় কৃষক অবলীলায় রাজি হয়ে গেল। সে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বলল- আরে, বল কি তুমি! যদি তুমি এর চেয়েও কঠিন কোনো শর্তারোপ করতে, তবে তাও আমি পালন করে তোমার প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ পেশ করতাম। এরূপ ইচ্ছে তো আমার পূর্ব থেকেই ছিল। শুধু তুমি কি বলবে, এজন্য সাহস পাচ্ছিলাম না। আজ তোমার সম্মতিই যথেষ্ট ছিল। শর্তারোপ না করলেও তোমার মনের ঐকান্তিক আশা অবশ্যই পূরণ হতো।

স্ত্রী বলল, কেবল মুখের কথা নয়, আমি শর্তের বাস্তবায়ন চাই। যে দিন শর্ত পালিত হবে আর শুনতে পাবো, আপন হস্তে বুড়িকে হত্যা করেছ, সেদিনই আমাকে তোমার বাড়িতে দেখতে পাবে। আমাকে নেয়ার জন্য তোমার আসারও প্রয়োজন পড়বে না।

স্বামী বলল, আচ্ছা তাই হবে। একথা বলে মাকে হত্যা করার কঠিন সংকল্প নিয়ে সে মতো শ্বশুর বাড়ি থেকে বিদায় নিলো।

নিস্তব্ধ রাত। জোছনা ভরা আকাশ। নদীর বুকে জোছনার আলো অপূর্ব এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মাকে চিরতরে বিদায় করে জঞ্জাল মুক্ত পরিবেশে রূপসী স্ত্রীকে নিয়ে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করার এক বুক স্বপ্ন নিয়ে নদীর তীর ধরে হেঁটে আসছে কৃষক। তার মাথায় কেবল একটিই চিন্তা, কিভাবে আপন জননীকে হত্যা করে পরপারে ঠেলে দেয়া যায়। কিভাবে তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে পরম সুখে দিনাতিপাত করা যায়। সে ভাবছে, আমার এ সিদ্ধান্ত সাধারণ কোনো সিদ্ধান্ত নয়। কারণ, মাকে খতম করতে পারলেই তো প্রিয়তমা সহধর্মিনী ঘরে ফিরে আসবে। হাসিমুখে কথা বলবে। প্রাণভরে ভালবাসবে। ঘরের প্রতিটি বস্তু ফিরে পাবে নতুন সজীবতা। সৃষ্টি হবে আজকের জোছনা রাতের মতোই প্রাণবন্ত পরিবেশ।

সুতরাং বিলম্ব করে লাভ নেই। ২/৪ দিনের মধ্যে যে কোনো উপায়ে এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে হবে। মাকে বিদায় দিয়ে প্রিয়তমাকে ঘরে তুলতেই হবে।

গভীর রাতে কৃষক বাড়ি ফিরে। রাতভর তার ঘুম নেই। সর্বক্ষণ কেবল হত্যার পরিকল্পনা। কোথায় নিয়ে, কি উপায়ে মাকে হত্যা করলে উভয় কুল রক্ষা পাবে, সারাক্ষণ সে কেবল সে চিন্তাই করে। সে চায়, সাপও মরুক, লাঠিও না ভাঙ্গুক। অর্থাৎ এমন কৌশল সে অবলম্বন করতে চায় যদ্বারা মা তো মরবেই, সাথে সাথে তাকেও এই মৃত্যুর জন্য কোনোরূপ হয়রানির শিকার হতে হবে না। দাঁড়াতে হবে না বিচারের কাঠগড়ায়।

ভাবতে ভাবতে দুই তিন দিন চলে গেল। কিন্তু মাকে হত্যা করার নিষ্কন্টক কোনো রাস্তা সে খুঁজে পেল না। অবশেষে আরও চিন্তা ভাবনা করার পর হঠাৎ একটা অপকৌশলের কথা তার মনে পড়ল। সে ভাবলো, প্রতিদিনই তো আমি ক্ষেত থেকে কামাদ (পাকিস্থানে উৎপাদিত এক প্রকার লাকড়ী) কেটে বাজারে এনে বিক্রি করি। মাকে বিভিন্ন কথা বলে সেখানে নিয়েই তো হত্যা করা যায়। হত্যার জন্য এমন নীরব ও নির্জন স্থান আর কোথায় পাব?

তখন সকাল বেলা। হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সে একটুও দেরি করেনি। অধিক দেরি করাটা ছিল তার সহ্যেরও বাইরে। তাই সে দ্রুত পদে মায়ের নিকট চলে গেল। বড়ই বিনয়ের সাথে বলল, মা! বেশ কিছুদিন যাবত একটি কথা তোমাকে বলব বলে ভাবছি। কিন্তু সংকোচের কারণে বলতে পারছি না।

www.smfoundationbd.com

মা বলল, সংকোচের কি আছে বাবা! মায়ের কাছে ছেলে কিছু বলবে তাতে সংকোচ বা লজ্জার তো কিছুই নেই। তুমি নিঃসংকোচে তোমার মনের কথাটা খুলে বলো।

কৃষক বলল, মা! কামাদ ক্ষেতের আশে পাশে বোঝা উঠানোর কোনো লোক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রতিদিন আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কোনো কোনো দিন অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফলে সেদিন আর কামাদ নিয়ে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। আবার কোনো দিন একান্ত অপারগ হয়ে অতিকষ্টে আমি নিজেই নিজের মাথায় কামাদের এই ভারি বোঝা উঠাতে চেষ্টা করি। এতে কোনোদিন সফল হই, আবার কোনোদিন সফল হই না। মোটকথা বোঝা উঠাতে গিয়ে আমাকে অনেক ঝামেলা ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যদি আমার ছোট কোনো ভাই বা ছেলে থাকতো, তবে আমাকে এই অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো না। এমতাবস্থায় আমি চিন্তা করে দেখেছি যে, যদি আপনি আমার সঙ্গে ঐ কামাদ ক্ষেতে যান আর বোঝা উঠানোর ব্যাপারে সামান্য সহযোগিতা করেন, তবে আমার জন্য বড়ই সুবিধা হবে। আমার বোঝা উত্তোলন জনিত কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে।

ছেলের কথা শুনে মায়ের মন মোমের মত গলে গেল। তাই তৎক্ষণাত বলে উঠলেন, আমাকে নিলে যদি সামান্যতম উপকারও হয়। তবুও আমি তোমার সাথে যেতে রাজি আছি। আমি বেঁচে থাকতে তুমি এতকষ্ট করবে তা কিছুতেই হতে পারে না বাবা! সুতরাং তুমি এক্ষুণি আমাকে নিয়ে চল।

ছেলের দুঃখের কথা মা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি ছেলের কষ্ট লাঘবের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও কামাদ ক্ষেতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যে ছেলের জন্য তার এত দরদ, যে ছেলের প্রতি তার এত ভালবাসা, সে ছেলেই যে কেবল আপন স্ত্রীকে খুশি করার জন্য ভয়ংকর কোনো সিদ্ধান্ত, মারাত্মক কোনো ষড়যন্ত্র এঁটে রাখতে পারে স্নেহশীল মা কোনোদিন তা ভাবতেও পারেননি। কিন্তু যা তিনি ভাবেননি, ভাবতে পারেননি, ভাবা সম্ভবও নয় সেই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেওয়ার জন্য মা এখন ছেলের পেছনে পেছনে এগিয়ে চলছেন।

দীর্ঘক্ষণ চলার পর কৃষক তার মাকে নিয়ে কামাদ ক্ষেতে এসে

www.smfoundationbd.com

পৌঁছল। নীরব নিস্তব্দ পরিবেশে নির্জন এলাকায় মাকে নিয়ে আসতে পেরে কৃষক এখন মহাখুশি। সে ভাবে, আহা এখন কি মজাই হবে। বুড়িকে এখানে হত্যা করে এখনই দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীকে বলতে পারবো- প্রিয়তম! তোমার স্বপ্ন আমি পূরণ করে এসেছি। তোমার আশা আমি বাস্তবে রূপ দিয়েছি। আস, এবার তুমি আর আমি। এখন আমাদের সুখ স্বপ্নে কেউ আর বাধা দিবে না। স্বপ্নিল জগতে হারিয়ে যেতে কেউ আমাদের প্রতিবন্ধক হবে না। স্ত্রী তখন আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে- হ্যাঁ, এতদিনে তুমি সত্যিকার স্বামী হতে পেরেছো। তুমি যেমন আমার মনের আশা পূর্ণ করেছ, ঠিক তেমনি তোমার সকল কামনা বাসনা আমি পূরণ করব। তোমাকে ছেড়ে আর কোনো দিন কোথাও যাব না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কৃষক তার মাকে ক্ষেতের কিনারে বসিয়ে রেখে কামাদ কাটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ কামাদ কাটার পর সে মায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ খুঁজতে লাগল। ধারাল দা দিয়ে সে কামাদ কাটছিল। এক সময় সে যখন দেখল, মা অন্য দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তখন সে কালবিলম্ব না করে হঠাৎ মায়ের উপর অতর্কিত হামলা চালাতে দ্রুত পদে এগিয়ে গেল।

কথায় বলে, রাখে আল্লাহ মারে কে? আল্লাহ তা'আলা বাঁচাতে চাইলে দুনিয়ার কেউ কাউকে মারতে পারে না। যখন হতভাগ্য কৃষক মমতাময়ী মাকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়ার নিকৃষ্ট মনোভাব নিয়ে এগুতে লাগল ঠিক তখনই তার পা দুটি বিদ্যুত গতিতে চুম্বকের ন্যায় মাটিতে আঁটকে গেল।

পা উঠানোর জন্য কৃষক অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হলো না। অবস্থা দৃষ্টে তার সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল। শরীরের এ বিরামহীন কম্পনে হাত থেকে দা খানা ছিটকে নিচে পড়ে গেল। শত চেষ্টার পরও সে আর এক কদম সামনে এগুতে পারল না।

এদিকে কৃষকের মাও ছেলের মনোভাব বুঝতে পেরে সজোরে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালালেন। বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর তিনি একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসে পড়লেন।

ইতোমধ্যে আল্লাহর জমিন নরপিচাশকে শায়েস্তা করতে শুরু করল। নিষ্ঠুর এ নরঘাতককে মাটি ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল। স্ত্রী-পাগল

দুর্ভাগা কৃষক এখন উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে মাকে ডাকলো। কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু ততক্ষণে মা দৌড়ে অনেক পথ এগিয়ে গেছেন যেখানে তার এ করুণ আর্তনাদ কখনোই পৌঁছবে না। এদিকে আশে পাশে কোনো লোকজন ছিল না। অনেকক্ষণ পর অনেক দূরে কর্মরত একদল লোক এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় একজন মানুষের চিৎকার ধ্বনি শুনে থমকে দাঁড়ালো। তারা দ্রুত কৃষকের নিকট গেল। কিন্তু ততক্ষণে কৃষকের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মাটি তাকে বুক পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আসছে। দূর থেকে ছুটে আসা কৃষকরা মাটির এ করাল গ্রাস থেকে তার মুক্তির জন্য অনেক চেষ্টা তদবীর করল। তাকে সবাই ধরে একযোগে টান দিয়ে উপরে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু মাটি এ পাপাত্মাকে ক্ষমা করেনি। মাটি যেন চরম ক্ষোভ আর দুর্দম ক্ষুধা নিয়ে রাক্ষসের ন্যায় এ পাপীকে গিলতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে হতভাগা কৃষক অদৃশ্য হয়ে গেল। মাটি তাকে গিলে ফেললো সম্পূর্ণরূপে। (নাউযুবিল্লাহ)

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করি জীবনে কোনদিন পিতা মাতার অবাধ্য হবো না। কখনোই তাদের অনিষ্টের চিন্তা করব না। আজীবন তাদের খেদমত করব। সুখ-দুঃখের সাথী হবো। মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করব। দূরে থাকলে নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর নিব। সর্বোপরি, অন্যান্য সকলের হক জেনে তাও যথাযথভাবে আদায় করার চেষ্টা করব। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তৌফিক দাও। আমীন।[১]

[পিতা মাতা সম্পর্কে আরো কয়েকটি মর্মস্পর্শী ঘটনা জানতে হলে দেখুন, যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা-৭৬, যে গল্পে হৃদয় গলে (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা-৭০, যে গল্পে হৃদয় গলে (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা-৬৬ ও ৭০, হৃদয় গলে সিরিজ-৪ পৃষ্ঠা-২৩।]

১. সূত্র ঃ মওত আওর আযাবে কবরকে ইবরতনাক ওয়াকেয়াত।

www.smfoundationbd.com

৪

নির্লোভ অন্তর

জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষ অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে, অপরের সুখ দুঃখের সাথী হবে, নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অপরের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিবে, এজন্যই তার এ শ্রেষ্ঠত্ব। যারা কথায়-কাজে, আচার-আচরণে চলা-ফেরা, উঠা-বসায় এক কথায় জীবনের সকল পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করতে পারে, তারাই প্রকৃত মানব। মনীষী বা মহামনীষী হিসেবে আখ্যা পাওয়ার যোগ্য তারাই। পক্ষান্তরে যারা অপরের কল্যাণ কামনা করে না, অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয় না বরং সর্বদা কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অন্যের কি হলো, না হলো এসব ভাবার সুযোগও হয় না, জ্ঞান-বিদ্যায় যত পারদর্শীই হোক না কেন, তারা যে প্রকৃত মানুষ নয়, এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। কেননা প্রকৃত মানুষ তাকেই বলে যার মধ্যে থাকবে মানবতা-মনুষ্যত্ব, প্রেম-ভালবাসা ও আল্লাহভীরুতার ন্যায় অনুপম গুণাবলি। একজন খাঁটি মানুষ কেবল মানুষকেই ভালবাসবে না; বরং সে তো আল্লাহর সকল সৃষ্টিকেই ভালবাসবে। শুধু মানুষ কেন? যদি তার সামনে একটি কুকুর কিংবা বিড়াল অথবা প্রাণীজগতের একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে থাকে, কিংবা বিপদগ্রস্থ হয় তবে তাকে বাঁচানো কিংবা বিপদমুক্তির জন্য যে কোনো ধরণের কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। সে কেবল নিজের উদর পূর্ণ করেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে না বরং অন্যরাও পেট পূর্ণ করে খেতে পারল কি না সেই চিন্তাও অবশ্যই করবে। প্রয়োজনে

নিজের খাবার ভাগ করে অপরকে খেতে দিয়ে তার মুখে হাসি ফুটাতে চেষ্টা করবে। এভাবেই সে পদে পদে আপন শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করতে থাকবে। এবার তাহলে চলুন, এধরণের একটি ঘটনা শুনে তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.)। একদা তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে মদীনার একটি খেজুর বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাগানে ছিল এক হাবশী গোলাম। বাগানের মালিক গোলামটিকে পাহারাদার নিযুক্ত করেছে। হযরত হাসান (রা.) বাগানের মনলোভা দৃশ্যবলি দেখতে দেখতে সামনে এগিয়ে চলছেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি দেখলেন, হাবশী গোলামটি রুটি খাচ্ছে। তার সামনে একটি কুকুর বসা। হযরত হাসান (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, হাবশী গোলাম নিজে যে কয়টি রুটি খেল, কুকুরকেও সেই পরিমাণ রুটি খেতে দিল। একেবারে সমান বন্টন।

একটি কুকুরের সাথে এমন সুন্দর ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ দেখে হযরত হাসান (রা.) বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, যে কুকুরকে সবাই নিকৃষ্ট প্রাণী বলে সেই প্রাণীর সাথে মানুষের এমন অনুপম আচরণ! এ তো সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। সুতরাং এ সম্পর্কে গোলামের সাথে আলাপ না করলেই নয়।

হযরত হাসান (রা.) কৌতুহলী মন নিয়ে গোলামের কাছে গেলেন। বললেন, ভাই! ব্যাপার কি? আমি দূর থেকে দেখলাম, তুমি যে পরিমান রুটি খেলে, ঠিক সেই পরিমান রুটি কুকুরকে খাওয়ালে? নিজের ও কুকুরের মাঝে এরূপ সমতা রক্ষার কারণটা কি? তুমি তো ইচ্ছে করলে কুকুরটিকে ২/৪ টুকরো দিয়েই বিদায় করতে পারতে।

জবাবে সে বলল, হুজুর! অবস্থা দেখে আমি বুঝলাম কুকুরটি অনেক দূর থেকে এসেছে এবং ক্লান্ত দেহ নিয়ে খাবারের আশায় আমার সামনে এসে বসে পড়েছে। জনাব! মানুষ হলো পৃথিবীর সেরা জীব। তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কি এটা নয় যে, তার কাছে কেউ কিছু আশা করলে, সে যথাসম্ভব তার আশা পূরণের চেষ্টা করবে? তার কি এটা নৈতিক দায়িত্ব নয় যে, সে দুর্বল, অসহায় ও অনাথদের পাশে দাঁড়াবে? আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকে ভালবাসবে? কাজেই আমি এ কুকুরের জন্য যা করেছি, তা আমার কর্তব্যবোধ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবেই করেছি।

একটি হাবশী গোলামের মুখ থেকে এমন সুন্দর কথা শুনে হযরত হাসান (রা.) মুগ্ধ হলেন। বললেন, বাবা! তুমি যা বলেছ, ঠিকই বলেছ। দুনিয়ার সকল মানুষ যদি তোমার মতো সুন্দর মনোভাবের হতো, সকলেই যদি অপরের কল্যাণ কামনা করাকে নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করত, তবে পৃথিবীটা আরো সুন্দর হতো, মানুষ আরো বেশি সুখ শান্তিতে থাকতে পারতো। বিশ্বাস করো, এ অনুপম আচরণের মাধ্যমে সত্যিই তুমি আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছ।

এতটুকু বলে হযরত হাসান (রা.) একটু থামলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! এ বাগানের মালিক কে?

হাবশী বলল, বাগানের মালিক আবান বিন ওসমান।

মালিকের পরিচয় পেয়ে হযরত হাসান (রা.) দেরি করলেন না। তিনি হাবশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মালিকের বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা দিলেন।

বেলা তখন দ্বি প্রহর। মরুর সূর্য তখন মধ্য গগণে। চারিদিকে প্রচন্ড উত্তাপ। হাসান (রা.) এই গরমের মধ্যেই চলে গেলেন বাগানের মালিক আবান ইবনে ওসমানের বাড়িতে।

আবান ইবনে ওসমান তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ এই ভর দুপুরে হযরত হাসান (রা.) এর উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এই প্রচন্ড গরমে নিশ্চয়ই তিনি বিশেষ কোন কথা বলতে এসেছেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি উত্তমরূপে আদর আপ্যায়ন শেষে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন কি?

হযরত হাসান (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনার বাড়িতে আগমন করেছি। উদ্দেশ্য হলো, যদি আপনি সম্মত থাকেন, তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আপনার বাগানটি আমি ক্রয় করতে চাই।

আবান বিন ওসমান বললেন, বর্তমানে বাগানটি বিক্রয় করার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু আপনি দোজাহানের বাদশাহ প্রিয়নবী (সা.) এর দৌহিত্র। তাই আপনাকে আমি কোন ক্রমেই বিমুখ করতে পারি না। আপনি যখন উহা ক্রয় করতে চেয়েছেন, আমি এখন তা বিক্রি করতেও সম্মত আছি।

হযরত হাসান (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ বাগানের মূল্য কত?

উত্তরে আবান বিন ওসমান (রা.) যে মূল্য বললেন, হাসান (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করে দিলেন। তারপর বললেন, আপনার বাগান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আপনার গোলামটিও আমি কিনে নিতে চাই। আবান বিন ওসমান তাতেও সম্মত হলেন এবং গোলামের উপযুক্ত মূল্য বুঝে নিলেন।

বাগান ও বাগানের পাহারাদারকে ক্রয় করে হযরত হাসান (রা.) পুনরায় বাগানে এসে গোলামকে বললেন, ভাই! এ বাগানটি আমি তোমার মালিক থেকে ক্রয় করে নিয়েছি। এখন তোমাকে আমি এ বাগানের মালিক বানিয়ে দিলাম। আর শোন, তোমার মালিক থেকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তোমাকেও ক্রয় করে নিয়েছি। তুমি এখন স্বাধীন, মুক্ত। তোমাকে আমি আযাদ করে দিলাম।

স্বাধীন হওয়ার খবর শুনে গোলাম খুশি হয়ে বলল, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমাকে মুক্ত করে আমার উপর অনেক দয়া করলেন। আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার এ অনুগ্রহ কখনোই আমি ভুলব না। আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ লাগছে এজন্য যে, এখন আমি স্বাধীনভাবে হজ্ব করতে পারব এবং জিহাদেও অংশ নিতে পারব। তবে একটি জিনিস নিয়ে আমি মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। তা হলো আপনি আমাকে এ বিশাল বাগানটি দান করে দিয়েছেন। এখন আমি চিন্তা করছি, এতবড় বিশাল বাগান দিয়ে আমি কি করব? আমি গোলাম ছিলাম, এখন আপনার অনুগ্রহে স্বাধীন হয়েছি। আমার ভয় হচ্ছে, যদি আমার মালিকানায় এত বিরাট একটি বাগান থাকে, তবে সেটার দেখাশুনা ও হেফাজত করতে গিয়ে আমার দীনের কাজে অনেক কমতি হয়ে যাবে। সুতরাং আমি জনগণের কল্যাণের জন্য বাগানটি দান করে দিলাম। আশা করি এজন্য আপনি মনে কোনো কষ্ট নিবেন না।

প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! একটু চিন্তা করে দেখুন। একজন মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ দয়া-মায়া থাকলে সে একটি কুকুরকে নিজের খাবার সমানভাবে বন্টন করে খেতে দিতে পারে। আর কি পরিমাণ নির্লোভ অন্তর হলে এত বিশাল একটি বাগান পেয়েও তা হাতছাড়া করতে পারে? হে করুণাময় আল্লাহ! তুমি লেখক পাঠক সবাইকে মায়া মমতায় পরিপূর্ণ

একটি নির্লোভ অন্তর নসীব কর। আমীন।

এবার দয়া ও পরোপকার সম্পর্কিত তিনটি হাদীস উল্লেখ করেই আলোচ্য ঘটনার সমাপ্তি টানছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যারা অন্যের প্রতি দয়া করে পরম করুনাময় আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। সুতরাং তোমরা জমিনবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিচয় বহনকারী। অতএব, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবার অর্থাৎ সৃষ্টি জীবের মঙ্গল সাধন করে।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো উম্মতকে শান্তি দানের নিমিত্তে তার একটি প্রয়োজন পূরণ করল, সে আমাকে খুশি করল। আর যে আমাকে খুশি করল, সে আল্লাহকে খুশি করল। আর যে আল্লাহকে খুশি করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। [১]

[এ ঘটনার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ আরো কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনার জন্য দেখুন- সিরিজ-৪ পৃঃ ৩১, সিরিজ-৫ পৃঃ ৪৩, সিরিজ-৬ পৃঃ ৪৮, সিরিজ-৮ পৃঃ ৭২]

১. সূত্র ঃ সিয়ারে ইয়ামুন নুবালা-আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (র.)

www.smfoundationbd.com

অদ্ভুত মঙ্গল কামনা

গভীর রাত। ঘন অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ আগে সামান্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে ঘন মেঘের ছাপ জমাট বেঁধে রয়েছে। মাঝে মাঝে পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে শুকনো পাতার উপর।

ঠিক এমন সময় এক দরবেশের ঘরে প্রবেশ করল এক নামকরা চোর। দরবেশ তখন ঘরের এক কোণে জিকিরে মশগুল ছিলেন। তিনি চোরের উপস্থিতি টের পেয়ে নীরবে সবকিছুই দেখলেন। চোর বেচারা দরবেশকে দেখতে পায়নি। সে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন নেওয়ার মতো কিছুই পেল না, তখন নিরাশ হয়ে খালি হাতেই ফিরে যেতে লাগল।

চোরকে খালি হাতে ফিরে যেতে দেখে হঠাৎ দরবেশের মাথায় একটি চিন্তা ঢুকল। তিনি ভাবলেন, লোকটি পুরানো চোর। সে প্রতি রাতে কারো না কারো ঘরে চুরি করেই। এটা তার নিয়মিত কাজ। সুতরাং তাকে এভাবে ফিরে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। কারণ সে যখন আমার ঘরে নেয়ার মতো কিছুই পায়নি, তখন সে নিশ্চয়ই অন্য কোনো বাড়িতে গিয়ে চুরি করবে। এতে আমার প্রতিবেশী ভাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শিকার হবে সীমাহীন দুর্ভোগের। অতএব, জেনে শুনে আমি আমার প্রতিবেশী ভাইকে এমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে দিতে পারি না।

এ চিন্তাটি মাথায় আসার সাথে সাথে তিনি তার একমাত্র সম্বল কম্বলটি নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি বাইরে এলেন। তারপর যে পথে চোর যাচ্ছিল, সে পথের এক জায়গায় আস্তে করে কম্বলটি রেখে আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

দরবেশের ঘর থেকে বের হয়ে চোর বেচারা পাশের বাড়িতে চুরি করার অভিপ্রায় নিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগুচ্ছে। কিভাবে ঘরে প্রবেশ করা যায় সে চিন্তাই তখন তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় সে দেখল, রাস্তার উপর পড়ে রয়েছে একটি সুন্দর কম্বল। কম্বলটি দেখে সে নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে করল। ভাবল, যাক তাহলে আজকে আর অন্য বাড়িতে হানা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কম্বল বিক্রি করলেই বেশ টাকা পাওয়া যাবে।

এসব ভাবতে ভাবতে সে ডানে বামে ভালভাবে তাকাল। অতঃপর আশে পাশে কোনো লোকজন না থাকায় কম্বলটি খুব দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল।

দরবেশ দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখলেন। কিছু বললেন না। বরং প্রতিবেশী ভাইকে নিশ্চিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পেরে মনে মনে খুশি হলেন। আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। মহান আল্লাহর দরবারে আদায় করলেন হাজারো শুকরিয়া।

প্রিয় পাঠক! দেখলেন তো, দরবেশ কি আশ্চর্য মানুষ! কি অদ্ভুত তার মঙ্গল কামনার ধরন! নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও তিনি অপর ভাইকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। পরোপকারের কেমন সুন্দর মানসিকতার লোক ছিলেন তিনি। এ ঘটনার মাধ্যমে অপরের মঙ্গল কামনার কত অপুর্ব দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করলেন। হে দয়াময় রাব্বুল আলামীন! তুমি সবাইকে এ ধরনের উচ্চাঙ্গের পরোপকারী মনোভাব দান কর। আমীন ॥

www.smfoundationbd.com

অনুপম মেহমানদারী

পূর্ণিমার এক সুন্দর রজনী। চারিদিকে আলোর বন্যা। সর্বত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণালী ধারা। এক অনুপম স্বপ্নীল পরিবেশ সবার মনে অনাবিল আনন্দের জোয়ার বয়ে দিচ্ছে। রূপসী চাঁদ যেন মেলে ধরেছে তার চির সুন্দর রূপের পসরা। বিস্তীর্ণ আকাশে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বপ্নের রাজ্য। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য!

বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, সত্যের দিশারী, আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ঘিরে বসে আছেন নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম। তার মুখ নিঃসৃত বাণী দ্বারা তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করার এক অদম্য আগ্রহের ছাপ তাদের সমস্ত চেহারায় জ্বলজ্বল করছে। ঠিক এমন সময় মজলিশে এসে হাজির হলো অজ্ঞাত পরিচয় এক লোক। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন নিতান্ত অসহায় লোক। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি।

লোকটির কথা শুনে রাসূল (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাঁর অন্তরের সেই ব্যথা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে কোমল সুন্দর মুখমন্ডলে। তিনি কিছুতেই বিলম্ব করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ এই বলে খবর পাঠালেন, ঘরে কোন খাবার থাকলে এক অনাহার ক্লিষ্ট প্রার্থীর জন্য এখনই যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহর প্রিয় নবী যিনি এক বেলা খেয়ে অন্য বেলা অনাহার থাকতে পছন্দ করেন, যিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত একাধারে দুদিন তৃপ্তি সহকারে যবের রুটি খাননি; যাঁর ঘরের চুলোয় পরপর দু'মাস আগুন জ্বলেনি সেই নবীর ঘরে সব সময় খাবার উপস্থিত থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং জবাবও এর ব্যতিক্রম কিছু এলো না। বলা হলো, এ মুহূর্তে ঘরে পানি ছাড়া আহারের কোনো বস্তু নেই। এবার নবীজী সংবাদ পাঠালেন অন্য বিবির ঘরে। সেখান থেকেও একই জবাব এলো। এভাবে তিনি পালাক্রমে সকল বিবির ঘর শেষ করলেন কিন্তু 'সামান্য খাবার আছে' এমন কোনো জবাবও পাওয়া গেল না।

এবার রাসূল (সা.) মাথা উঠালেন। উপস্থিত সাহাবীদের প্রতি নজর বুলালেন। টর্চের আলোর মতো তাঁর তীক্ষ্ণ নিখুঁত দৃষ্টি সবার উপর ঘুরে ঘুরে এলো। তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যে এই বান্দার মেহমানদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী?

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁর প্রতিটি আবেগপূর্ণ কথাকেই তাঁরা নির্দেশ বলে মনে করতেন। সুতরাং এখানেও এর ব্যতিক্রম হলো না। রাসূল (সা.) এর কথা শেষ হওয়ামাত্রই হযরত আবু তালহা (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর বিনয় বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি।

তাঁর কথায় প্রিয়নবী (সা.) দারুন আনন্দিত হলেন। তাঁর গোলাপী অধর যুগলে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝিলিক দিয়ে উঠে এক ফালি মৃদু হাসি। হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে বয়ে যায় খুশির জোয়ার।

উষর মরুর নরম বালিতে পায়ের ছাপ ফেলে মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথে ছুটে চললেন রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু তালহা (রা.)। তাঁর হৃদয়ে ছলছল আওয়াজে অবিরত বয়ে চলছে আনন্দের অগণিত ঝরনাধারা।

মেহমান খাওয়ানোর মত উপযোগী খাবার ঘরে আছে কিনা সেটা আবু তালহা (রা.) এর জানা ছিল না। তাঁর কচিকাচা সন্তানরা তখন পর্যন্ত খানা খেয়ে শুয়ে পড়েছিল, নাকি তখনও খানার অপেক্ষায় জেগে রয়েছে, সে ব্যাপারেও তিনি অবহিত ছিলেন না। কিন্তু আবু তালহা (রা.) এসব বিষয়ে

কোনোই মাথা ঘামালেন না। কোনো দুশ্চিন্তাই তাঁর পথে বাধ সাধল না। তিনি খুশি মনেই একপা দুপা করে মেহমানকে নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলছেন।

কিছুক্ষণ পর আবু তালহা (রা.) আসসালামু আলাইকুম বলে আপন ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর আপন বিবি উম্মে সুলাইম (রা.)-এর কাছে এসে কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন তোমার ঘরে এখন আল্লাহর রাসূলের মেহমান উপস্থিত। তাকে খাওয়ানোর মতো কোনো খাবার আছে কি?

উম্মে সুলাইম (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, শিশুদের উপযোগী সামান্য কিছু খাবার ব্যতীত ঘরে আর কোনো খাবার নেই।

বিবির উত্তর শুনে আবু তালহা চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিলেন। ভাবলেন, ঘরে যে খাবার আছে তা তো ঘরওয়ালাদের জন্যও যথেষ্ট নয় তাহলে মেহমানের উপায় কি হবে?

চিন্তার সাগরে ডুব দিতেই তিনি একটি সুন্দর কৌশল পেয়ে গেলেন। ফলে তাঁর মনের আকাশে খুশির পায়রাগুলো ডিগবাজি খেতে লাগল। চোখে মুখে আবারও ছড়িয়ে পড়ল আনন্দ উচ্ছ্বাসের মোহনীয় দ্যুতি।

তিনি স্ত্রীকে বললেন, উম্মে সুলাইম! চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি শিশুদের কোনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দাও। মেহমানের সম্মানে একটি রাত ভুখা থাকলে তেমন কি অসুবিধা হবে। আর শোন, অল্প খাবারে যদি আমিও ভাগ বসাই, তাহলে মেহমানের পেট ভরবে না। তিনি সারারাত ক্ষুধায় কষ্ট করবেন। তাই তুমি এক কাজ করো। আমি যখন মেহমানকে নিয়ে খানা খেতে বসব, তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় কৌশলে তা নিভিয়ে দিবে। সমগ্র গৃহে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লে, মেহমান বুঝতে পারবেন না যে, আমি তার সঙ্গে খাচ্ছি কি না।

স্ত্রী স্বামীর উপদেশ মতোই কাজ করলেন। বাতি নিভে গেল। মেহমান অন্ধকারেই খেতে লাগলেন। আবু তালহা (রা.) প্লেটে একবার হাত রাখেন, আবার উঠিয়ে আনেন। কিন্তু তার হাতে কিছুই উঠে না। শূণ্য হাতই তিনি ফিরিয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, জিহ্বা মুখ নেড়ে এমন ভাব দেখালেন, যেন তিনিও মেহমানের সাথে খাচ্ছেন। অথচ বাস্তবে তিনি কিছুই খাচ্ছেন না। মোট কথা, খেতে তো বসলেন দুজনই; কিন্তু খেলেন মেহমান একাই। আর ঘরের সবাই মেহমানের খাতিরে উপোস থাকলেন।

www.smfoundationbd.com

মেহমান খানা খেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং অতিথিপরায়ন মেযবানের জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এদিকে আবু তালহা (রা.)ও উঠে হাত মুখ ধুয়ে মেহমানের আরামের ব্যবস্থা করলেন। মেহমান শুয়ে পড়লেন এবং রাত কাটালেন পরিতৃপ্ত অবস্থায়। আর আবু তালহা (রা.) এর রাত কাটল উপোস অবস্থায়। কিন্তু এর পরেও তিনি ছিলেন ভীষণ খুশি। মেহমানের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারায় তিনি মহান আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করলেন।

উহ! কি সেই মনোরম দৃশ্য। সেদিন বুঝি ঘুমন্ত মদীনার নিঝুম আকাশ, আলো ঝলমল তারকা আর শুভ্র মেঘেরা ডাগর ডাগর চক্ষু মেলে দেখছিল পৃথিবীতে এ কি ঘটতে যাচ্ছে? তাদের মনে হয়ত প্রশ্ন জেগেছিল কচি কচি সন্তান, প্রিয়তম স্ত্রী এবং আপন জীবনের চেয়েও কি মেহমানের মর্যাদা বেশি? হয়তো বা তাই হবে।

দীর্ঘ রজনীর বিদায় শেষে প্রভাত হয়েছে। পূর্ব গগনে উদিত হয়েছে রক্তলাল জ্যোতিময় অরুণ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সকালের ফকফকে কোমল আলো। ভোরের নির্মল বাতাসে পৃথিবীর পরিবেশ বিধৌত। প্রতিদিনের ন্যায় আজও যথারীতি বসেছে মানবতার মহান শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত তালীমের আসর। একে একে সত্য প্রেমিক আলোর পিয়াসী সাহাবীরাও এসে জমা হতে শুরু করেছেন। অন্যান্য সকালের মতো ভোরের স্নিগ্ধতা মাথায় নিয়ে আজও উপস্থিত হয়েছেন অনুপম অতিথি সেবার মহান নায়ক হযরত আবু তালহা (রা.)।

আবু তালহা (রা.) ভেবেছিলেন আজ রাতের এই ঘটনা তিনি এবং তার স্ত্রীই কেবল জানেন। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখলেন না। আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল (সা.) কে।

তালীমের আসরে এখন অনেক সাহাবী উপস্থিত। সকলেই রাসূল (সা.) এর আগমনের প্রতিক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন। ঠিক তখন প্রতীক্ষার কালো যবণিকা অপসারণ করে মজলিসে তাশরিফ নিয়ে আসলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী (সা.)। এ সময় তাঁর ওষ্ঠাধারে ছড়িয়ে ছিল পুষ্পিত শত দলের স্নিগ্ধ পরাগের নিটোল হাসি।

তাঁর হৃদয় তখন আপ্লুত অনাবিল এক আনন্দে।

রাসূল (সা.) মজলিশে বসে প্রথমেই হযরত আবু তালহা ও তার স্ত্রীর নাম ধরে সকলকে সুসংবাদ শুনালেন। প্রতিটি বর্ণে ও শব্দে অপার্থিব আবীরের প্রলেপ দিয়ে বললেন, বিগত রজনীতে আল্লাহ পাক তাদের দুজনের কাজ দেখে দারুন খুশি হয়েছেন। সীমাহীন সন্তুষ্ট হয়েছেন মেহমানের প্রতি সুন্দর সদাচরণ দেখে। শুধু তাই নয় জিবরাইল আমীনকে দিয়ে তিনি আমার নিকট আয়াতও নাজিল করেছেন- "তারা অপরের স্বার্থকে নিজের উপর প্রধান্য দেয়, যদিও তারা নিজেরা অসহনীয় ক্ষুধায় পিষ্ট থাকে। (সূরা হাশর, আয়াত-৯)

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা! আবু তালহা (রা.) এর এ ত্যাগ, উদারতা ও মহানুভবতার ঘটনা শিক্ষার সমুদ্র হয়ে আজও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে হাদিস গ্রন্থের পাতায় পাতায়। চলুন না, আমরাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।[১]

লক্ষ্য করুন

মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছাত্র জীবন। এর ব্যাপ্তিকাল জন্ম থেকে মৃত্যু নাগাদ হলেও সাধারণত ৫-৬ বছর থেকে শুরু করে ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু নেহায়েত আফসোস ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দীর্ঘ সময় জ্ঞান অর্জন করার পরও অনেকেই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না বা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়। ফলে তাদের এ শিক্ষা নিজের কিংবা জাতির কোন কল্যাণে আসে না। অনুরূপভাবে অনেক শিক্ষকও এমন আছেন, যাদের মধ্যে আদর্শ শিক্ষকের অনেক গুণাবলীই অনুপস্থিত। ফলে তাদের থেকে ছাত্ররা আশানুরুপ ফায়েদা উঠাতে পারছে না। এর পিছনে যে বিষয়টি দায়ী, তাহলো সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব। আর এ অভাব ও শূণ্যতা পূরণের জন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) ও তাঁর সর্বশেষ খলীফা মুহীউস সুন্নাহ হযরত মাওঃ শাহ আবরারুল হক সাহেব (দা. বা.) এর কিছু মূল্যবান কথা ও উপদেশের সমন্বয়ে উস্তাদ শাগরেদের হক ও তালীম তারবিয়াতের তরীকা নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ বাংলা ভাষা ভাষীদের হাতে তুলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন অত্র গ্রন্থের লেখক মাওঃ মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেব। এ গ্রন্থটি ছাত্র উস্তাদ অভিভাবক সকলের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। - প্রকাশক।

১. সূত্র ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

www.smfoundationbd.com

৭

আল্লাহর ওয়াদার প্রতি অবিচল আস্থা

দু'জন দরবেশ। ক্ষুধার্ত। সাথে আহারের মতো কিছুই নেই। পাশেই হযরত রাবেয়া বসরী (র.)-এর বাড়ি। তারা সেখানে গেলেন। মেহমান হলেন। পরস্পর বলাবলি করলেন, যদি এখন কিছু খাবার পাওয়া যেত, তবে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতাম।

হযরত রাবেয়া বসরী (র.) তখন বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু ঘরে দুটি রুটি ছাড়া কিছুই ছিল না। ছিল না খাবার তৈরির মতো কোনো দ্রব্য সামগ্রীও। অগত্যা তিনি দুটি রুটিই মেহমানদের সামনে পেশ করলেন।

দু'জন পুরুষের জন্য দুটি রুটি কিছুই নয়। তথাপি তারা ভাবলেন, যাক এখনকার মতো এগুলোই খেয়ে নেই। এতে ক্ষুধার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

মেহমান দুজন খানা শুরু করতে যাবেন, ঠিক এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে খাবার চাইল। হযরত রাবেয়া বসরী (র.) দেরি করলেন না। তিনি মেহমানের সম্মুখ থেকে রুটি দুখানা তুলে নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন।

মেহমানদ্বয় মনে মনে বললেন, কি আশ্চর্যের কথা! মেহমানকে খেতে দিয়ে তা আবার উঠিয়ে নেওয়া! এমন দৃশ্য তো জীবনে কোথাও দেখিনি। এর চেয়ে তো খানা খেতে না দেওয়াই ভাল ছিল।

দরবেশগণ এসব কথা মনে মনে বললেও হযরত রাবেয়া বসরী (র.) কে কিছুই বললেন না। তারা কেবল তার প্রতি নাখোশ হয়ে বসে রইলেন।

বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি। ভিক্ষুক কেবল রুটি নিয়ে সামান্য পথ অগ্রসর হয়েছে। ঠিক এমন সময় এক বাঁদি এসে হাজির। তার হাতে রুটি ও গোশতে পরিপূর্ণ একটি পেয়ালা। সে উহা রাবেয়া বসরী (র.) এর সম্মুখে রেখে বলল, আমার মনিব এগুলো আপনার নিকট তোহ্ফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মেহেরবানী করে কবুল করুন।

হযরত রাবেয়া বসরী (র.) পেয়ালার ঢাকনা উঠালেন। তারপর রুটিগুলো গুনে দেখলেন। মোট ১৮ খানা রুটি আছে। তিনি বাঁদিকে বললেন, তুমি কিছু মনে করো না। রুটিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কারণ তোমার মনিব এগুলো হয়ত অন্য কোথাও পাঠিয়েছেন। আর তুমি ভুল করে এখানে নিয়ে এসেছো।

বাঁদি বলল, না, আমার ভুল হয়নি। ভুল হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। নিশ্চয় তিনি এগুলো আপনার জন্যই প্রেরণ করেছেন।

হযরত রাবেয়া (র.) তবুও বললেন, না, তুমি তা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।

দরবেশদ্বয়ের রাগ এবার চরমে উঠল। তারা মনে মনে বলল, দুটো রুটি পেয়েছিলাম। তা ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। এখন আঠারটি রুটি হাদিয়া এসেছে। আর রাবেয়া বসরী বলছেন, এগুলো এখানে ভুলে এসে পড়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে বসিয়ে রেখে তিনি রুটিগুলো ফেরতও পাঠিয়েছেন। কি অদ্ভুত কান্ড!

এদিকে বাঁদি রুটিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে সব কিছু জানাল। মুনিব প্রতি উত্তরে কিছুই বলল না। বরং আরও দুখানা রুটি বাড়িয়ে আবার বাঁদীকে পাঠিয়ে দিল।

হযরত রাবেয়া বসরী (র.) আবার রুটিগুলো গুনলেন। দেখলেন, দুখানা বৃদ্ধি পেয়ে রুটির পরিমান বিশে দাঁড়াল। এবার তিনি রুটিগুলো রেখে বাঁদিকে বিদায় দিলেন। তারপর এগুলো খাওয়ার জন্য মেহমানদের সামনে পেশ করলেন।

মেহমানগণ কিছুই বুঝলেন না। ঘটনার রহস্য জানার জন্য তাদের মন কৌতুহলী হয়ে উঠল। তাই খানা পিনা শেষ করে হযরত রাবেয়া বসরী (র.) কে এ ব্যাপারে কিছু বলার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানালেন।

হযরত রাবেয়া বসরী (র.) বললেন, আপনারা দু'জন ক্ষুধার্ত মানুষ। কিন্তু আমার গৃহে মাত্র দুখানা রুটি। যা আপনাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঠিক এসময় একজন ভিক্ষুক আসাতে আমি খুবই খুশি হলাম। কেননা, আমি ভাবলাম, যদি আমি এখন ভিক্ষুককে দুখানা রুটি দান করে দেই, তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এর পরিবর্তে বিশটি রুটির ব্যবস্থা করে দেবেন। কারণ তাঁর ওয়াদা হলো, একের পরিবর্তে দশ দেয়া। তাই আমি আপনাদের সম্মুখ থেকে রুটি তুলে এনে ভিক্ষুককে দান করে দিলাম। আমার এ আচরণে যদিও আপনারা তাৎক্ষণিকভাবে কষ্ট পেয়েছেন, আর কষ্ট পাওয়াটাই স্বাভাবিক; তথাপি তখন আমার কিছুই করার ছিল না। আমি চেয়েছিলাম, আপনাদের জন্য এই পরিমান আহারের ব্যবস্থা হোক যদ্বারা আপনাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। সুতরাং আমার এ আকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য বাধ্য হয়েই সাময়িকভাবে আপনাদের কষ্ট দিতে হলো। আশা করি এজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

এতটুকু বলে হযরত রাবেয়া বসরী (র.) একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন ভিক্ষুক চলে যাওয়ার পর আমি আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বললাম, হে দয়ার আঁধার করুণাময় আল্লাহ! তুমি একটি দানের পরিবর্তে দশগুণ বিনিময় দাও। আমি তোমার এ প্রতিশ্রুতির উপর দৃঢ় আস্থা পোষণ করি। আমার ঘরে আজ দুজন সম্মানিত মেহমান উপস্থিত। তাদেরকে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ানোর জন্য দুটি রুটি মোটেও যথেষ্ট নয়। তাই আমি তোমার ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এই আশায় রুটি দুখানা দান করে দিয়েছি যে, তুমি এর পরিবর্তে ২০টি রুটি দান করবে।

দোয়া শেষ করার পর বাঁদি যখন আমার নিকট ১৮টি রুটি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন আল্লাহর ওয়াদার প্রতি অবিচল আস্থার কারণেই আমার মনে প্রবল ধারণা জন্মাল যে, নিশ্চয় এ রুটি আমার জন্য নয়,

কেননা, আমি আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী ২০খানা রুটি পাব। তাই আমি ঐ রুটি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

এরপর দ্বিতীয়বার যখন বাঁদি ২০ খানা রুটি নিয়ে এলো, তখন আমার একীন হলো, হ্যাঁ এগুলো আমার জন্যই এসেছে। তাই আমি উহা গ্রহণ করে আপনাদের খেতে দিলাম।

কথা শেষ করার পর আল্লাহর ওয়াদার প্রতি হযরত রাবেয়া বসরী (র.) এর অটল ও অবিচল বিশ্বাস দেখে দরবেশদ্বয় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

মুহতারাম বন্ধুগণ! তাপস জগতে হযরত রাবেয়া বসরী (র.) ছিলেন মধ্য গগণের উজ্বল নক্ষত্র সমতুল্য। তাঁর যোগ্যতা, গুণাবলি, মর্যাদা ও যশঃখ্যাতির বিষয় বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের তাপস সম্রাজ্ঞী। সততা ও পবিত্রতায়, সতীত্ব ও সাধ্বীতায় সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি মহব্বত ও নির্ভরশীলতায় তিনি ছিলেন জগতের বুকে এক মহিয়সী নারী। আলোচ্য ঘটনাটি মহান আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্ভরতা ও অটল বিশ্বাসের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! অনেকেই মনে করেন, দরবেশ, বুযুর্গ আর আল্লাহর ওলী হওয়া, কেবল পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। মহিলারা এসব হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কিন্তু আমরা যদি হযরত রাবেয়া বসরী (র.) সহ অন্যান্য মহিলা বুযুর্গদের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে কি একথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যায় না যে, মেয়েদের জন্যও আল্লাহর ওলী ও বুযুর্গ হওয়া সম্ভব। সুতরাং আমি মা-বোনদের অনুরোধ করে বলছি, আপনারাও চেষ্টা করুন। সাধনা করুন। আল্লাহর ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রেখে যাবতীয় না জায়েজ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকুন। ভাল কাজগুলো নিয়মিত করতে থাকুন। বেশি বেশি তিলাওয়াত ও জিকির করুন। ইশরাক, আউয়াবিন ও তাহাজ্জুদের পাবন্দী করুন। আয়নায় মুখ দেখা ও ঘর ঝাড় দেয়া থেকে শুরু করে জীবনের ছোট বড় সকল কাজ সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করুন। বর্তমান বাজারে অনেক ভাল ভাল সুন্নত সম্পর্কিত বই পাওয়া যায়। যেমন বয়ানুস সুনান, জামীউস সুনান, প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নত ইত্যাদি। এসব বই সংগ্রহ করে নিয়মিত পাঠ করুন এবং তদানুযায়ী যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিন। প্রত্যেকের হক ঠিক মতো আদায় করুন।

লেনদেন ও আচার আচরণে সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিন। ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করুন। কোনো বিষয় না জানলে বা সন্দেহ হলে হযরত ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হউন। তাদেরকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করুন। মনে রাখবেন, যদি আপনি আমার এ কথাগুলো মানতে শুরু করেন, তাহলে সেদিন হয়ত বেশি দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্ পাক আপনাকে তাঁর বন্ধু বলে গ্রহণ করে নিবেন। তার দরবারে আপনার মর্যাদা হবে ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি। হে দয়াময় প্রভূ! তুমি আমাদের সবাইকে উপরের কথাগুলো আমল করার তৌফিক নসীব করো। আমীন।[১]

[আলোচ্য ঘটনার ন্যায় আরো কয়েকটি ঘটনা জানতে হলে পড়ুন- যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড) পৃঃ ৫০, ৬৬, সিরিজ-৪ পৃঃ ৮৭]

১. সহায়তায় ঃ তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড পৃঃ ৬৪

www.smfoundationbd.com

৮

সতিত্ব রক্ষার শুভ পরিণাম

বনী ইসরাঈলের এক সওদাগর। টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি কোনো কিছুর অভাব নেই। স্ত্রীও অনিন্দ্য সুন্দরী। বলতে গেলে হাজারের মধ্যে একজন। একদিন তিনি হজ্জে যাওয়ার ইরাদা করলেন। কিন্তু সমস্যা হলো স্ত্রীকে নিয়ে। তাকে তিনি কোথায় রেখে যাবেন? শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা-ভাবনার পর বিবাহিত আপন ভাইকে বিশ্বাস করে তার ঘরেই স্ত্রীকে রেখে হজ্জে চলে গেলেন।

সওদাগরের স্ত্রী একজন রূপবতী রমনীই নয়, গুণবতীও বটে। সে নিয়মিত ধর্মীয় বিধিবিধান পালন করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে আপন সতিত্বের হেফাজতের ব্যাপারে সে অত্যন্ত সতর্ক। এজন্য সর্বদা পর পুরুষের সংশ্রব থেকে দূরে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাদের সাথে কোনো কথা বলে না। সাক্ষাতও করে না।

একদিন সওদাগরের ভাই তার সুন্দরী ভাবীকে দেখে ফেলে। এতে তার মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে উঠে। ভাবে, এখন ভাই বাড়িতে নেই। সুতরাং তিনি বাড়িতে ফেরার আগেই ভাবীর সাথে আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে হবে।

সওদাগরের ভাই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। একদিন সুযোগ পেয়ে সে ভাবীর নিকট অপকর্মের প্রস্তাব দেয়। ভাবী ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আপনার ভাই আমাকে আমানত রেখে গেছেন আপনার নিকট। আর আপনি কিনা ঐ আমানতের খেয়ানত করতে চাচ্ছেন? আফসোস লাগে আপনার জন্য। আমি মনে করি, আপনার চেয়ে বন্য পশুও অনেক ভাল।

ভাবীর কথা শুনে দেবর সেদিনের মতো চলে আসে। কিন্তু শয়তান তো বসে নেই। সে আবারো তাকে ফুসলাতে থাকে। দেবর নতুন করে ব্যাভিচারের আহবান জানায়। বহু কায়দা কৌশল, এমনকি জোর যবরদস্তির আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। সাধ্বী মহিলা তার

আপন সিদ্ধান্তে অটল। শত প্রলোভনেও সে তার সযত্নে লালিত সতিত্ব হারাতে রাজি নয়।

ভাবীকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর চরম হতাশায় ভুগতে থাকে দেবর। ঠিক এমন সময় শয়তান এসে তাকে পরামর্শ দেয় যে, মনের চাহিদা মিটানোর জন্য তুমি তোমার ভাবীর নিকট শেষ বারের মতো প্রস্তাব পেশ করো। যদি এবারও সে সম্মত না হয় তবে তার উপর যিনার অপবাদ লাগিয়ে দাও। যেন প্রস্তরাঘাতে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

শয়তানের প্রলোভনে সে পুনরায় ভাবীর নিকট কুকর্মের প্রস্তাব দেয় এবং তার প্রস্তাবে সম্মতি না দিলে তার পরিণতি যে ভয়াবহ হবে সে কথাও তাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু যার নিকট সতিত্বের মূল্য স্বীয় জীবনের চেয়েও বেশী, তিনি কি এমন একটা জঘন্য প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারেন? সুতরাং তিনি পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, আমার দ্বারা এ কাজ কখনোই সম্ভব হবে না। এর জন্য যদি আমাকে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতেও হয়, তবুও আপনার এ অবৈধ কামনা পূরণ করতে আমি প্রস্তুত নই। মনে রাখবেন, সতিত্বের হেফাজত যদি কোনো অন্যায় কাজ হয়, তবে এর জন্য আমি যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে তৈরি আছি।

শেষ বারের চেষ্টাও ব্যর্থ হতে দেখে দেবরের রাগ চরমে উঠলো। সে শয়তানের প্ররোচনায় ভাবীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করল এবং পাথর মেরে তাকে হত্যা করার জন্য মহল্লার লোকদের নির্দেশ দিল।

সওদাগরের স্ত্রী মহল্লার লোকদের কাছে সব ঘটনা খুলে বলল; কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত করল না; বরং মিথ্যা সাক্ষীদের কথায় বিশ্বাস করে তাকে নিয়ে দূরের এক জঙ্গলে পাথর মারতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পাথর মারার পর লোকজন যখন বেচারীর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলো, তখন তাকে জঙ্গলের এক পাশে ফেলে রেখে বাড়িতে চলে এলো।

প্রস্তরাঘাতে এ সাধ্বী রমনীর অবস্থা শোচনীয় হলেও এখনো তিনি মারা যাননি। আর মারা যাবেনই বা কেমন করে? মহান আল্লাহপাক তো তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। চান জালিমের শাস্তি ও মজলুমের পুরস্কার কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে। চান সতিত্ব রক্ষার শুভ পরিণাম বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিতে। সুতরাং এত কিছুর পরও সেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেননি।

মহিলা হাত পা বাঁধা অবস্থায় জঙ্গলের পাশে পড়ে আছেন। কিছুক্ষণ পর একজন পথিক জঙ্গলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে দূর থেকে একজন মানুষের গোঙ্গানীর শব্দ শুনে সামনে এগিয়ে গেল। নিকটে গিয়ে একজন মহিলাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দেখে শিহরিয়ে উঠল। সে প্রথমে মহিলার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল এবং পরে অনেক কষ্ট করে তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেল।

লোকটির বাড়িতে মহিলার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষা চলতে থাকে। এতে এক পর্যায়ে মহিলার সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। সে সুস্থ হয়ে ফিরে পায় আগের সেই রূপ-লাবণ্য।

মহিলা যেদিন পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেন, ঠিক সেদিন ঐ বাড়িতে একজন মেহমান বেড়াতে আসে। মহিলাকে দেখা মাত্রই তার উপর সে আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে রাত যখন গভীর হয় এবং বাড়ির লোকজন ঘুমের ঘোরে অচেতন হয়ে পড়ে তখন আগন্তুক মেহমান গৃহস্বামীর যুবতী কন্যাকে ঐ মহিলা মনে করে তার উপর অপকর্মের জন্য চড়াও হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও যখন কুকর্মে তাকে রাজি করাতে পারেনি, তখন সে রাগের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করে। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে গৃহস্বামী ও তার স্ত্রী তাদের একমাত্র যুবতী কন্যাকে মৃত অবস্থায় দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারা মনে করে, এই জঘন্যতম হত্যাকান্ড ঐ মহিলাই ঘটিয়েছে। তাই মারপিট করে মহিলাকে তারা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

মহিলা বাড়ি থেকে বের হয়ে এক অজানা পথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ভয়, শংকা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে। কি করবেন, কোথায় যাবেন কিছুই তিনি ঠিক করতে পারছেন না। স্বামী হজ্জ থেকে ফিরার পূর্বে বাড়িতে যাওয়াও নিরাপদ নয়। এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি আপন মনে সামনে এগিয়ে চলছেন আর নিজের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে মহান আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করছেন।

এভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি দেখলেন, ঋণের টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় টাকার মালিক ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে গুলিতে চড়িয়ে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে মহিলার মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি ভাবলেন, কয়েকটা টাকার জন্য একজন মানুষের জীবন চিরতরে নিভে যাবে, তা কখনো হতে পারে না। সুতরাং আমার টাকাগুলো মালিককে দিয়ে লোকটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। আর

আমার ব্যবস্থা আল্লাহ পাকই করবেন। তিনি ইচ্ছা করলে, টাকা পয়সা ছাড়াও মানুষকে ইজ্জত দিতে পারেন। পারেন কোনো কিছু ব্যতিরেকে তার জন্য সম্মানজনক রিজিকের ব্যবস্থা করতে।

যেই ভাবা সেই কাজ। মহিলা নিজের কাছে রক্ষিত সবগুলো টাকা দিয়ে লোকটিকে বাঁচিয়ে দেয়। এতে লোকটি মহিলার নিকট সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এমনকি বিনিময় হিসেবে মহিলার গোলাম হয়ে থাকার জন্যও সে আকাংখা ব্যক্ত করে। মহিলা প্রথমে তাতে রাজি হননি। কিন্তু লোকটির বারবার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত সম্মতি প্রকাশ না করে পারেননি।

সামনের সফরে মহিলা লোকটিকে সাথে নিয়ে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে সমুদ্রপথে যাত্রার সময় জাহাজের একটি কক্ষে উভয়েই অবস্থান করে। একদিন হঠাৎ লোকটি মহিলার লাবণ্যময় চেহারা দেখে ফেলে। সে তার বর্ণনাতীত রূপ সৌন্দর্য দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ভাবে, এত সুন্দর কি কোনো মানুষ হতে পারে? এতো মানুষ নয়, যেন বেহেশতের হুর!

যত দিন যায় মহিলার প্রতি দুর্বলতা ততই বাড়তে থাকে। তাকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার বাসনা তীব্র হতে থাকে। কিন্তু সে যে তার মনীব! কি করে তাকে কাছে পাবে সে? উপরন্ত সে তার মহান উপকারীও বটে। সুতরাং কিভাবে সে তাকে মনের বাসনাটি খুলে বলবে? এক পর্যায়ে লোকটির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ভুলে যায় সে উপকারের কথা। তাছাড়া মহিলা যে তার মনীব, একথাও সে বেমালুম ভুলে বসে। মোটকথা মহিলার রূপে পাগল হয়ে তাকে অপকর্মে লিপ্ত করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে।

কিন্তু মহিলা এবারও তার সতিত্বের কঠোর পাহারাদারী করেন। মনে মনে বলেন, এ সম্পদ কেবল একজনের জন্যেই সংরক্ষিত। আমার জীবন যৌবন কেবল তার নিকটই সমর্পিত। আমি এর হেফাজতকারী। সুতরাং কিছুতেই আমি আমার এ মহামূল্যবান সম্পদকে বিনষ্ট হতে দিতে পারি না। পারি না আপন স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে।

জাহাজের নির্জন কক্ষে অপকর্ম করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও মহিলা তাতে রাযী না হওয়ায় লোকটি প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠে। মনে মনে বলে, তুমি যখন আমার আশা পূরণ করনি, আমি তোমাকে বারটা বাজিয়ে ছাড়বো।

ঐ জাহাজে পাশের এক কক্ষে অপর এক বণিক ছিল। গোলামটি মহিলাকে রাজি করতে না পেরে ক্ষোভে জ্বলে উঠে এবং চক্রান্ত করে ঐ বণিককে বলে যে, আমার নিকট একজন অপূর্ব সুন্দরী দাসী মওজুদ আছে। আপনি চাইলে আজ রাতেই তাকে আপনার শয্যাশায়িনী বানাতে পারেন। এই সুন্দরী দাসীকে হাত ছাড়া করার কোনো ইচ্ছে কখনোই আমার ছিল না। কিন্তু বিশেষ কারণে আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাকে বিক্রি করতে হচ্ছে।

তবে একটি কথা আমি আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখতে চাই, তা হলো, মেয়েটি আমাকে খুবই পছন্দ করে। আমাকে ছাড়া কারো কাছে থাকতে সে রাজি নয়। একথা সে আমাকে বারবার বলেছে। এজন্য আমার আশংকা হয়, বিক্রির কথা শুনলেই সে মিথ্যা কথা বলতে পারে। এমনকি সে একথাও বলতে পারে যে, সে আমার দাসী নয়। আপনি কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হবেন না। বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য আগেই আপনাকে আমি বিষয়টি জানিয়ে দিলাম।

এসব কথা বলে গোলামটি বণিককে নিয়ে মহিলার কামরায় গেল। মহিলার লাবণ্যময় চেহারা দেখে কামরা থেকে বের হয়ে সাথে সাথে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে সে তাকে খরিদ করে নিল।

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে বণিক লোকটি যখন মহিলার কামরায় পুনরায় গমন করে তার নিকট সবকিছু খুলে বলল এবং তাকে একথাও জানাল যে, সে তাকে খরিদ করে নিয়েছে তখন মহিলা বিস্ময়ে থ' হয়ে রইলেন। তিনি বললেন, আপনি এসব কি বলছেন? আমি তো তার দাসী নই; বরং সেই আমার গোলাম। আর গোলাম তার মনীবকে বিক্রি করতে পারে এমন আজগুবী কথা তো জীবনেও শুনিনি!

বণিক বলল, তোমার এত কথার প্রয়োজন নেই। তুমি যে এসব বলবে, তা তোমার মনীব আমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তৈরি হও।

একথা বলার পর পাষন্ড বণিক খুব বেশি দেরি করল না। সে একরকম দৌড়ে এসে মহিলার সতিত্ব হরণের জন্য তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার চোখে তখন কামনার আগুন জ্বলজ্বল করছিল।

লোকটিকে দ্রুত আসতে দেখে মহিলা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে

একদিকে সরে দাঁড়াল। এতে শিকারী ধরতে না পেরে বণিক ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। মহিলা আবারও তাকে বললেন, যে লোক তাকে বাঁদি বলে বিক্রি করেছে, সে নিজেই কৃতদাস। মালিকের ঋণের টাকা শোধ করে তাকে আমি শুলির সাজা থেকে মুক্ত করে এনেছি।

লোকটি মহিলার কথায় এবারও কর্ণপাত করল না। সে হিংস্র দানবের ন্যায় আবারও মহিলার দিকে ধেয়ে এল। মহিলা ভয়ে জড়সড় হয়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। সে বলে, হে প্রভু! এ আসন্ন বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর। যে সতিত্বের হেফাজতের জন্য এত কষ্ট সহ্য করলাম সে সতিত্ব তুমি আপন অনুগ্রহে হিফাজত কর।

মহিলার দোয়া শেষ হতে না হতেই সাথে সাথে সমুদ্রে ঝড় উঠে জাহাজটি ডুবে যায়। মহিলা তখন একখন্ড কাঠের টুকরো দেখতে পেয়ে তাতে চড়ে বসে এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়। কিছুক্ষণ পর তিনি আল্লাহর অপরিসীম রহমত ও তার অপার কুদরতে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় সমুদ্রের ওপারে অন্য একটি শহরে গিয়ে পৌছলেন।

এ দুর্ঘটনায় বহু লোক মারা যায়। তবে বণিক লোকটি বহু কষ্ট স্বীকারের পর প্রাণে রক্ষা পায়।

মহিলা শহরে এসে জানতে পারেন যে, এদেশের রাজা অত্যন্ত সৎ, দয়ালু ও আল্লাহভীরু। এ কথা শুনে তিনি কাল বিলম্ব না করে রাজার দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সকল বিপদের কথা সবিস্তার বর্ণনা করলেন।

রাজা মহিলার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করলেন এবং তাকে একজন নেককার মেয়ে মনে করে শহরের উপকণ্ঠে তার জন্য পৃথক একটি ঘর তৈরি করে দিলেন। সাথে সাথে তিনি এও বলে দিলেন যে, তুমি সেখানে যত খুশি পার ইবাদত বন্দেগী করতে থাক। তোমাকে সেখানে কেউ কিছু বলবে না। আর তোমার খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আমিই করব, ইনশাআল্লাহ।

রাজার কথা শুনে মহিলা অত্যন্ত খুশি হলেন এবং ঘর তৈরি হওয়ার পর সেখানে গিয়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহিলার দরবেশীর কথা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। তার এ প্রসিদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, তিনি

যার জন্য যে দোয়া করতেন তাই কবুল হতো। এমন অবস্থা খুব কমই হয়েছে যে, তিনি কারো রোগ মুক্তি, পেরেশানী কিংবা অন্য কোন নেক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দোয়া করছেন, আর তা কবুল হয়নি। ফলে দিনের পর দিন তার সুনাম সুখ্যাতি কেবল বাড়তেই লাগল।

এদিকে মহিলার স্বামী হজ্জব্রত পালন করে বাড়িতে ফিরেন। তিনি স্ত্রীকে ঘরে না পেয়ে ভাইকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। ভাই বলল, আপনি হজ্বে যাওয়ার পর আপনার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। একথা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে।

ছোট ভাইয়ের কথায় বড় ভাই হতবাক হলেন। ভাবলেন, যে কথা কোনোদিন কল্পনা করিনি আজ আমাকে তাই শুনতে হলো? যার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেই আমাকে কলঙ্কিত করল? উহ! এ দুঃখ আমি লুকাব কোথায়?

বড় ভাই যখন এসব ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন ঠিক এমন সময় একদল লোক তার বাড়িতে এলো। তারাও ঘটনাকে সত্য বলে অবিহিত করল। তারা বলল, আপনি যা শুনেছেন তা একশ ভাগ সত্য। আপনার স্ত্রী জঘন্য কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ছোট ভাই এ লোকগুলোকে আগেই টাকা-কড়ি দিয়ে এসব কথা বলার জন্য তৈরি করে রেখেছিল।

যে লোকের কারণে সমস্ত এলাকা থাকত আনন্দ মুখর, যাকে এলাকার লোকজন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভাবলবাসতো স্ত্রীর এই কলংকজনক আচরণে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। ঘর থেকে একদম বের হন না। কারো সাথে প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও বলেন না। দেখলে মনে হয়, দুশ্চিন্তার একটি কালো ছায়া যেন তার সমস্ত চোখে-মুখে ছেয়ে আছে।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে শুরু হলো প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। প্রথমেই ছোট ভাইয়ের দুটি চোখ অন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর যারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল, এক এক করে তারাও দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলল। এতে তারা বুঝল যে, আমরা একজন সতী সাধ্বী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে যে জঘন্য অপরাধ করেছি, দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যাওয়া সেই অপরাধেরই নির্মম শাস্তি। অবশ্য একথা তারা নিজেরা উপলব্ধি করলেও মহিলার স্বামী অর্থাৎ হাজী সাহেবের কাছে তা ঘুর্ণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি।

হাজী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। তিনি আপন ভাই সহ এলাকার লোকদের এ আকস্মিক বিপদে ভীষণ মর্মাহত হন এবং তাদেরকে কিভাবে ভাল করা যায় এজন্য ফিকির করতে থাকেন।

একদিন তিনি জানতে পারলেন যে, পার্শ্ববর্তী দেশের জনৈক মহিলার দোয়া কবুল হয়। এ কথা জানার পর তিনি সকল অন্ধকে নিয়ে দরবেশ মহিলার নিকট যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে ঐ পাপিষ্ট লোকটিও তাদের সঙ্গী হল, যে গৃহস্বামীর কন্যাকে ঐ সুন্দরী মহিলা মনে করে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছিল। কেননা, ইতিমধ্যে সেও অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত কষ্টকর জীবন যাপন করছিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল, যে লোকটিকে গুলির উপর থেকে ঋণ শোধ করে মুক্তি করা হয়েছিল, সেও ক্যান্সার জাতীয় মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে, দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে এবং রোগ মুক্তির দোয়ার মহিলার নিকট যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাজী সাহেব দয়াপরবশ হয়ে তাকেও সাথে নিলেন।

তারা সমুদ্র পথে সফর করছিল। হাজী সাহেব যখন লোকদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হলেন, তখন সেখানে একজন পঙ্গু লোকের সাথে তার সাক্ষাত হয়। এ লোকটিও মহিলা দরবেশের নিকট দোয়ার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। হাজী সাহেব তাকেও সঙ্গে নিয়ে এক সময় মহিলা দরবেশের দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে যাওয়ার পর মহিলা সবাইকে চিনে ফেললেন। তিনি মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং রোগাক্রান্ত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, যদি তোমরা সকলেই নিজ অপরাধের কথা আমার সামনে স্বীকার কর, তবে তোমাদের রোগমুক্তির জন্য দোয়া করা হবে। আর যদি তা না কর, তবে দোয়া করা হবে না।

মহিলার প্রস্তাবে তারা অসম্মতি জানায়। কিন্তু মহিলাও দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন যে, স্বীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তোমাদের জন্য দোয়া করা হবে না। কাজেই তারা বাধ্য হয়ে জনৈক মহিলার সাথে কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করল।

এদিকে মহিলা তার স্বামী হাজী সাহেবকেও দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন। সুতরাং তিনি পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে স্বামীর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তার উপর বয়ে যাওয়া সবগুলো মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা একের পর এক বলে গেলেন। সাথে সাথে তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, আপনার

সাথে আগমনকারী বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই তার সযত্নে লালিত সতিত্ব হরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে।

স্ত্রীর কথা শুনে হাজী সাহেবের রাগ চরমে পৌঁছল। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে বললেন- আমি এক্ষুণি তাদের হত্যা করব। স্ত্রী বললেন, তারা তাদের শাস্তি পেয়ে গেছে। হত্যা করলে তো আমাদের কোনো লাভ হবে না; বরং সবচেয়ে সুন্দর হবে আমরা তাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আল্লাহ পাক আমাদের উপর খুশি হবেন এবং হতে পারে এ অসিলায় তিনিও আমাদের উপর রাজি হয়ে যাবেন।

স্ত্রীর কথায় হাজী সাহেবের রাগ কমে এলো। তিনি স্ত্রীর মতামতকে মেনে নিলেন এবং বললেন, তাহলে তুমি তাদেরকে যা বলার বলে দাও।

মহিলা বললেন, ঠিক আছে আমিই বলছি। একথা বলে তিনি রোগাক্রান্ত লোকগুলোকে ডেকে বললেন- তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অপরাধের জন্য তওবা কর এবং আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। তোমাদের উপর আমার আর কোনো অভিযোগ নেই। আমি তোমাদের মাফ করে দিলাম।

লোকগুলো সাথে সাথে মহিলার নির্দেশ পালন করল। মহিলা তাদের রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। এতে সবাই নিজ নিজ রোগ থেকে মুক্তি পেল এবং সব কিছু বুঝতে পেরে মহিলার নিকট লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মহিলা তাদের ব্যাপারে পুনরায় ক্ষমার ঘোষণা দিলেন। অতঃপর তার স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে চলে এলেন।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! আমাদের সবারই জানা আছে যে, মেয়েদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার সতিত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রলোভন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার লোভে কোনো হতভাগ্য মেয়ে যদি (আল্লাহ মাফ করুন) বিবাহের আগে কিংবা বিয়ের পর স্বীয় স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আপন সতিত্ব অপরের হাতে তুলে দেয় তবে এর চেয়ে দুঃখ ও লজ্জাজনক কথা আর কি হতে পারে?

আল্লাহ পাক সকল মা-বোনকে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তদানুযায়ী আমল করার তৌফিক নসীব করুন। আমীন।

www.smfoundationbd.com

রাসূল প্রেমের অনুপম দৃষ্টান্ত

রাসূল প্রেমের তিন-চারটি ঘটনা পূর্বের বইগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব ঘটনা পাঠ করে আশা করি রাসূল (সা.)-এর প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের মহব্বত, ভালবাসা আগের চেয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার তাদের সম্মুখে রাসূল প্রেমের আরেকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করার ইচ্ছা করছি। আমার বিশ্বাস ছোট এ ঘটনাটিও রাসূল (সা.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের ঐকান্তিক টান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

আমরা হয়ত সুলতান মাহমুদের নাম আগেও অনেকবার শুনেছি। একজন খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল সর্বত্র। আলোচ্য ঘটনাটি তাকে কেন্দ্র করেই।

সুলতান মাহমুদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহব্বত ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি রাসূল (সা.)-এর নাম নেওয়ার সময় অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের লেহায করতেন। শুধু তাই নয়, কখনো তিনি অজু বিহীন অবস্থায় রাসূল (সা.)-এর নাম মুখেও উচ্চারণ করতেন না।

সুলতান মাহমুদের ছিল অনেক সহচর। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল মুহাম্মদ। তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আদর করতেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে নাম ধরে ডেকে কাছে আনতেন।

একদিনের ঘটনা। সুলতানের তখন অজু ছিল না। কিন্তু এখনই প্রিয় সহচর মুহাম্মদকে খুব প্রয়োজন। সে একটু দূরে থাকায় ইশারা দিয়ে ডাকাও সম্ভব হচ্ছে না। কাছে অন্য কোনো লোকও নেই। যার মাধ্যমে তাকে ডেকে আনতে পারেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি নিরুপায় হয়ে মুহাম্মদ নামের সহচরকে তাজুদ্দীন বলে ডাকলেন।

আওয়াজ শুনে মুহাম্মদ সুলতানের দিকে ফিরে তাকাল। তখন তিনি তাকে ইশারা দিয়ে কাছে আসতে বললেন। মুহাম্মদ কাছে এলো এবং শাহী ফরমান তামীল করে ঘরে ফিরে গেল।

আজ তিন দিন হলো মুহাম্মদের কোনো খবর নেই। সে সুলতানের দরবারে আসছে না। সুলতান মাহমুদ চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, মুহাম্মদ আসছে না কেন? তার কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো? এসব ভাবতে ভাবতে তিনি লোক পাঠিয়ে খবর নিলেন এবং তাকে শাহী দরবারে ডেকে আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মদ! আমি তোমার জন্য বেশ চিন্তিত। তুমি এ কয়দিন কোথায় ছিলে? আসছ না কেন? তোমার কোনো শারীরিক বা অন্য কোনো সমস্যা হয়েছিল কি?

সহচর উত্তরে বলল, মনিব আমার! আমার কোনো অসুখ হয়নি কিংবা অন্য কোনো সমস্যায়ও পতিত হইনি। তবে আমার না আসার কারণ হলো, আপনি আমাকে সর্বদা মুহাম্মদ নামে ডাকতেন, কিন্তু সেদিন আপনার অভ্যাসের বিপরীত আপনি আমাকে তাজুদ্দীন বলে ডেকেছেন। এতে আমি বুঝে নিয়েছি যে, আমার ব্যাপারে আপনার মনে হয়ত কোনো খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আপনাকে আমার চেহারা দেখাতে চাইনি। জাঁহাপনা! আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই তিন দিন আমার অত্যন্ত পেরেশানীর ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

তার কথা শেষ হলে সুলতান মাহমুদ বললেন, ভাই! অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমাকে পেরেশান করার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আর তুমি যে ধারণা করেছ তা মোটেও ঠিক নয়। আসল কথা হলো, যখন তোমাকে আমি তাজুদ্দীন বলে ডেকেছি তখন আমি অজুহীন অবস্থায় ছিলাম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুহাম্মদ নামটি অজু ছাড়া মুখে আনতে আমার খুবই লজ্জা হচ্ছিল। তাই তোমাকে ভিন্ন নামে ডেকে আমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! দেখলেন তো, রাসূল (সা.)-এর প্রতি সুলতান মাহমুদের গভীর প্রেম ও মহব্বতের নমুনা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাম নেওয়ার জন্য যদিও অজু থাকা জরুরি নয়; কিন্তু তবুও তিনি তা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে এরই নাম অকৃত্রিম ভালবাসা। একেই বলে খাঁটি ও নির্ভেজাল আশেক। হে দয়াময় প্রভু! আমাদেরকেও তুমি রাসূল (সা.) -এর নিখাদ প্রেমিক বানিয়ে দাও। শুধু মুখে নয়, কাজেও। আমীন।[১]

[এ ধরণের আরও কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন ঃ যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড) পৃঃ ১৩, যে গল্পে হৃদয় গলে (২য় খন্ড) পৃঃ ১০, ১২, সিরিজ-৫ পৃঃ ৬১]

১. সহায়তায় ঃ এমন মানুষ মিলবে না আর পৃষ্ঠা-৪১

www.smfoundationbd.com

১০

এখলাছের নমুনা

হযরত আবুল হাসান নূরী (র.) ছিলেন স্বীয় জমানার শীর্ষস্থানীয় সাধকদের অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য আল্লাহ প্রেমিকগণ তার মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও অত্যধিক মর্যাদার কারণে তাকে আমীরুল কুলূব বা অন্তরের বাদশাহ উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। নিম্নে সেই মহান সাধকেরই নযীর বিহীন এখলাসের ছোট্ট একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত আবুল হাসান নূরী (র.) ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। একদা তিনি কি এক কাজে সমুদ্র কূলে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন, একটি বিশাল জাহাজ পাল তুলে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি হাঁটাহাঁটি বন্ধ করে পূর্বের স্থানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিক পর জাহাজ নোঙ্গর করল। তিনি জাহাজে উঠলেন। দেখলেন, জাহাজের এক স্থানে ২০ টি বিশাল বিশাল মটকা দেখা যায়। তিনি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এগুলোতে কি আছে? লোকেরা বলল, এসব জেনে আপনার লাভ নেই। আপনি ওলী মানুষ। জিকির ইবাদতে লিপ্ত থাকুন এটাই আপনার জন্য ভাল।

জবাব শুনে নূরী (র.) বললেন, এসব মটকায় কি আছে তোমাদের তা বলতেই হবে। যতক্ষণ না বলবে, ততক্ষণ আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।

লোকজন পড়ল মহা বিপাকে। তারা এখন কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তারা বলল, এসব মটকায় খলীফার জন্য শরাব আনা হয়েছে।

www.smfoundationbd.com

ব্যস্। আর কথা নেই। তাদের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্রই তিনি হাতের লাঠি দ্বারা এক এক করে মটকাগুলো ভাঙ্গতে শুরু করলেন।

অবস্থাদৃষ্টে উপস্থিত লোকজন হতবাক হচ্ছেন। কিন্তু কোনো উপায়েই নূরী (র.) কে বাধা দেওয়ার মতো হিম্মত হচ্ছে না। কেননা, তার নূরানী চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত রো'ব বা ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সকলকেই তখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

হযরত আবুল হাসান নূরী (র.) প্রচন্ড আঘাতে ঠাস্ ঠাস্ করে মটকাগুলো ভেঙ্গে চলছেন। আর শরাবগুলো গোটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ছে। জাহাজের সমস্ত লোক সেখানে সমবেত। গড়িয়ে পড়া শরাব তাদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবুও তারা স্থান পরিবর্তন করছে না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো হা করে কেবল তাকিয়ে আছে। কিছু করার বা কিছু বলার সমস্ত শক্তি যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে।

এবার নূরী (র.)- এর লাঠির আঘাত উনিশতম মটকায় এসে পড়ল। সাথে সাথে মটকাটি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তার গোটা শরাব। এখন সর্বশেষ মটকার পালা।

আবুর হাসান নুরী (র.) লাঠি উত্তোলন করলেন। সকলের দৃষ্টি তখন লাঠির অগ্রভাগের দিকে। তারা ভাবছে, বহু দূর থেকে বহু কষ্ট করে আনা শরাবেই শেষ মটকাটিও এখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেই সাথে শেষ হয়ে যাবে খলীফার কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো শেষ শরাবটুকুও । তারা আরো ভাবছে, আমরা এখন খলীফার কাছে কি নিয়ে যাব? তার কাছে কি জবাব দেব আমরা? যদি তিনি প্রশ্ন করে বসেন, তোমরা এতগুলো লোক থাকতে একটি মাত্র বৃদ্ধ মানুষ এতবড় সর্বনাশ করল? আমার প্রিয় বস্তুগুলোকে নষ্ট করে ফেলল, তোমরা তাকে বাধা দিলে না? এমনকি একটি কথাও বললে না? তখন আমরা কি করে তাকে বুঝাব যে, তখন আমরা কিছু করার বা কিছু বলার শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। হায় আফসোস! এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি আমাদের মৃত্যু হতো!

সকলেই যখন এসব কথা ভাবছিল, ঠিক তখন শায়েখ আবুল হাসান নূরী (র.) সকলকে আরো বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে আপন লাঠি নিচে নামিয়ে ফেললেন। তিনি বিশতম মটকাটি না ভেঙ্গেই সেখান থেকে আপন গন্তব্যে চলে গেলেন।

—৫

www.smfoundationbd.com

এ ঘটনার সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছলে খলীফা সীমাহীন পর্যায়ের রাগান্বিত হলেন। মনে মনে বললেন, এক বুড়ো দরবেশের এতবড় সাহস! খলীফার সম্পদে হস্ত উত্তোলন!! রাখ দরবেশ, তোমাকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়ছি।

খলীফা কয়েকজন সৈন্যকে কাছে ডাকলেন। তারপর তাদেরকে বললেন, আবুল হাসানকে যেখানেই পাও, পাকড়াও করে নিয়ে এসো। তাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবো।

খলীফার নির্দেশ পালিত হলো। সৈন্যরা অল্প সময়ের মধ্যেই শায়েখ আবুল হাসান নূরী (র.) কে খলীফার দরবারে হাজির করল।

নূরী (র.) কে দেখামাত্রই খলীফার রাগ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। তিনি চোখ লাল করে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন- কে আপনাকে এতবড় দুঃসাহস দেখাতে বলল যে, স্বয়ং খলীফার জিনিসে আপনি হাত দিলেন? আমার লক্ষ লক্ষ টাকার শরাবকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিলেন?

খলীফার চরম রাগ ও রক্ত চক্ষুকে হযরত নূরী (র.) মোটেও ভয় পেলেন না। তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, এই সাহস তো সকলের প্রভু মহান আল্লাহ পাকই আমাদের দান করেছেন। আপনি কি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পড়েননি?

"সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ কর? -(সূরা লোকমান ঃ১৭)

তাছাড়া আপনি কি রাসূল (সা.)-এর এ হাদীস শ্রবণ করেননি?

তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দকর্ম সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা দেয়। আর এতটুকু শক্তি না থাকলে, মুখ দ্বারা যেন বলে। আর যদি এতটুকু শক্তিও না থাকে তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা উক্ত কাজকে ঘৃণা করে।

খলীফা বললেন, বুঝলাম আপনার কথা। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আপনি উনিশটি মটকা ভেঙ্গে একটি অবশিষ্ট রাখলেন কেন?

আবুল হাসান নূরী (র.) বললেন- সেটা অবশ্য অন্য কারণ।

ঃ কি সেই কারণ? জানতে পারি কি? খলীফার রাগ এখন অনেকটা কমে এসেছে।

ঃ হ্যাঁ, জানতে পারেন।

ঃ বলুন, তাহলে।

ঃ কারণটা হলো, যখন আমি উনিশটা মটকা ভেঙ্গে সর্বশেষ মটকাটি ভাঙ্গার জন্য লাঠি উত্তোলন করলাম, ঠিক তখন আমার মন আমাকে বলল, বাহ! তুমি তো একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছ। তোমার ঈমানী শক্তি এতই বেশি যে, খলীফাকেও তুমি সামান্যতম পরওয়া করনি। তোমার মতো মজবুত ঈমানওয়ালা লোক দুনিয়াতে আর কয়টা আছে? এসব কথা মনে আসতেই আমার হৃদয়টা গর্বে ফুলে উঠল। আমাকে অহংকার নামক মহাব্যাধি শক্তভাবে আক্রমণ করল। তখন আমি ভাবলাম, উনিশটি মটকাতো এখলাস তথা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভাঙ্গলাম। আর এ সর্বশেষ মটকাটি ভাঙ্গতে যাচ্ছি অহংকারের বশবর্তী হয়ে। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। উপরন্ত এরূপ নিয়ত সহকারে কোন কাজ করলে এর কোনো প্রতিদানও পাওয়া যায় না। তাই আমি তা না ভেঙ্গে চলে এসেছি।

শায়েখের কথায় খলীফা সীমাহীন প্রভাবিত হলেন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। শায়েখকে পাকড়াও করে এনে তিনি যে অপরাধ করছেন সেজন্য তিনি বারবার ক্ষমা চাইলেন। শুধু তাই নয়, শায়েখের এখলাস খলীফার উপর এতটাই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যে, তিনি তার একান্ত ভক্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁকে শহরের কোতয়াল বানালেন।

এই ছিল আল্লাহ ওয়ালাদের এখলাছের নমুনা। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকেও এরূপ উচুঁ মানের এখলাছ নসীব করুন। আমীন।[১]

[এখলাছ সম্পর্কিত আরও ১টি ঘটনার জন্য দেখুন ঃ সিরিজ-৬ পৃঃ ৯৭]

---

১. সহায়তায় ঃ প্রাগুক্ত ঃ পৃষ্ঠা-৪৭

www.smfoundationbd.com

১১

দাসীর খেদমতে সম্রাট

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র.) ছিলেন একজন জনদরদী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি তার শাসনকালে এমন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, একই ঘাটে বাঘে-ছাগলে পানি পান করত, একই চারণ ভূমিতে উভয়ে ঘাস খেত; কিন্তু কেউ কারো উপর আক্রমণ করত না। তিনি ছিলেন এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি খলীফা হওয়ার পর খেলাফতের দায়িত্বে সামান্যতম ত্রুটি হয়ে যায় কিনা, সেই চিন্তায় সব সময় বিভোর থাকতেন। খুবই সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। একটি মাত্র জামা ব্যবহার করতেন। অল্প পরিমানে সাধারণ খাবার খেতেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে তিনি হালকা ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অথচ খলীফা হওয়ার পূর্বে তিনি বিলাস বহুল জীবন কাটাতেন। দুঃখ-কষ্টের সাথে তার কোন পরিচয় ছিল না। মহামূল্যবান আকর্ষণীয় পোষাক পরিধান করতেন। হাতের ইশারায় মনের বাসনা পূর্ণ হতো। স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। নিম্নোক্ত আলোচনায় সেই মহান সাধকের ছোট্ট একটি শিক্ষণীয় ঘটনা স্থান পাচ্ছে। তাহলে চলুন, ঘটনাটি শুনি এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের স্বভাব চরিত্রকেও সেই অনুযায়ী গঠন করার চেষ্টা করি।

গ্রীষ্মের দুপুর। রৌদ্র দগ্ধ নিস্তব্ধ পরিবেশে নিজের ঘরে আরাম করছিলেন খলীফা ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র.)। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক দাসী। তার হাতে পাখা। দীর্ঘক্ষণ যাবত বিরতিহীনভাবে পাখা টেনে যাচ্ছে সে।

একটু পর। দাসী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দু'চোখে নেমে এসেছে রাজ্যের ঘুম। ফলে শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কখন যে ঘরের মেঝেতে শুয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে একথা সে নিজেও বলতে পারবে না।

খলীফার চোখে এখনো ঘুম আসেনি। তিনি শুয়ে শুয়ে সবকিছুই দেখলেন। মনে মনে ভাবলেন, মানুষ হিসেবে তো দাসী আর আমার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সুখ-দুঃখের অনুভূতি তো উভয়েরই সমান। অবিরাম পরিশ্রমের পর আমার দেহ যেমন আরাম চায়, তেমনি আরাম চায় দাসীর দেহও। কিন্তু সে দাসী বলে তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য থাকবে না। আজীবন কেবল কষ্টই করে যাবে এতো কখনোই হতে পারে না। এটা তো মানবতার দাবি পরিপন্থী কাজ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে খলীফা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মেঝে পড়ে থাকা পাখাটি হাতে নিয়ে নিজেই দাসীকে বাতাস করতে লাগলেন।

দাসী অঝোরে ঘুমাচ্ছে, তার ঘুম ভাঙ্গার কোনো নাম নেই। ঘুম ভাঙ্গবেই বা কেমন করে? একদিকে ক্লান্ত দেহ, তার উপর আবার দয়ালু খলীফার স্নেহ মিশ্রিত হিমেল বাতাস। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই তার ঘুম অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশিই হওয়ার কথা।

ঘন্টার পর ঘন্টা খলীফা আপন দাসীকে বাতাস করে যাচ্ছেন। অথচ তার চেহারায় কোন বিরক্তির ছাপ নেই। বরং সাধারণ এক দাসীর খেদমতের সুযোগ পেয়ে তিনি যেন আজ সীমাহীন আনন্দিত। সমস্ত হৃদয়ের পড়তে পড়তে পুলক অনুভব করছেন তিনি। সময়ের তালে তালে তাঁর সেই পুলক আনন্দ যেন ক্রমেই বেড়ে চলছে।

কয়েক ঘন্টা পর দাসী চোখ খুলল। সে খলীফাকে নিজের হাতে বাতাস করতে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি একি করছেন!

খলীফা তাকে অভয় দিলেন। বললেন, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষ হিসেবে তুমি আমি উভয়ই সমান। আমার যেমন গরম লাগে, তেমনি তোমারও। সুতরাং তুমি আমাকে যেভাবে বাতাস দিচ্ছিলে,

www.smfoundationbd.com

সেভাবে তোমাকে বাতাস দিলে তাতে অসুবিধার কিছুই নেই। মনে রেখো, তোমার মতো একজন দাসীর সামান্য খেদমত করতে পেরে আমার যে কি পরিমান খুশি লাগছে, তা তোমাকে ভাষায় বুঝাতে পারব না।

খলীফার কথাগুলো দাসী তন্ময় হয়ে শুনছিল। সে ভাবল, এসব কথা কি কোনো মানুষের নাকি ফেরেশতার! একজন প্রতাপশালী শাসক তার এক নগণ্য দাসীর সাথে এমন সুমধুর আচরণ করছেন, মানুষ হিসেবে এতটা মর্যাদা দিচ্ছেন এ যে কল্পনারও অতীত!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আসুন না, আমরাও সেই সব মহা মানবদের চরিত্রে চরিত্রবান হই। মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে শিখি। সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের সাথে বিনয় ও নম্রতা সহকারে কথা বলি। তাদের সুখ দুঃখের সাথী হই। বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াই। নিজের সামর্থ অনুসারে অসহায়, নিঃস্ব ও দুর্বল মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করি। তাদের দুঃখের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করি। বিশেষ করে ঘরের ঝি ও চাকর-চাকরানীদের প্রতি সদয় হই। সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে না দেই। মাঝে-মধ্যে নিজের কাছে বসিয়ে খানা খাওয়াই। সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দেই। যাতে তারা এ কথা মনে করতে বাধ্য হয় যে, মানুষ হিসেবে সুখ ভোগ করার অধিকার আমাদেরও আছে। গরিব হয়ে আমরা কোনো অপরাধ করিনি।

হে দয়ার আধার প্রভু! তুমি অনুগ্রহ করে মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে দাও। তাদের আখলাককে এমন সুন্দর করে দাও, যা দেখে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিম কাফিররা দলে দলে ইসলাম কবুল শুরু করে।[১]

[এরকম ঘটনা আরও জানতে হলে পড়ুন ঃ যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড) পৃঃ ১১, ১০৭, সিরিজ-৬ পৃঃ ৩৯]

১. সূত্র ঃ নিদায়ে মিম্বার ও মিহরাব। প্রথম খন্ড ঃ ৩১৬

www.smfoundationbd.com

মহানুভবতার বিরল উপমা

খলীফা হারুন অর রশীদের সুযোগ্য ছেলে খলীফা মামুনুর রশীদ ছিলেন পিতার মতোই ন্যায় পরায়ণ, উদার ও অতিথিপরায়ণ। একদিন তিনি আপন ঘরে বসে আছেন। এমন সময় এক মেহমান তার বাড়িতে বেড়াতে এলেন। খলীফা মেহমানকে দেখে খুশি হলেন। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে এনে বসালেন।

মেহমানের নাম কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম। খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি। তখনকার দিনের বড় জ্ঞান সাধক। বেড়াতে এসেছেন রাতের বেলায়। খলীফা দরবারের কাজকর্ম সেরে মেহমানের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছেন।

দীর্ঘক্ষণ যাবত আলোচনা চলছে। বিভিন্ন আলোচনা। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রজাদের সুখ-শান্তি প্রভৃতি বিষয় আলোচনায় স্থান পাচ্ছে। অথৈ সমুদ্রের যেমন শেষ দেখা যায় না, তেমনি তাদের আলোচনারও যেন শেষ নেই। এভাবে সময় গড়াতে গড়াতে রাত গভীর থেকে গভীরতর হলো।

কথায় বলে, 'মুর্খের কাছে হাজার বছর অবস্থান করার চেয়ে জ্ঞানীর কাছে এক মুহূর্ত অবস্থান করাও উত্তম'। আজকের বৈঠক দ্বারা যেন এ কথাটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ইয়াহইয়ার মতো জ্ঞান সাধক পেয়ে খলীফা মামুন যেন ইচ্ছে করেই তার সাথে অধিক সময় ব্যয় করছেন।

ইতোমধ্যেই কয়েকটি মোম জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। এক সময় মেহমানের গলা ধরে এলো। এদিক ওদিক বার কয়েক তাকালেন। কি যেন খুঁজছেন তিনি।

ব্যাপারটি খলীফা মামুনের দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই অতিথি কিছু খুঁজছেন। তা না হলে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এদিক সেদিক তাকাবেন কেন?

খলীফা মেহমানকে বললেন-

ঃ আপনি বোধ হয় কিছু খুঁজছেন?

ঃ না, মানে আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।

ঃ ও বুঝতে পেরেছি। বলেই খলীফা মামুন উঠে চললেন পানি আনতে।

স্বয়ং খলীফা পানি আনতে যাচ্ছেন দেখে মেহমান আশ্চর্য হলেন। তাই তিনি শশব্যস্ত হয়ে বললেন-

ঃ জাঁহাপনা! একি করছেন আপনি? পানি আনতে আপনি যাবেন কেন? এজন্য তো ভৃত্য ডাকলেই হয়।

ঃ জনাব! আমি পানি আনায় দোষের কি আছে? আমি খলীফা বলেই কি আপনি একথা বলছেন? আপনি কি এ কথা শুনেননি- জাতির নেতা সাধারণ জনগণের সেবক মাত্র।

একথা বলে খলীফা মামুন পানি আনতে চলে গেলেন। মেহমান খলীফার কথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না। আর জবাব দেওয়ারই বা কি আছে? তিনি তো সত্য কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কওমের নেতৃত্ব গ্রহণ করার অর্থই হলো, তাদের খেদমত ও সেবা করার দায়িত্ব গ্রহণ করা, নিজের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করে তাদের আরামের ব্যবস্থা করা, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা ও আচার-আচরণে বিনয়ী ভাব প্রকাশ করা।

রাসূল (সা.)-এর আদর্শের প্রতি খলীফা মামুনের অকৃত্রিম ভালবাসা আর দরদ দেখে মেহমানের মনেও খলীফার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শতগুণে বৃদ্ধি পেল। হৃদয়ের গহীন কোণ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এলো- শাসকদের আদর্শ এমনই হওয়া উচিত। বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও যারা নিজেকে শাসক মনে করেন না; বরং নিজেকে মনে করেন গোলাম, দাস, ভৃত্য আর খাদেম।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আলোচ্য ঘটনা থেকে আমরা দুটি মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তম্মধ্যে একটি হলো জ্ঞানীদের সাথে সময় কাটানো।

অনেক সময় দেখা যায়, আমরা নির্বোধ বোকা ও মূর্খদের সাথে বসে বসে অযথা গল্প করে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করি। অথচ আমরা যদি এ সময়গুলো ঐসব জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনদের মজলিসে বসে কাটাতাম যারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান রাখেন, যারা পৃথিবীর উত্থান-পতন সম্পর্কে সম্যক অবহিত, যাদের মুখ নিসৃত একটি মাত্র কথা জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম, যাদের কথা দ্বারা আল্লাহকে পাওয়ার পথ সুগম হয়, যাদের বক্তব্যে থাকে সত্য সুন্দরের পথে চলার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা, তাহলে কতই না ভাল হতো।

আর আলোচ্য ঘটনার দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, নিজে বড় হয়েও আচার-আচরণে সেই বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ না ঘটানো। উপস্থিত লোকজনকে একথা বুঝতেই না দেওয়ার চেষ্টা করা যে, আমি বড় কোনো পদের অধিকারী, আমি বহু ডিগ্রি প্রাপ্ত ব্যক্তি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জ্ঞানীগুণীদের সাথে অধিক সময় কাটানোর তৌফিক দিন এবং সাথে সাথে নেতৃত্ব ও বড়ত্বের অহংকার থেকে মুক্ত করে বিনয়ী হওয়ার তৌফিক নসীব করুন। আমীন[১]

---

১. সহায়তায় ঃ পেতাম যদি এমন শাসক।

www.smfoundationbd.com

অনুসরণীয় আদর্শ

গভীর রাত। মেঘশূণ্য স্বচ্ছ আকাশ। গোটা পৃথিবী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে বহু আগেই। গাছের পাতাগুলো টুপটাপ খসে পড়ছে মৃদুমন্দ বাতাসের স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়। আকাশে জমেছে তারার মেলা।

অন্যান্য রাতের মতো আজও পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রজা প্রেমিক খলীফা হযরত উমর (রা.)। উদ্দেশ্য হলো, প্রজাদের খোঁজ খবর নেওয়া। কার কি দুঃখ দৈন্য আছে তা নিজ চোখে দেখা। আর সাধ্যমত তার প্রতিকার করা।

হাঁটতে হাঁটতে নগরীর অলিগলি পেরিয়ে খলীফা বহুদূর চলে এলেন। সামনে ধূ ধূ মরুভূমি। নিঝুম রাতে ঝি ঝি পোকা আর মরুর রাত জাগা প্রাণীদের ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।

আঁধারের বুক চিরে সামনে এগুলেন তিনি। হঠাৎ একটি পশমের তাঁবু তার দৃষ্টি কাড়ল। যা ইতিপূর্বে কখনোই সেখানে ছিল না। তিনি দেখলেন, তাবুর ভেতর মিটমিট করে আলো জ্বলছে। তার মনে কৌতূহল জাগল। ভাবলেন, ব্যাপার কি? মরুভূমিতে এত রাতে আলোর শিখা দেখা যায় কেন?

তিনি এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, একজন লোক তাঁবুর বাইরে বসে আছে এবং ভেতর থেকে একটি করুণ বেদনার শব্দ শুনা যাচ্ছে। বাইরে বসা লোকটিকে খুব পেরেশান ও হতাশাগ্রস্থ মনে হচ্ছে।

www.smfoundationbd.com

হযরত ওমর লোকটিকে সালাম দিয়ে বললেন-

ঃ ভাই! আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন?

ঃ আমি একজন বেদুইন মুসাফির। আমীরুল মুমিনীনের নিকট কিছু সাহায্যের জন্য এসেছি।

লোকটির সাথে আলাপকালে তাঁবুর ভেতর থেকে একজন মহিলার কাতর কণ্ঠ আবারো শুনা গেল।

আওয়াজ শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন-

ঃ তাঁবুর ভেতর মনে হয় কোনো মহিলা কাঁদছে।

ঃ বেটা! এত কথার প্রয়োজন কি? নিজের কাজে চলে যাও। লোকটি ক্রোধ মিশ্রিত কণ্ঠে কথাটি বলল।

ঃ আমার প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা পরের কথা। আমার ইচ্ছে হলো, যদি মহিলার কষ্টের কারণটি জানতে পারতাম, তবে হয়ত উপকারে আসতাম।

লোকটি এবার সুর পাল্টে ফেলল। সে নরম কণ্ঠে বলল-

ঃ তাঁবুর ভেতর আমার স্ত্রী। সে গর্ভবতী। এখন তার প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। এজন্যেই সে কাতরাচ্ছে।

কথাগুলো বলে শেষ করে মুসাফির একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। হযরত ওমর (রা.) তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ অন্য কোন মেয়েলোক কাছে আছে কি?

ঃ না, কাছে কোনো মেয়ে নেই। আমি পুরুষ মানুষ। এসবের কিছুই বুঝি না। এজন্যেই আমি ভীষণ চিন্তিত।

ঃ আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি এক্ষুণি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।

একথা বলে হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাত বাড়ি ফিরে এলেন। রাত আরো গভীর হলো। তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলছুম (রা.) তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তিনি স্ত্রীর কাছে গেলেন। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে

স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকলেন। সাড়া পেয়ে ঘুম থেকে জাগার পর তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন-

ঃ তোমার ভাগ্যে আজ বিরাট এক পূণ্যের কাজ লিখা হয়েছে।

ঃ কি সেই কাজ? জানতে পারি কি?

ঃ হ্যাঁ, জানানোর জন্যই তো তোমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছি।

ঃ বলুন তাহলে।

ঃ গ্রামের এক দরিদ্র মহিলা। সে তার স্বামীকে নিয়ে আমার দরবারে আসছিল। কিন্তু পথিমধ্যে মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরে তার প্রসব বেদনা শুরু হওয়ায় সে এখন খুবই কষ্ট পাচ্ছে। তুমি সাহায্য করলে হয়ত সে এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ঃ আমি এক্ষণি যেতে প্রস্তুত। উম্মে কুলছুম (রা.) সানন্দে বললেন।

ঃ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। জলদি তৈরি হয়ে নাও। আর শোন, প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় তৈল, নেকড়া ইত্যাদি সাথে নিয়ে নাও। একটি পাতিলে কিছু দানা এবং সামান্য ঘি নিতেও ভুলে যেয়ো না।

সবকিছু নেওয়ার পর তাঁরা দুজন অতি দ্রুত তাঁবুর নিকট পৌঁছলেন। তারপর স্ত্রীকে তাবুর ভেতরে পাঠিয়ে নিজে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না শেষ হলো। এদিকে তাঁবুর ভিতর থেকে একটি শিশুর চিৎকার শুনা গেল। হযরত উম্মে কুলছুম (রা.) তাঁবুর পর্দা একটু সরিয়ে স্বামীকে কাছে এনে ফিস্ ফিস্ করে বললেন-

ঃ আমীরুল মুমেনীন! আপনার বন্ধুকে পুত্র হওয়ার সুসংবাদ দিন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন-

ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

মুসাফির লোকটি পুত্র সন্তান হওয়ার সুসংবাদে অত্যন্ত খুশী হলো। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন শব্দ শোন ঘাবড়ে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল আপনি কি আমাদের আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর?

ঃ হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের নগণ্য খাদেম। একথা বলে ওমর (রা.) লোকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

www.smfoundationbd.com

মুসাফির লোকটি ওমর (রা.) এর পরিচয় পেয়ে তাঁর নিকট বারবার কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চাইল।

ওমর (রা.) বললেন ভাই! তুমি কোনো অন্যায় করনি। তুমি আমাকে চিনতে পারনি বলেই একটু কড়া কথা বলে ফেলেছ। এতে আমি মনে কোনো কষ্ট পাইনি। আর শোন, আল্লাহ মাফ করুন, যদি আমার অবহেলায় তোমার স্ত্রী ও সন্তানের কোনো অমঙ্গল হতো, তাহলে কেয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় আমাকে দাঁড়িয়ে অবশ্যই এর জবাবদিহি করতে হতো।

জবাবে লোকটি বলল- হে আমীরুল মুমিনীন। সত্যিই আপনি মহান শাসক।

এরপর হযরত ওমর (রা.) রান্না করা খাবারের পাতিলটি তাঁবুর নিকট রেখে স্ত্রীকে বললেন, মেয়েটিকে কিছু খাবার খাইয়ে দাও।

হযরত উম্মে কুলছুম (রা.) প্রসূতিকে খানা খাওয়ানোর পর পাতিলটি আবার বাইরে রেখে দিলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে বললেন, ভাই! তুমিও কিছু খেয়ে নাও।

এভাবে সারারাত কেটে গেল। ভোরের দিকে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন এবং লোকটিকে বলে এলেন আগামীকাল এসো। তোমাদের একটা ব্যবস্থা করা হবে।

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখুন। বর্তমান যুগে কোনো বাদশাহ বা নেতা তো দূরের কথা সামান্য বিত্তশালী লোকও কি এমন আছেন যে, একজন সাধারণ লোকের সাহায্যের জন্য আপন স্ত্রীকে মাঠে নিয়ে যেতে পারেন? মালদার কেন কোন দীনদারও কি এরূপ করতে পারেন? আজ যাদের নাম নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এবং প্রতি ক্ষেত্রে তাদের মতো বরকত পাওয়ারও প্রত্যাশা করি, কোনো একটি কাজও কি আমরা তাদের মতো করি? হে আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে হযরত সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ অনুসরণ করার তৌফীক দাও। আমীন।[১]

[অনুরূপ ঘটনা আরও জানার জন্য দেখুন ঃ যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড) পৃঃ ৯১, যে গল্পে হৃদয় গলে (৩য় খন্ড) পৃঃ ৩৫, সিরিজ-৬ পৃঃ ৫১]

১. সহায়তায় ঃ ফাযায়েলে আমাল পৃষ্ঠা- ৬২৩

www.smfoundationbd.com

১৪

একটি ছোট্ট বালক

যে শিক্ষা সবাইকে দিয়ে গেল

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা। তখন ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ। সেই সময় ইউসুফ যুন নেওয়াজ নামে এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। বর্তমান ইয়েমেন ও এর আশেপাশের এলাকায় তার বাদশাহী চলত।

বাদশাহ ইউসুফের দরবারে ছিল এক বৃদ্ধ যাদুকর, সে শয়তানের সাহায্যে লক্ষণাদির মাধ্যমে মানুষকে ভবিষ্যতের সংবাদ দিত। আর বাদশাহকে দিত নিত্য নতুন কুপরামর্শ। অপরিণামদর্শী বাদশাহও অবলীলায় তা মেনে নিতো।

একদিন যাদুকরের মাথায় একটি চিন্তা আসল। সে ভাবল, আমার তো অনেক বয়স হয়েছে, বুড়ো হয়ে গেছি। কোন্ সময় মরে যাই বলা যায় না। আমি ছাড়া অন্য কেউ এ বিদ্যা আয়ত্ত্বও করতে পারেনি। ফলে আমি মারা যাওয়ার সাথে সাথে এ বিদ্যারও পরিসমাপ্তি ঘটবে। সুতরাং এ

বিদ্যার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এখনই একজন যোগ্য উত্তরসূরি বানিয়ে যাওয়া দরকার।

এসব কথা চিন্তা করে একদিন সে বাদশাহকে বলল, বাদশাহ মহোদয়! আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমাকে একটি চালাক-চতুর বালক দিন। আমি তাকে উত্তমরূপে যাদুবিদ্যা শিখিয়ে উপযুক্ত শাগরেদ বানিয়ে যাব।

যাদুকরের কথামতো বাদশাহ একটি ধীসম্পন্ন বালক খুঁজতে লাগল। অনেক খোঁজা খুঁজির পর শেষ পর্যন্ত একটি মেধাবী ছেলে পাওয়া গেল। ছেলেটির নাম আবদুল্লাহ ইবনে তামের।

বাদশাহ ছেলেটিকে যাদুকরের হাতে সোপর্দ করল। যাদুকর তাকে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসার জন্য বলে দিল।

পরদিন হতে ছেলেটি যাদু শিক্ষার জন্য নিয়মিত যাদুকরের নিকট যেতো। এদিকে যাদুকরও তাকে আন্তরিকতার সাথে যাদু বিদ্যা শেখাতো। সে যাদুকরের কাছে যাওয়া আসা করত ঠিকই, কিন্তু এসব তার ভাল লাগত না। তার মন যেন অন্য কিছুর সন্ধান করছিল।

বালকটির আসা যাওয়ার পথেই ছিল এক ঈমানদার পাদ্রীর বাড়ি। একদিন সে উক্ত পাদ্রীর বাড়িতে গেল। দেখল, সেখানে কি যেন আলোচনা হচ্ছে। উপস্থিত সকলেই তা মনোযোগ সহকারে শুনছে। বালকটির মনে কৌতূহল জাগল। তাই সেও উক্ত আলোচনা শুনার জন্য বসে পড়ল।

তন্ময় হয়ে বালকটি পাদ্রীর কথাগুলো শোনল। তার কাছে এসব কথা খুবই ভাল লাগল। মনে হলো, তার তৃষ্ণার্ত হৃদয় যেন এসব কথার জন্যেই দীর্ঘকাল ধরে চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষা করছে। পাদ্রীর কথা শেষ হলে সে উঠে পড়ল। যাদুকরের বাড়ি যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। পথিমধ্যে সে স্বীয় জীবন নিয়ে নতুন করে চিন্তা করল। পাদ্রীর বক্তব্য তাকে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করার এক নতুন দ্বার খুলে দিল। দিল সত্য ও সুন্দরের পথে চলার এক অনুপম দিক নির্দেশনা।

বালক যখন যাদুকরের নিকট পৌঁছল তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে। যাদুকর তাকে দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। কিন্তু সন্তোষজনক কোনো জবাব সে দিতে পারল না। ফলে যাদুকর তাকে বেশ মারধর করল।

অবশেষে প্রতিদিনের মতো আজও যাদুকর তাকে যাদুবিদ্যা শেখাতে লাগল। কিন্তু তার মন তখনো পড়ে ছিল সেই ঈমানদার পাদ্রীর নিকট। ঘুরে ফিরে পাদ্রীর কথাগুলোই তার হৃদয় বীনায় বারবার আন্দোলিত হচ্ছিল। কিছুতেই তার মন থেকে কথাগুলো দূরে সরছিল না। যাদুকর ছেলেটির অমনোযোগিতার বিষয়টি খুব ভাল করে অনুধাবন করল। তাই সেদিনের মতো সে তাকে ছুটি দিয়ে দিল।

যাদুকর থেকে ছুটি পেয়েই সে বাড়ির পথ ধরল। আগেই বলা হয়েছে, তার বাড়ী আর যাদুকরের বাড়ির মাঝখানে ছিল ঐ ঈমানদার পাদ্রীর বাড়ি। বাড়ি ফিরার পথে আবারো সে পাদ্রীর মজলিসে বসে পড়ল। শোনল তার মুখ নিসৃত অনেক অমূল্য বাণী। এতে বাড়ি ফিরতেও তার অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। ফলে বাড়ির লোকেরাও তাকে ধমকালো।

এরপর থেকে প্রতিদিনই সে আসা যাওয়ার পথে ঐ পাদ্রীর মজলিসে বসত। ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় যাদুকর যেমন তাকে মারধর করত, তেমনি পরিবারের লোকেরাও তাকে গালমন্দ করত, ধমকাতো। কিন্তু এসব মারধর আর গালমন্দকে সে কোনো পাত্তাই দিত না। কেননা, সে তো পাদ্রীর নিকট এমন এক সত্যের সন্ধান পেয়েছে যা ইতোপূর্বে কোথাও সে পায়নি।

একদিন দুদিন করে যেতে যেতে পাদ্রীর সাথে তার একটি আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠে। পাদ্রীকে একদিন না দেখলে তার ভাল লাগে না। পাদ্রীও তাকে স্নেহ করত। আদর করত। হৃদয় দিয়ে ভালবাসত। ফলে এক সময় সে গোপনে ঈমান এনে মুমিন হয়ে গেল।

বালকটি এখন আসা যাওয়ার পথে নিয়মিত পাদ্রীর নিকট যায়। ইতোমধ্যে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনা হলো একদিন সে যাদুকরের বাড়ি যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিল। কিছুদূর আসার পর সে দেখল, একটি বাঘ রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে এ পথে কেউ আসা যাওয়া করতে পারছে না। এতে বালকটি মনে মনে খুশিই হলো। কারণ সে ভাবল, আজকে আমি বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখবো- যাদুকর উত্তম না ঐ ঈমানদার আলেম উত্তম?

সে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি পাথর হাতে নিয়ে মহান পালন

কর্তার দরবারে দোয়া করতে লাগলো- হে প্রভু! তুমি এক। তোমার কোনো শরিক নেই। আমি পাদ্রীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। এ পাদ্রীর ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে এ পাথরের আঘাতে যেন বাঘটি মারা যায়। আর যদি যাদুকর সত্য হয় তাহলে যেন না মরে। এ বলে সে পাথরটি বাঘের প্রতি ছুড়ে মারল। এতে সাথে সাথে বাঘটি মারা গেল এবং লোকজনও নির্বিঘ্নে পথ চলতে শুরু করল।

এ ঘটনায় লোকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। তারা বুঝল, এ বালকটি অনেক জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। একদিন এক অন্ধ তার নিকট এলো। বালকটি আল্লাহর কাছে দোয়া করল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধের চোখ দুটো ভাল হয়ে গেল। সে ফিরে পেল পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি।

এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে রাজ দরবারের এক অন্ধ ব্যক্তি তার কাছে গেল। বলল, আমার চক্ষু ভাল করে দিন।

বালক বলল, আমি তো ভাল করতে পারি না। ভাল করেন আল্লাহ। আপনি যদি আল্লাহর উপর ঈমান আনেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করেন, তাহলে তিনিই আপনাকে ভাল করে দেবেন। লোকটি বালকের কথা মেনে নিয়ে সবকিছু করল। এতে তার অন্ধত্বের অবসান হলো।

পরদিন সে যখন দরবারে গেল, তখন বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল তোমার চোখ কে ভাল করেছে?

লোকটি বলল-

ঃ আমার প্রভু।

ঃ প্রভু বলতে কাকে বুঝাচ্ছো? আমি নই কি?

ঃ না।

ঃ আমি ছাড়া আর কোনো প্রভু আছে নাকি?

ঃ অবশ্যই আছে। আমার ও আপনার প্রভু তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

ঃ কি বললে তুমি? আমি ছাড়া অন্য কোনো প্রভু আছে?

ঃ হ্যাঁ, সে কথা তো আমি আগেই বলেছি।

লোকটির কথায় বাদশাহ রাগে ফুসতে লাগল। সে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, এক্ষুণিই আমাকে প্রভু বলে স্বীকার কর। নইলে তোমার অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

লোকটি বলল, কিছুতেই আপনাকে আমি প্রভু বলে মানতে পারবো না। আমার প্রভুতো মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা।

বাদশাহের রাগ আরো বৃদ্ধি পেল। সে তখন হতবুদ্ধি হয়ে নির্মমভাবে তাকে শাস্তি দিতে লাগল। কিন্তু লোকটিকে তার অবস্থান থেকে একবিন্দু সরাতে সক্ষম হলো না।

বাদশাহ নিরাশ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অনেক কৌশল অবলম্বন করে সে জানতে পারল, এ ঘটনার মূল নায়ক হলো ঐ বালক যাকে সে যাদুকরের নিকট যাদু বিদ্যা শেখার জন্য সোপর্দ করেছিল।

বাদশাহ লোক পাঠিয়ে ছেলেটিকে দরবারে আনল। বলল, হে বৎস! তুমি দেখছি যাদু বিদ্যায় অনেক উন্নতি করেছ আমার পালনেওয়ালা। যাদু দ্বারা অনেক জটিল রোগও তুমি সারিয়ে তুলতে পারছ।

ঃ আমি ভাল করি না। ভাল করেন আমার রব। সঙ্গে সঙ্গে বালক জবাব দিল।

ঃ তোমার রব? মানে আমি?

ঃ না, আপনি আমার রব হতে যাবেন কেন? আমার রব তো আল্লাহ তা'আলা।

ঃ আমি ছাড়া আর কোনো রব আছে না কি?

ঃ অবশ্যই। শুধু আমার নয় বরং আমার, আপনার এবং সমস্ত প্রাণীর রব হলেন সেই মহান আল্লাহ যিনি আমাদের সবাইকে সৃজন করেছেন।

বালকের নির্ভীক জবাব শুনে বাদশাহ আশ্চর্য হলো। সে তাকে কয়েদখানায় আটকে রেখে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দিতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই তাকে আপন বক্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র সরানো সম্ভব হলো না। অবশেষে জানা গেল, এ সবের পেছনে আছেন এক ঈমানদার পাদ্রী।

বাদশাহ সময় নষ্ট করল না। সে শাহী ফরমান পাঠিয়ে পাদ্রীকেও দরবারে নিয়ে এলো। অনেক কথাবার্তার পর সে পাদ্রীকে বলল, তুমি

তোমার ধর্ম থেকে ফিরে এসো। পাদ্রী তা অস্বীকার করলেন। ফলে তার উপরও শুরু হল নিষ্ঠুর নির্যাতন।

এভাবে নির্যাতন চালাতে চালাতে এক পর্যায়ে বাদশাহ একটি করাত চাইল। দরবারী লোকেরা তাকে করাত এনে দিলে নিষ্ঠুর বাদশাহ ঐ করাতখানা পাদ্রীর মাথার মাঝ বরাবর রাখল এবং চিড়তে চিড়তে তার দেহটাকে দুভাগে ভাগ করে শহীদ করে ফেলল।

এরপর বাদশাহ দরবারের নও মুসলিম লোকটিকে ডেকে আনল এবং তাকেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রয়োগ করে হত্যা করল। এখন কেবল বালকটিই বাকি রইল।

বাদশাহ তার জন্য অন্য রকম শাস্তির ব্যবস্থা করল। সে কয়েকজন লোকের হাতে ছেলেটিকে সোপর্দ করে বলল- এ ছেলেটিকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে আবারো আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে বলবে এবং ইসলাম ত্যাগ করতে আহবান জানাবে। যদি সে তোমাদের কথা মানে, তবে ছেড়ে দেবে। অন্যথায় পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করবে।

বাদশাহের কথা মতো লোকজন তাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। সে তখন আল্লাহর দরবারে দু হাত তুলে ফরিয়াদ করল-

হে আল্লাহ! এ লোকগুলোর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার একমাত্র মালিক তুমিই। অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে রক্ষা কর।

ছেলেটির দোয়া কবুল হলো। পাহাড়ে শুরু হলো প্রচন্ড কম্পন। ফলে সকলেই পাহাড় থেকে পা পিছলে নিচে পড়ে নিহত হলো। আর ছেলেটি কুদরতিভাবে বেঁচে গেল। সে নিরাপদে বাদশাহের দরবারে ফিরে এলো।

বাদশাহ সীমাহীন আশ্চর্য হলো। জিজ্ঞেস করল, যাদের সাথে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম তারা কোথায়? সে জবাবে বলল- ঐ লোকগুলোর হতে থেকে আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

ছেলেটির উত্তরে বাদশাহের বুঝতে বাকি রইলো না যে, তাদের ভাগ্যে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জুটেনি। এতে সে দিশেহারা হয়ে শান্তির নতুন পথ খুঁজতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেল।

বাদশাহ কয়েকজন শক্তিশালী যুবক ডাকল। অতঃপর ছেলেটিকে তাদের হাতে সোপর্দ করে বলল, তোমরা একে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে ডুবিয়ে হত্যা করে ফিরে আসবে। তবে সমুদ্রে নেওয়ার পর যদি সে ইসলাম ত্যাগ করে আমার কথা মেনে নেয়, তবে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। হত্যা করবে না।

যুবকরা ছেলেটিকে নিয়ে জাহাজে করে সমুদ্রের মাঝখানে গেল। এবারও ছেলেটি মহান আল্লাহর শাহী দরবারে আশ্রয় চাইল। আল্লাহ পাক তাকে আশ্রয় দিলেন। তার দোয়া কবুল করলেন। ফলে জাহাজ ডুবে এ বালকটি ছাড়া সকলেরই সলিল সমাধি ঘটল। সবাই নিহত হলো। আর ছেলেটি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে পুনরায় বাদশাহের দরবারে ফিরে এলো।

ছেলেটিকে নিরাপদে ফিরতে দেখে বাদশাহ এবারও বিস্ময়ে হতবাক হলো। সে তাকে যুবকদের কথা জিজ্ঞেস করল। জবাবে সে পূর্বের মতোই বলল যে, আমার প্রভু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটির কথায় এবারও বাদশাহ বুঝল যে, যুবকদের ভাগ্যে নির্মম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জুটেনি।

ছেলেটি বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিল। অনেক বুঝাল। বলল, যে আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বারবার বাঁচিয়েছেন, আপনি সেই আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। তাঁকে রব বলে মেনে নিন। তার মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করুন। এতে আপনি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সফলতা অর্জন করবেন।

ছেলেটির কথায় বাদশাহ মোটেও কর্ণপাত করল না। বরং উল্টো সে ছেলেটিকেই মারার জন্য নতুন ফন্দি আঁটতে লাগল। ছেলেটি তা বুঝতে পেরে নিজেই বলল, বাদশাহ মহোদয়! এভাবে আমাকে শত চেষ্টা করেও মারতে পারবেন না। মনে রাখবেন, আমাকে হত্যা করতে চাইলে আপনাকে ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা আমি বলে দেব।

বাদশাহ বলল, সেই পদ্ধতিটি কি?

ছেলেটি জবাব দিল, আমাকে মারার জন্য প্রথমে আপনাকে একটি ময়দানে অসংখ্য লোক জমা করতে হবে। তারপর আমাকে শূলিতে চড়িয়ে "এই ছেলের প্রভুর নামে তীর ছুড়ছি" বলে আমার দেহে তীর নিক্ষেপ করবেন। এতে আমার দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হবে এবং আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব।

এ পর্যায়ে এসে পাঠকদের একটি কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার। তা হলো আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ছেলেটি কেন হত্যা করার পদ্ধতি বাদশাহকে জানিয়ে দিল? যদি সে না বলত, তবে তো বাদশাহ কোনো দিনই তাকে হত্যা করতে পারতো না।

এর জবাব হলো, এ কথা জানিয়ে দেওয়ার দ্বারা ছেলেটির একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য হলো, সে চেয়েছিল, উপস্থিত হাজার হাজার লোকজন যখন জানবে যে, তাকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেও হত্যা করা যায়নি; বরং তার রবের নামেই তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছে, তখন তাদের মনে তার রব সম্পর্কে কৌতূহল জাগবে এবং তাকেই প্রকৃত রব বলে মেনে নিবে। আর বাস্তবেও হয়েছিল তাই। সে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে হাজার হাজার মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

যা হোক, ছেলেটির কথা মতো বাদশাহ সবকিছু করল। সে যখন অগণিত মানুষকে বিশাল ময়দানে জমায়েত করে "আমি এই ছেলের প্রভুর নামে তীর ছুড়ছি" বলে তীর নিক্ষেপ করল তখন তীরটি গিয়ে ছেলেটির কান বরাবর উপরের স্থানে আঘাত করল। ছেলেটি ক্ষতস্থানে হাত রাখল এবং কিছুক্ষণ পর শহীদ হয়ে গেল।

ছেলেটির এ অভিনব মৃত্যু উপস্থিত সকলের মাঝেই বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করল। তারা সবাই বুঝল যে, ছেলেটির প্রভুই সত্য প্রভু। তিনিই আসল রব বা প্রতিপালক। তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং তার মনোনীত ধর্মেই শান্তি আছে। সফলতা আছে। তাই তারা একত্রে ইসলাম ধর্ম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেল।

এত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে শুনে বাদশাহ প্রচন্ড ভাবে ক্ষেপে গেল। সে অধিনস্থ লোকদের বলল, তোমরা একটি বিরাট আগুনের গর্ত তৈরি কর। আমি এদেরকে জীবন্ত পুড়ে মারব।

বাদশাহের নির্দেশ পালিত হলো। বিশাল আকারের আগুনের গর্ত তৈরী হলো। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো লেলিহান অগ্নিশিখা। আগুনের সামনে হাজির করা হলো নও মুসলিমদের। তারপর একে একে সবাইকে বলা হলো ইসলাম ত্যাগ করতে। অন্যথায় জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলে দেওয়ার ভয় দেখানো হলো। কিন্তু কেউ ঈমান ছাড়ল না। চোখের সামনে জ্বলতে থাকা সুবিশাল

www.smfoundationbd.com

অগ্নিকুন্ডকে ভয় পেল না; বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রইল। কেননা, ছেলেটিকে হত্যার ঘটনায় তাদের সকলের অন্তরে ঈমান খুব মজবুতভাবে গেঁথে গিয়েছিল।

এবার শাস্তি শুরু হলো। যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করতো তাকেই আগুনে ফেলে দেওয়া হতো। এভাবে এক এক করে সবাই আগুনে পুড়ে শহীদ হতে লাগল। এদের মধ্যে একজন মাত্র মহিলা, কোলে ছোট বাচ্চা থাকায় তাকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতঃস্তত করছিল। তখন আল্লাহর অপরিসীম কুদরতে শিশু বাচ্চাটির মুখ খুলে গেল। সে বলতে লাগল, হে আমার প্রিয় আম্মু! আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা, আপনি সত্যের উপর আছেন। সুতরাং নির্ভয়ে আমাকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শিশুটির কথায় মা সাহস পেল। সুতরাং সেও তৎক্ষণাত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করল।

এভাবে এক এক করে বার হাজার মতান্তরে বিশ হাজার লোক শহীদ হলো। কিন্তু কেউ আগুনের ভয়ে ঈমান ছাড়ল না।

মুমিনদের সবাই জীবন দেয়ার পর এ আগুন গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। ফলে যে সব আল্লাহদ্রোহী কাফের মুমিনদের মৃত্যুতে আনন্দ উপভোগ করছিল, তারা সবাই এ শাস্তিতে নিপতিত হলো। আগুনে পুড়ে নির্মমভাবে মৃত্যু ঘটল। ফলে তাদের নাম হলো 'আসহাবে উখ্দুদ' বা প্রজ্বলিত অগ্নি আক্রান্ত জাতি। এদিকে বাদশাহ ইউসফ যুন নেওয়াজ এলাকা ছেড়ে পলায়ন করল। কিন্তু পথিমধ্যে সমুদ্রে ডুবে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে চির জাহান্নামী হলো।

হযরত ওমর (রা.) এর যুগে ইয়েমেনে বিশেষ এক কারণে এ বালকের কবর খনন করা হয়েছিল। তখন দেখা গেল তার শরীর সম্পূর্ণ তরতাজা। মনে হলো, এই মাত্র মৃত্যুবরণ করেছে। সে জখমে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। যখন লোকেরা তার হাত সরিয়ে দিল, তখন উক্ত যখম থেকে প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করল। আবার যখন পূর্বের স্থানে রেখে দিল, তখন রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেল। হযরত ওমর (রা.) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, তাকে তার আগের অবস্থায় মাটি দিয়ে ঢেকে দাও। তাই করা হলো। এ বালক ও তার সাথীরা সত্যের

সন্ধান পেয়ে আল্লাহর উপর ঈমান এনে চির সুখী ও সম্মানী হয়ে থাকলো। খুলে রইল তাদের জন্য জান্নাতের দুয়ার।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন যে, কিভাবে ১২/১৪ বছরের একটি ছেলে আল্লাহর দীনকে দুনিয়াতে প্রচার প্রসার করার জন্য নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করল এবং নির্মম মৃত্যুকে বেছে নিল। আজ ইসলামের অবস্থা বড়ই করুণ। যে ইসলামের সোনালী আলোতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছিল, সেই আলো যেন আজ নিভতে বসেছে। মুসলমানদের ঈমান আকীদা ধ্বংস করার জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? অবশ্যই আছে। তাহলে চলুন, আমি নিজে দ্বীনদার হওয়ার চেষ্টা করি। যা জানি তা অপরের নিকট পৌঁছানোর ফিকির করি। অমুসলিম কাফেরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেই। সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাই। বাতিল যেভাবে, যে সুরতে, যে পন্থায় আসে সে পন্থায় তাকে প্রতিহত করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সুমতি দাও। শক্তি দাও। সাহস দাও। দীনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে কবুল কর। আমীন। [১]

১. সূত্র ঃ মাআরিফুল কুরআন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭১০-৭১৩, তাফসীরে মাজহারী, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৫-২৩৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৯২-৪৯৫

www.smfoundationbd.com

কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

বহুদিন আগের কথা। তখন দুনিয়া জুড়ে এত লোকের বসতি ছিল না। ছিল না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত উৎকর্ষ।

সে সময় বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। যাদের দুঃখের কোনো অন্ত ছিল না। দুর্ভাগ্যের জন্য সব সময় দুঃখ করতো আর কাঁদতো।

তাদের একজন ছিল কুষ্ঠ রোগী। তার সর্বাঙ্গে ছিল ঘা আর ঘা। এসব ঘা থেকে সর্বদা উৎকট দুর্গন্ধ বের হতো। শত শত মাছি ভন্ ভন্ করে ঘুরে বেড়াতো পঁচা ঘাগুলোর উপর দিয়ে। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পঁচে পঁচে খসে পড়ত গলিত গোশতের টুকরোগুলো। রোগের যন্ত্রণা আর মাছির অত্যাচারে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পেতো না সে।

আর একজনের ছিল মাথাজোড়া টাক। তার মাথায় কোথাও একগাছি চুল ছিল না। সে রাস্তায় বের হলে পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা তার পিছু লাগত। কেউ মুখ ভেংচাতো, কেউ হাসতো আবার কেউ বা ঢিল ছুড়তো। এসব কারণে মনের দুঃখে দিনের বেলায় সে পথই চলতো না।

তৃতীয় জন ছিল অন্ধ। দু চোখে সে কিছুই দেখতো না। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য থেকে সে ছিল চির বঞ্চিত। পরের দয়ার উপর সব সময় তাকে চলতে হতো। উঠা বসা চলা-ফেরা সব কাজেই অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হতো। ফলে সে ছিল সবার করুণার পাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তিনি তাদের নিকট মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা পাঠালেন।

ফেরেশতা প্রথমে কুষ্ঠ রোগীর বাড়িতে গেলেন। দেখলেন, তার মুখটা বড়ই মলিন। বসে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছে।

তুমি কাঁদছ কেন ভাই! মহান আল্লাহর এই সুবিশাল পৃথিবীতে তোমার কিসের এত দুঃখ? ফেরেশতা সহানুভূতির স্বরে বিনম্র কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

ঃ নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে আমার কাঁদা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি? কুষ্ঠরোগী ভগ্ন হৃদয়ে জবাব দিল।

ঃ আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ঃ করুন। আমার কোনো আপত্তি নেই।

ঃ তোমার কিছু চাওয়ার আছে কি?

ঃ এই কুষ্ঠ রোগের হাত থেকে মুক্তি ছাড়া আমি আর কি চাইতে পারি?

ঃ তুমি চাও সুন্দর, সুঠাম, সুশ্রী দেহ। এই তো?

ঃ হ্যাঁ, এছাড়া আমার আর কি চাইবার আছে? এই রোগের যন্ত্রণায় আমি তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করছি প্রচুর পরিমাণে। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তাদের কাছে বসতে দেয় না। দেখলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

এবার ফেরেশতা লোকটির গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। ফলে মুহূর্তের মধ্যে তার রোগ নিরাময় হয়ে গেল। গোটা দেহ নতুন রূপ ধারণ করল। কুৎসিত কদাকার চামড়ায় ফুটে উঠল হৃদয় জুড়ানো রূপ লাবণ্য।

ফেরেশতা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তোমার সর্বাধিক পছন্দের জিনিস কি?

ঃ উট। ফেরেশতার দিকে চেয়ে সে ঝটপট জবাব দিল।

ঃ এই নাও একটি উট। এটি গর্ভবতী। আল্লাহ পাক তোমাকে এর মধ্যেই বরকত দান করবেন।

একথা বলে ফেরেশতা চলে গেলেন।

এবার ফেরেশতা উপস্থিত হলেন টাকওয়ালার কাছে। সে তখন নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করছিল।

ফেরেশতা তার কাছে এসে বললেন, তোমাকে তো বড্ড চিন্তিত

দেখছি? ব্যাপার কি ভাই।

টাক ওয়ালা বলল, দুঃখের কথা কি বলব। তোমাদের মাথায় কত সুন্দর চুল। অথচ আমার মাথায় একটি চুলও নেই। ফলে কত বিশ্রী দেখায় আমাকে। এসব নিয়েই চিন্তা করছি।

ফেরেশতা বলল, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তোমার সমস্যা এখনই আমি সমাধান করে দিচ্ছি।

ফিরেশতা তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। দোয়া করলেন মহান আল্লাহর কাছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তার সমস্ত মাথা কাল কুচকুচে চুলে ভর্তি হয়ে গেল। চেহারায়ও ফুটে উঠল নতুন সজীবতা।

বহু দিনের কাঙ্খিত বস্তু মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে টাকওয়ালা আজ বেজায় খুশি। সে কি বলে যে মানবরূপী ফেরেশতাকে ধন্যবাদ জানাবে সে ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না।

ফিরেশতা বললেন, আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার বল, তুমি কোন্ সম্পদ সবচেয়ে বেশি ভালবাস?

ঃ গরু। আমি গরু বেশি ভালবাসি। সোৎসাহে জবাব দিল সে।

ঃ তাহলে এই গর্ভবতী গাভীটি রাখো। আল্লাহ পাক এতেই তোমাকে বরকত দেবেন।

একথা বলে ফেরেশতা চলে গেলেন।

একটি গাছের ছায়ায় বসে অন্ধ লোকটি ডান হাত প্রসারিত করে করুণ সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে পথিকের কাছে একটা পয়সার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল। হৃদয়বান লোকেরা দয়া করে এক আধটি পয়সা দিচ্ছিল। ঠিক এমন সময় ফেরেশতা তার কাছে গিয়ে বসলেন। আস্তে আস্তে বললেন, সারাদিন কত পয়সা রোজগার হলো?

অন্ধ বলল, গুনিনি তো। আর গুনবই বা কেমন করে। আমার যে দৃষ্টি শক্তি নেই। তা তোমার যখন চক্ষু আছে, সবকিছুই দেখতে পার, একটু গুনেই দেখনা কত হয়েছে?

ফেরেশতা বললেন, সামান্য কটি পয়সা মাত্র। ওতে তোমার চলবে ভাই?

এত দুঃখের মধ্যেও অন্ধ না হেসে পারল না। সে বলল, না চললেই বা কি করব? আল্লাহ তো আমায় চোখ দেননি যে, দেখে শুনে বেশি উপার্জন করব।

ফেরেশতা বললেন, আহা! তাই তো তোমার বড় কষ্ট। তবে তো দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলে খুবই খুশি হবে তাই না?

সে কথা কি আর বলতে হয়? কিন্তু এটা কি সম্ভব?

আচ্ছা, দেখি না চেষ্টা করে পারি কিনা। বলে অন্ধের দু'চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে তার দৃষ্টি শক্তির জন্য দোয়া করলেন।

অন্ধ সাথে সাথে চোখের জ্যোতি ফিরে পেল। সে এখন খুশিতে ডগমগ। আনন্দের আতিশয্যে বলতে লাগল, ইয়া আল্লাহ! তোমার মহিমা, তোমার দয়ার শেষ নেই! তোমার রহমতের অন্ত নেই! তুমি সব কিছুই পার আল্লাহ! আহা! আমি যে এখন সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি সুন্দর এই পৃথিবীকে। দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর অফুরন্ত রূপ ঐশ্বর্যকে। আয় আল্লাহ! তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর! তাহলে তুমি না জানি কতোই সুন্দর! কতোই না ভালো তুমি!

ঃ আমি আর একটা কথা জানতে চাই। ফেরেশতা আবার বললেন।

ঃ কি কথা? কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ফেরেশতার দিকে চেয়ে সে জানতে চাইল।

ঃ দুনিয়ার কোন্ সম্পদ তুমি ভালবাস?

ঃ ছাগল। ছাগলই আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। একে আমি খুব ভালবাসি :

ঃ এই নাও। তোমাকে একটা ছাগী দিলাম। এর পেটে বাচ্চা আছে। আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যে তোমাকে বিপুল বরকত দান করবেন।

ঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ঃ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

একথা বলে ফেরেশতা আপন গন্তব্যে চলে গেলেন।

কুষ্ঠ, টাকওয়ালা ও অন্ধ তিনজনই এবার মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল। তারা পশু পালনে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠল। ওগুলোর প্রতি যত্ন নিতে লাগল। এভাবে ধীরে ধীরে কয়েক বছর গড়িয়ে গেল। উটের সংখ্যা বেড়ে গেল। গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। ছাগল দ্বারাও মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল। ফলে তাদের অর্থ-সম্পদ, খাদ্য-পানীয় কোনো কিছুরই অভাব থাকল না। তাদের ধনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের চোখে তাদের মান-সম্মান, ইজ্জত বেড়ে গেল।

আল্লাহ পাক তাদেরকে যে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন তা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। বলতে গেলে এখনই শুরু হচ্ছে তাদের মূল পরীক্ষা।

অনেক দিন পরের কথা। ফেরেশতা আবার এলেন কুষ্ঠ রোগীর বাড়িতে। তবে এবার আগের মতো শান শওকত নিয়ে আসেন নি। এবার এসেছেন দরিদ্র মুসাফির হয়ে।

কুষ্ঠ রোগী এখন তো রোগী নয়। সে এখন সুন্দর সুশ্রী সুঠাম দেহী যুবক। তার ধন সম্পদেরও কোন শেষ নেই। বহু টাকার মালিক সে। ফেরেশতা তার সামনে এসে হাজির হলেন।

ঃ তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? এখানে কি দরকার তোমার? কুষ্ঠ রোগী ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

ঃ আমি একজন গরিব মুসাফির। চলতে চলতে সফরে আমার সব সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আমার বাহনটিও মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় আপনি যদি আমাকে কিছু সাহায্য না করেন, তবে আমার কষ্টের সীমা থাকবে না। এক আল্লাহ ছাড়া আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। যে আল্লাহ আপনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুশ্রী চেহারা দান করেছেন তার নামে আমি আপনার নিকট একটি উট চাচ্ছি। আমাকে একটি উট দান করুন। আমি তাতে আরোহণ করে কোনো রকমে বাড়ি যেতে পারব।

ঃ হতভাগা কোথাকার! দূর হও এখান থেকে। আমার নিজেরই কত প্রয়োজন রয়েছে, তোমাকে দেয়ার মত কিছুই নেই। মাথায় আমার কত চাপ। কাঁধে কত দায়িত্ব, সেগুলোই সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছি। তার উপর আবার নতুন ঝামেলা। ভাগ এখান থেকে।

লোকটির কথায় ফেরেশতা সীমাহীন বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন-

ঃ আমি মনে হয় তোমাকে চিনি। তুমি কি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলে না? এই রোগের কারণে লোকেরা কি তোমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত না? তারা কি তোমার দিকে ঘৃণাভরে তাকাত না? ভাল করে স্মরণ করে দেখ তুমি কি গরিব ও নিঃস্ব ছিলে না? তারপর কি আল্লাহপাক তোমাকে এত সব ধন-সম্পদ দান করেন নি?

ঃ বাহ! বাহ! কি মজার কথাই না বলছ তুমি! আমি আবার কবে গরিব ছিলাম? আমি কোনো দিনই গরিব ছিলাম না। অভাব-অনটন কোনো দিনই স্পর্শ করেনি আমাকে। এই সব সম্পত্তি আমার বাপ-দাদার সূত্রেই পেয়েছি। আর রোগের কথা বলছ? এতো তোমার সাজানো কল্প-কাহিনী।

ঃ ভালো কথা; তাই যদি হয়ে থাকে, তবে মনে রোখো, তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। এই বলে তিনি টাকওয়ালার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

টাকওয়ালা তখন গরুর পাল দেখাশুনায় ভীষণ ব্যস্ত। কারো দিকে তাকাবার ফুরসত নেই তার।

ঃ ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার একটি কথা শুন তো? ফেরেশতা একটু উঁচু আওয়াজে কথাটি বললেন।

ঃ তোমরা আজকাল বড্ড জ্বালাতন করছো। তোমাদের যন্ত্রণায় কোনো কিছু করার আর জো নেই। কি বলতে চাও শিগগির বলে ফেল। আমার হাতে মোটেও সময় নেই। টাকওয়ালা বিরক্তির স্বরে এক শ্বাসে কথাগুলো বলে শেষ করল।

ঃ আমি বড় গরিব মানুষ। সফরে বেরিয়ে ছিলাম। কিন্তু এখন আমার হাতে একটি কানা-কড়ি পয়সাও নেই। কেমন করে যে দেশে ফিরবো ভেবে পাচ্ছি না। আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো সম্বল নেই।

ঃ তোমার এ অবস্থার জন্য তো আমি দায়ী নই। এখন আমার কাছে কি চাও, ঝটপট বলে ফেল।

ঃ আমি আপনার নিকট তেমন কিছুই চাই না। আপনার হাজারো গরু থেকে কেবল একটি গরু চাই।

ঃ যা, যা, তোর মতো অনেক ভিখারী আমি দেখেছি। তোদের দিয়ে কোনো লাভ নেই। এগুলো আমি অনেক মেহনত করে অর্জন করেছি। কষ্টার্জিত এসব সম্পদ থেকে তোকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই আমার কাছে। টাকওয়ালার কণ্ঠে ক্রোধ ঝরে পড়ছিল।

ঃ ঠিক আছে। আমি গেলাম। তবে মনে রেখ, যদি তোমার কথা মিথ্যে হয় তবে আল্লাহ তোমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন।

সবশেষে ফেরেশতা এলেন অন্ধের বাড়িতে। বললেন, বাবা! আমি একজন মুসাফির। পথিমধ্যে সফরের যাবতীয় ছামানাদি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বড়ই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। আমার হাতে এখন টাকা পয়সা কিছুই নেই। আপনার সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে সামনে কোনো উপায় দেখছি না। যে আল্লাহ আপনার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, এতবড় বিশাল সম্পত্তি দান করেছেন- তার নামে আমাকে একটি বকরি দান করুন। যেন আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।

ফেরেশতার কথা অন্ধ লোকটি মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি গরিব ছিলাম। আমাকে বিপুল সম্পত্তি দান করেছেন। আমি তুচ্ছ ও নগণ্য ছিলাম, আমাকে সম্মান ইজ্জত ও প্রতিপত্তি দিয়েছেন। এই অঢেল নেয়ামত আর অফুরন্ত সম্পদ সবই তাঁর দান, সবই তাঁর অনুগ্রহ। আপনি তাঁর নামে কেবল একটি ছাগল চাইছেন? একটি কেন? আপনার যতটি প্রয়োজন নিয়ে যান। আর যা খুশি রেখে যান। আল্লাহর কসম? আমি আপনাকে কোনো কিছুতেই বাধা দেব না।

ফেরেশতা অন্ধের কথায় বড়ই আনন্দিত হলেন। বললেন, আমার ওসবের কিছুই প্রয়োজন নেই, এগুলো আপনার কাছেই থাকুক। আল্লাহ আপনার সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেবেন। আপনি আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন কি না আমি কেবল তাই দেখতে এসেছিলাম। আপনার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আপনি খুব ভালভাবেই পাস করেছেন।

আর আপনার অপর দুই বন্ধু কুষ্ঠ রোগী ও টাকওয়ালা। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেছে। পরীক্ষায় তারা চরমভাবে অকৃতকার্য হয়েছে। তারা আল্লাহর নেয়ামতের কদর করেনি। শোকর আদায় করেনি। তাই তারা আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। কুষ্ঠ রোগ ও মাথার টাকে আবার আক্রান্ত হয়েছে। সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভাই! আল্লাহ আপনাকে তাঁর করুণার ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। এবার তাহলে চলি। ফেরেশতা চলে গেলেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এটাই আল্লাহর ইনসাফী বিচার। যারা আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, তিনি তাদের নেয়ামত

আরো বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে যারা অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ পাক তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেন। প্রথমোক্ত দুজন আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করেনি বলে তাদের দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাদের অবস্থা কতই না শোচনীয় হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর শোকর আদায় করেছেন, তাই উভয় জাহানে কামিয়াবী লাভ করেছেন। তার ধন-সম্পদ কিছুই নষ্ট হয়নি। আল্লাহ পাকও তার উপর সীমাহীন খুশি হয়েছেন।

মুহাতারাম বন্ধুগণ! কথায় বলে, 'দিয়া ধন বুঝে মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' এজন্য যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়েছেন, সহায়-সম্পত্তি দিয়েছেন, প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়েছেন, তারা যেন ভুলেও একথা মনে না করেন যে, এসব আমরা নিজেদের মেধা, পরিশ্রম ও বাহুবল দ্বারাই অর্জন করেছি। মনে রাখবেন, আল্লাহ পাক না চাইলে কিছুতেই এসব আপনার ভাগ্যে জুটতো না। অনুরূপভাবে তিনি এগুলো নিয়ে যেতে চাইলে সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও তা ধরে রাখতে পারবেন না। তাই এসব জিনিসকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে সর্বদা তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। বৈধ পথে বৈধ উপায়ে তা ব্যবহার করুন। গরিব, অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। তাদেরকে ডেকে কাছে নিয়ে একান্ত আপন জনের মতো দুঃখের কথা শুনুন। মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিন। প্রয়োজনগুলো পুরা করতে চেষ্টা করুন। বিপদে আপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান। মাঝে মধ্যে ঘরে ডেকে এনে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ কিংবা পিতা মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে ঘরে রান্না করা উত্তম উত্তম খাবারগুলো খাইয়ে দিন। এতে তারা খুশি হবে। আল্লাহ পাকও আপনার উপর খুশি হবেন। উপরন্তু এর দ্বারা আপনার ছেলে মেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনের মনে গরিবদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি হবে। ফলে পরবর্তীতে তারাও আপনার মতো জনদরদী হয়ে উঠবে। মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অপরের প্রয়োজনকে বড় করে দেখবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহায় হও। আমাদের সবকিছু দিয়ে মানুষের খেদমত করার তৌফিক দাও। আমীন। ছুম্মা আমীন।[১]

১. সূত্র ঃ বুখারী শরীফ।

www.smfoundationbd.com

পরকালের জন্য তৈরি নিন

আমাদের সমাজে অনেক প্রতাপশালী লোক বাস করেন। যাদের ধন-সম্পদ, বিত্ত বৈভব, টাকা পয়সা, ব্যাংক ব্যালেন্স কোনো কিছুরই কমতি নেই। নেতৃত্বের মোহ তাদের অন্ধ করে রেখেছে। তাদের অহংকারের সৌধ বিশাল অট্টালিকার মতোই সুউচ্চ। তারা কোনো কিছুর পরওয়া করে না। কাউকে মানতে চায় না। তারা মনে করে, আমরা যা চাই তাই হবে। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারবে না।

তারা মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না। আখেরাতকে প্রায় ভুলেই বসেছে। হাশরের কঠিন ময়দানে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়ে গোটা জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে একথা ভাবার ফুরসতই তাদের হয় না। কবর, হাশর ও জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কোনো ফিকিরই তারা করে না। বেশি করে দুনিয়া কামাই ও সর্দারী-নেতৃত্ব লাভের প্রবল লিপ্সা তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, ঈদ ও জুমার নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজ পড়ার সুযোগই তারা পায় না। আল্লাহ মাফ করুক, কোনো কোনো লোক তো এমনও আছে যারা জুমআর নামাজেও হাজির হয় না। অথচ একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে দুঃখজনক কথা আর কি হতে পারে যে, সে কমপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়বে না? জুমার নামাজে যাওয়ারও তার সুযোগ হবে না? তাকে আল্লাহ পাক যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন সে কথা সে বেমালুম ভুলে যাবে? হায়রে মুসলমান! আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে তুমি? তোমার কি এখনো তোমার প্রতিপালককে চেনার সুযোগ হয়নি? তোমার কি এখনো পরকালের জন্য তৈরি নেওয়ার সময় আসেনি? তুমি কি একটু খেয়াল করে

দেখেছ যে, প্রতিদিন তোমার সামনে কত লোক দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে? তুমি কি মনে করছ এসব লাশকে কবরে দাফন করার দ্বারাই সব কিছু শেষ হয়ে গেল? না, বাস্তবতা মোটেই এমন নয়।

এসব লাশকে কবরে রাখার সাথে সাথে মুনকার নাকীর ফেরেশতা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। যদি তারা আপন জীবনকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা.) -এর মর্জি মোয়াফেক পরিচালনা করে এসে থাকে তবে তো তাদের কোনো চিন্তা নেই। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তারা সুন্দর করে দিয়ে ফেলবে। ফলে তৎক্ষণাত তাদের জন্য এমন সব নেয়ামত ও আরামের ব্যবস্থা করা হবে যা দুনিয়ার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে তারা যদি নিজের মন মতো জীবন যাপন করে থাকে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের তরীকা মতো না চলে থাকে তবে তাদের অবস্থা হবে বড়ই করুণ। তারা ফেরেশতাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। শুধু বলবে, হায় আফসোস, আমি কিছুই জানি না। ফলে তাদের উপর শুরু হবে এমন সব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যা আমি আপনি দুনিয়ায় থেকে কল্পনাও করতে পারি না। যদি এসব মানুষ একটি বারের জন্যও পৃথিবীতে আসার সুযোগ পেত, তবে খোদার কসম করে বলছি, তারা চিৎকার করে বিশ্ববাসীকে একথা জানিয়ে দিত যে, হে দুনিয়ার মানুষ! তোমরা আখেরাত ভুলো না। এর জন্য যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নাও। বিতাড়িত শয়তান আর প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে দুনিয়া ও দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না। দ্বীনদার হও। তাকওয়া অর্জন করো। বেশি বেশি করে নেক আমল করতঃ আখেরাতের পুঁজি সংগ্রহ কর।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এজন্য হুঁশিয়ার হোন। সাবধান হয়ে যান। এখনো সময় আছে। অতীতের সমস্ত ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। মনে রাখবেন, আজরাইল (আ.) এসে গেলে শুধু আফসোই করতে পারবেন, কিন্তু কোনো কাজ হবে না। আপনি কোন্ ধরণের অন্যায় কাজে লিপ্ত আছেন তা আপনি ভাল করেই জানেন। যদি ঘুষ খাওয়ার অভ্যাস থাকে তবে তা ছেড়ে দিন। সুদ খাওয়ার অভ্যাস থাকলে আজ থেকেই তা পরিত্যাগ করুন। মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও ঠকানোর মনোভাব থাকলে এখনই তওবা করে তাদের উপকার করার জন্য সচেষ্ট হোন। মিথ্যা বলবেন না। ঝগড়া করবেন না। ইসলামের বিধি-বিধান মানতে অবহেলা করবেন না। সম্মান লাভের জন্য

www.smfoundationbd.com

সম্পদ আর নেতৃত্বের পেছনে দৌড়াবেন না। স্মরণ রাখবেন ইজ্জত-সম্মান আল্লাহর হাতে। যারা আল্লাহ পাকের কথা মতো চলবে তাদেরকে অবশ্যই তিনি সম্মানিত করবেন। এমন সম্মান দেবেন যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। এটা আল্লাহর ওয়াদা। প্রিয় বন্ধুগণ, কথা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। আবেগের বশবর্তী হয়ে হয়ত একটু বেশিই বলে ফেলেছি। তবে যতটুকু বলেছি, তার উপর যদি আপনি আমল করতে পারেন তবে অবশ্যই আপনার জীবন সুন্দর হবে, সুখময় হবে, হৃদয় হবে প্রশান্তিময়। এবার আসুন আমরা উপরোক্ত কথাগুলোর সমর্থনে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

এক দেশে ছিল এক প্রভাবশালী বাদশাহ। তার অহংকার ছিল আকাশচুম্বী। রাজ্য পরিচালনায় অপরের পরামর্শ নেওয়ারও তেমন প্রয়োজন বোধ করতেন না তিনি। তিনি যা চাইতেন তাই বাস্তবায়ন করে ছাড়তেন। এতে কে খুশি হলো, কে নারাজ হলো, এসবের কোনো পরওয়া ছিল না তার। মোটকথা তিনি ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক।

একবার তিনি সারাদেশ ভ্রমন করে রাজ্যের সার্বিক অবস্থা জানার ইচ্ছা করলেন। বেশ কিছুদিন যাবত তার সফরের প্রস্তুতি চলল। ভাল ভাল মূল্যবান পোশাক এনে তার সামনে রাখা হলো। তিনি এসব পোশাক থেকে পছন্দমতো এক জোড়া পোশাক বেছে নিলেন। আরোহনের জন্য কয়েকটি তাজা ও দ্রুতগামী ঘোড়া আনা হলো, কিন্তু বাদশাহ একটিকেও তার আরোহণের উপযোগী বলে মনে করলেন না। অবশেষে আস্তাবলের সকল ঘোড়া তার সামনে হাজির করা হলো। তিনি তা থেকে একটি সুন্দর, দ্রুতগামী ও তাজা ঘোড়া বেছে নিলেন। সফরে যাওয়ার জন্য বাদশাহ বিভিন্ন সাজে যতই সজ্জিত হচ্ছিলেন, তার ভিতরের উদ্ধতভাব ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এসময় চির অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তানও বাদশাহের এ অহংকার বোধকে শতগুণে বাড়িয়ে দিল।

সাজ সজ্জা শেষ হলে রাজকীয় কায়দায় অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও গোলাম বাঁদিসহ বাদশাহ সফর শুরু করলেন। তখন তার অহংকারের মাত্রা এতটাই প্রবল ছিল যে, তিনি তার সাথী সঙ্গীদের প্রতি ভাল করে তাকাতেও পারছিলেন না। এভাবেই চলছিল অহংকারী বাদশাহের বিলাসবহুল সফর।

বাদশাহ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক নিরীহ পথিকের সাথে তার দেখা হলো। যার গায়ে তখন শতধিক তালিযুক্ত একটি ছেড়া-ফাঁড়া জামা ছিল। সে বাদশাহকে সালাম করল। কিন্তু দাম্ভিক বাদশাহ তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি আপন গতিতে চলতে লাগলেন।

পথিক দ্রুত সামনে এগুলো এবং হঠাৎ করে বাদশাহের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। এতে বাদশাহ চরম অপমান বোধ করলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে গর্জন করে বললেন, কোথাকার এক ফকির? তোর এত দুঃসাহস! এত বড় আস্পর্ধা! তুই বাদশাহের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলি? প্রাণে রক্ষা পেতে চাইলে এই মুহূর্তে লাগাম ছাড়।

পথিক শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলল-

ঃ একটু নেমে আসুন। আপনার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

ঃ কি বললে? মিসকীনের সাথে বাদশাহের কথা! তোর সাহস তো দেখছি কম নয়।

ঃ আমাকে আপনি যাই ভাবেন না কেন, কথাটা কিন্তু খুব জরুরি। সুতরাং কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি নেমে আসুন। সময় নষ্ট করার মতো সুযোগ আমার নেই।

ঃ তোর মতো সাধারণ লোকের সাথে কথা বলার মানসিকতা আমার নেই। তাই আবারো বলছি, নিজের ভাল চাইলে এক্ষুণি কেটে পড়।

বাদশাহের মুখ থেকে শেষ বাক্যটি বের হওয়ার সাথে সাথে পথিক এই বলে হেঁচকা টান দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ছিড়ে ফেলে বলল, বিলম্ব করার সময় নেই। আপনার সাথে আমার এক্ষুণি কথা বলতে হবে।

এ অযাচিত আচরণে বাদশাহ একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন এবং কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, তুমি কি বলতে চাও, বলো।

পথিক বলল, এটা খুবই গোপন কথা। তাই কানে কানে বলতে হবে।

বাদশাহ মাথাটি নিচু করলে পথিক বলল, আমি সেই মালাকুল মওত যার নিষ্ঠুর হাতের ছোঁয়ায় সকল অহংকারীর যাবতীয় দম্ভ মাটির সাথে মিশে যায়। আমি সেই ফেরেশতা, কারো সাথে মোলাকাত করতে যার অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। আমি তোমার প্রাণ সংহার করতে এসেছি। তোমার জীবন লীলা এখনই সাঙ্গ হয়ে যাবে। তোমার সমস্ত অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ এখন হয়ে ধুলোর সাথে মিশ্রিত হবে।

www.smfoundationbd.com

মানুষ রূপী ফরেশতার কথাগুলো শুনে বাদশাহের মুখ রক্তশূণ্য হয়ে গেল। তিনি অতীত জীবনের দিকে চেয়ে আফসোস্ করে বললেন, হায়! আমি তো পরকালের জন্য কিছুই করিনি। কোনো প্রস্তুতিই আমার নেওয়া হয়নি। হায় আফসোস! আমি তো এতদিন কেবল আল্লাহর নাফরমানিই করে আসছি। এসব বলতে বলতে অত্যাসন্ন মৃত্যুর ভয়ে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

ফেরেশতা বললেন, এখন আর আফসোস করলে কোন লাভ হবে না। আখেরাতের তৈরির জন্য তোমাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তুমি তার সদ্ব্যবহার করনি। তুমি এ মূল্যবান সময়গুলোকে অবহেলা করে অন্যায় কাজে ব্যয় করেছ। এমন কোনো অপকর্ম নেই যে তুমি করনি। তুমি হয়ত ভাবারও সময় পাও নি যে, একদিন তোমাকে মরতেই হবে, যাবতীয় অন্যায় অপকর্মের শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে। তোমার সময় শেষ। এখনই আমি তোমার প্রাণ বায়ূ নিয়ে চলে যাব।

বাদশাহ মালাকুল মওতের নিকট বিনীত ভাবে আরজ করল, আমাকে একটু সুযোগ দাও। যাতে আমি রাজ মহলে গিয়ে আমার পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনের সাথে শেষবারের মতো একটু দেখা করে আসতে পারি।

ফেরেশতা বললেন, তোমাকে আর এক মুহূর্তের জন্যও সময় দেওয়া যাবে না। তুমি আর কোনো দিন তোমার সেই বালাখানা আর স্বজনদের দেখতে পারবে না। একথা বলে হযরত আজরাইল (আ.) উক্ত অহংকারী বাদশাহের জান কবজ করে নিয়ে গেলেন। ফলে বাদশাহের প্রাণহীন দেহটি গোড়া কাটা গাছের মতোই তৎক্ষনাৎ মাটিতে লুটে পড়ে গেল। অবসান ঘটলো চরম অহংকার আর দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ নয়; বরং এ মুহূর্ত থেকে পরকালের জন্য তৈরি নেওয়ার তৌফিক নসীব করুন। আমীন। [১]

১. সহায়তায় ঃ বেহেশতী খুশবু পৃষ্ঠা-১৩২

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

✍ হৃদয় গলে সিরিজ তোমাকে কি বলে যে, ধন্যবাদ দেব সেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা সৃষ্টি হয়নি যা দিয়ে তোমার প্রশংসা করব। কারণ তুমি এমন একটি বই যার প্রশংসা যত উচ্চ সাহিত্য দিয়েই করা হোক না কেন, তা হবে মহা সমুদ্রের মাঝে সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায়। আর লেখক? তিনি তো আরও বেশী অসাধারণ। হৃদয় গলে এক অনবদ্য সংকলন। সহজ, সাবলিল ও প্রাঞ্জল ভাষা দিয়ে বইটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন তা মনের মাধুরী থেকে মুক্তা দিয়ে সিক্ত করে গাঁথা হয়েছে। সুপ্রিয় লেখক! শুনতে পাচ্ছি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হৃদয় গলে সিরিজ ১০ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাবে। লেখক সমীপে আকুল আবেদন, তিনি যেন সিরিজ ১০ এর পরে আরও কয়েক খন্ড বের করেন। পরিশেষে দুআ করি, লেখকের জীবন হোক রবির ন্যায়, যার উদয়নে সমস্ত অন্ধকারের পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমীন।

মোহাম্মদ ইউসুফ
সভাপতি আল-মুঈন ফাউন্ডেশন
শিবপুর, নরসিংদী।

✍ আমি আপনার মোবারক হস্তের লিখিত যে গল্পে হৃদয় গলে বইয়ের ১নং সিরিজ থেকে ৭নং সিরিজের মধ্যে উল্লেখিত প্রতিটি গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। আলহামদুল্লিাহ প্রতিটি সিরিজের প্রতিটি গল্প সত্যিই মনোমুগ্ধকর এবং পাঠকের হৃদয়ে খুশির বন্যা বইয়ে দেয়। আর আমি অধমও সিরিজ সমূহ পাঠান্তে যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। কয়েকটা সিরিজ আমি আমার প্রিয়জন ও সমবয়সী বন্ধু মহলে গিফট করেছি। তারা সিরিজের ঘটনাসমূহ পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দের সাথে বইটিকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে এবং কয়েক সাথী বইগুলো ক্রয় করে দেয়ার জন্য টাকাও জমা করেছে। পাঠক সমীপে আমার সবিনয় আবেদন, আপনারা যারা এ বইয়ের পাঠক হয়েছেন বা হবেন তারা শুধু বইটি পড়ে রেখে দিবেন না বরং বইটি বারবার পড়বেন, আমল করবেন এবং অপরকে পড়তে ও সংগ্রহ করতে উৎসাহ দিবেন। আর সম্ভব হলে আপনার ক্লাস ফ্রেন্ডস আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে সুন্নাত পালনের নিয়তে উপহার দিয়ে অত্যধিক সওয়াবের অধিকারী হবেন।

অবশেষে লেখকের প্রতি আমি গোনাহগার বুকভরা আশা নিয়ে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে অনুরোধ করছি- জনাব! আপনি 'হৃদয় গলে' সিরিজকে ১০ এর উপর সীমাবদ্ধ রাখার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঐ প্রতিজ্ঞা প্রত্যাখান করে আপনার মোবারক কলমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর সোপর্দ করে সিরিজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবেন। দোয়া করি পরওয়ারদেগার যেন আপনার এই কঠোর শ্রম ও সাধনা কবুল করে সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে কামিয়াবীর পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দেন। আমিন! ছুম্মা আমিন।

এইচ, এম, বিলাল হোসাইন কাশিয়ানী
পোনা, মাদরাসা পাড়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

যে গল্পে হৃদয় জুড়ে ✍ ১০২

✍ আমি আপনার একজন নিয়মিত পাঠিকা, বই পড়া আমার জীবনের সখ। সারাক্ষণ বই আর বই। বই পড়ার নেশায় সময় কখন শেষ হয়ে যায়, বলতেই পারি না। এমনই সখের মাঝে যখন আপনার সিরিজের একটি বই আমার স্বামী আমার হাতে দিলেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। একটা পড়ে পরবর্তী সিরিজের অপেক্ষায় থাকি। যেমন অপেক্ষায় থাকে চাতক পাখি আকাশ পানে বৃষ্টির আশায়। এমনি আশার মাঝে যখন শুনলাম ১০ এর মাঝে হৃদয় গলে সিরিজ শেষ হয়ে যাবে, তখনই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মনে হল, এই রকম কাংক্ষিত বই, আর পাব না। তার পর সামনে একটু অগ্রসর হয়ে যখন জানলাম যে, সুখময় জীবন সিরিজ বের হবে। তখন হৃদয়ে পুনরায় জ্বলে উঠল আশার আলো। তারপরও আপনার কাছে অনুরোধ করছি, 'হৃদয় গলে' সিরিজকে কমপক্ষে ১২ এর মধ্যে শেষ করার জন্য। যার নাম হতে পারে- 'যে গল্পে হৃদয় খুলে' 'যে গল্পে মানুষ গড়ে'। আমরা প্রভুর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের আশা পূরণ করেন।

উম্মে মুস্তফা (মাহবুবা)
প্রধান শিক্ষিকা, খাদীজাতুল কুবরা মহিলা মাদরাসা
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

✍ সম্মানিত লেখক! আমি পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার একজন সাধারণ লোক। বই পড়া আমার নেশাও নয় পেশাও নয়। তারপরও আপনার বইগুলো পেয়ে এবং পড়ে উপকৃত হয়েছি এবং অন্যকেও উপকৃত করতে পেরেছি। সেই সাথে আমার বই পড়ার নেশাও সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, আপনার বইগুলো সব ধরণের মানুষের মন জয় করতে পারবে। কেননা এ বইগুলো আমার মতো এমন পাষাণ মানুষের মনও গলিয়ে ফেলেছে।

অতএব, আপনার প্রতি আমার আকুল আবেদন হলো, আপনি 'হৃদয় গলে' সিরিজ বিশ পর্যন্ত বের করুন। আল্লাহ পাক সবাইকে আপনার বই পড়ে তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন

কে, এম, বাদশা
আনকমন সংগঠন, বোদা, পঞ্চগড়।

✍ হৃদয় গলে তুমি আকাশের পূর্ণিমার ন্যায়। তোমার ক্ষুদ্র আলোয় পথ খুঁজে পেয়েছে হাজারো পথিক। তোমার আলোয় আলোকিত হয়েছে হাজারো ঘর। তুমি হাজারো কঠিন থেকে কঠিনতর হৃদয়কে গলিয়েছ মোমের মতো। আবার তুমিই নাকি ১০ খন্ডের পর আর প্রকাশিত হতে যাচ্ছ না! এ তুমি আমাকে কি শুনালে? আমার হৃদয় ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল তোমার এ নিষ্ঠুর কথায়। আশা করি সামনে আরও কয়েক খন্ডে তুমি প্রকাশিত হবে। আর তা হবে ইসলামী উপন্যাস রূপে। আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার লেখককে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আমীন।

মোসাঃ হাজেরা সুলতানা
শিবপুর, নরসিংদী।

✍ কুসংস্কারে জর্জরিত আমাদের এ সমাজ

ঠিক সেই মুহূর্তেই বের হল, হৃদয় গলে সিরিজ।

আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় লেখক! আমি প্রবাসী। আপনার বইখানা আমি মনোযোগ সহকারে পড়েছি। আমার জীবনে বহু গল্পের বই পড়েছি কিন্তু এ বই খানা আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যা আমার হৃদয়ের মাঝে স্মৃতি হিসাবে চির অম্লান হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয় বই পাঠ করার সময় চোখের অশ্রুতে আমার বালিশ খানা পর্যন্ত ভিজে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, দেশে ইসলামী হুকুমত থাকলে যে গল্পে হৃদয় গলে বইখানা গল্পের সেরা বই হিসেবে এক নম্বরে স্থান পেত। এই বইয়ের মাধ্যমে ঐসব লোকের ভুল ভাঙ্গবে যারা আলেমদের বোকা, মুর্খ, ঠাট্টা অবহেলা করে। বইখানা পড়ে আমি এত আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছি যা কাউকে বুঝানো যাবে না। ভাইজান আপনি জানেন যে, প্রবাস জীবন খুবই কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক। আমার মনে হয় হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো যদি পাশে থাকে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবো। আমার মনের আবেগ, আপনার বইখানা যাতে দেশের বাইরেও পাওয়া যায়, এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখবেন। এ বই যে একবার পড়বে তার ভিতরে কিছু হলেও আল্লাহর ভয় আসবে। কারণ আপনি মূলতঃ বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে ইসলামী আদর্শগুলোকে পুনর্জীবিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বইয়ের প্রতিটি ঘটনাই আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। এর নামের সাথেও প্রতিটি ঘটনার অত্যন্ত মিল আছে। 'হৃদয় গলে' সিরিজের বই যে একবার পড়বে তার কাছে অন্য কোন গল্পের বই ভাল লাগবে না এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই লেখকের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তিনি যেন আরও কয়েক খন্ড বের করার জন্য তৈরী নেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

Md. Rafiqul Islam
P.O. Box. No. 51486,
Cod. No. 53455, AL-Raqqa, Quwait.

✍ মুহতারাম হুজুর! আপনার লিখা সিরিজগুলো আমি পড়েছি। সত্যিই সবগুলো ঘটনা হেদায়েত পাওয়ার মত এবং আমল করার আগ্রহ জাগিয়ে তুলে। ছোট বেলা থেকেই আমার বই পড়ার নেশা। হাতের কাছে বই পেলেই পড়ি। কিন্তু এত বইয়ের মধ্যে আপনার বইটি খুবই ভাল লেগেছে। অনেককে এই বই হাদিয়া দিয়েছি এবং নিয়ত করেছি কাউকে কোনো হাদিয়া দিলে এই বইগুলো দিব। আপনার বই এর বিজ্ঞাপন ধর্মীয় পত্রিকায় দিলে ভাল হবে। যেমন আদর্শ নারী, আদর্শ রমনী, মাসিক মদীনা ইত্যাদি। অবশেষে বলব, আপনার বই ১০ খন্ড লিখে শেষ করে দিবেন না। আরও বাড়াবেন। কারণ আমরা তৃষ্ণার্ত। আপনার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেন আপনার মত একজন কলম সৈনিককে এই উম্মতের জন্য হেদায়েতের উছিলা বানান। আমীন।

মোসাঃ আয়েশা সিদ্দীকা
শরীফপুর মহিলা মাদরাসা, মধ্য মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

www.smfoundationbd.com

✍ সম্মানিত লেখক ভাইয়া! সত্যিই আপনার লিখিত হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। ভারতীয় লেখকদের বই পড়া ছিল আমার শখ। টেলিভিশন দেখা, গান শুনা এসব ছিল আমার নেশা। নামাজ রোযাও করতাম কিন্তু গুরুত্বের সাথে নয়। মনে মনে অনুতপ্তও হতাম। কিন্তু দুনিয়ার সকল রং তামাশার মাঝে আমি এক রকম অস্থির জীবন যাপন করছিলাম। সবকিছুই ছিল, তবুও মনে শান্তি ছিল না। এমন সময় আমার এক ছোট বোন আমার বাসায় আসে। কথা প্রসঙ্গে সে যখন জানতে পারে আমার বই পড়ার অভ্যাস আছে তখন সে আমাকে আপনার এই 'হৃদয় গলে' সিরিজের দুটি বই এবং পরে বাকী বইগুলো নিয়ে আসে। বইগুলো পড়ে আমার মনে হলো এত চরিত্রগঠনমূলক, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী কাহিনীর বই জীবনে পাঠ করিনি। বর্তমানে আমি মিসওয়াক করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি। তওবা করে টিভি দেখা বন্ধ করেছি এবং সম্পূর্ণ রূপে পর্দা করার নিয়ত করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান সময়ে যে উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত্য ও অশান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে তা থেকে রক্ষা পেতে আপনার মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণীদের হাতেও যদি আপনার গ্রন্থগুলি পৌঁছানো যায় তবে আমার ধারণা তারা তাদের ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসবে এবং ইসলামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হবে। সবশেষে আল্লাহর কাছে আপনার সুন্দর ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে এ ধরনের আরো বহু গ্রন্থ রচনা করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

মোসাঃ তানজিনা নাছরিন
লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা।

✍ সম্মানিত লেখক! আপনার বইগুলো আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। আমি হৃদয় গলে সিরিজের ১ম এবং ২য় খন্ড বাদে বাকী সবকটি খন্ডই পড়েছি। আমার মনে হয়, এই বই থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে। আমার নেশা ছিল বিভিন্ন লেখকের উপন্যাস পড়ে অবসর সময় কাটানো। যখন 'হৃদয় গলে' সিরিজের বইগুলো পড়তে শুরু করলাম তখন বুঝতে পারলাম ঐসব উপন্যাস আমার কোন কাজে আসবে না। যদি আমি হৃদয় গলে সিরিজগুলো পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমার জন্য দুনিয়াতে চলা যেমন সহজ হবে তেমনি আখেরাতের পথও সহজ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন লেখককে দীর্ঘ হায়াত দান করেন এবং এই সিরিজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার তাওফীক দেন।

মোঃ ইমরান হোসাইন
হারুন লাইব্রেরী, ৪৮, মোগলটুলী
কুমিল্লা-৩৫০০, ফোন ঃ ০১৭১২৬৯৮২২

✍ ভাই! আমি আমার এই বয়সে অনেক ইসলামী বই পড়েছি। কিন্তু আপনার লিখিত বইগুলির মত এত সুন্দর বই আমি আমার জীবনে, আর পাইনি। আপনার এই বইগুলির প্রত্যেকটা ঘটনাই চরিত্রগঠনমূলক ও হৃদয়বিদারক। শুধু তাই নয়, আপনার লিখিত ঘটনাগুলো পড়লে প্রত্যেকটা মানুষেরই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে। ভাই! আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদজিকে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেওয়ার জন্য একটি ভাল ইসলামী বই তীর্থের কাকের মত খুঁজতে ছিলাম। তারপর আপনার প্রণীত যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম ২য় ও ৩য় খন্ড বি, বাড়ীয়া শাহীন লাইব্রেরী থেকে ক্রয় করে এনে আমার শ্রদ্ধাভাজন উসতাদজিকে হাদিয়া দেই। এরপর যে বইগুলি সিরিজ আকারে বের হয়েছে সেগুলোও পড়েছি। এগুলো আরও হৃদয়বিদারক। আমি যে কি ভাষা দিয়ে আপনাকে উৎসাহ দিব সেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি নতুন নতুন ঘটনা দিয়ে আরও লিখবেন- এই আশা পোষণ করে বিদায় নিলাম। ইতি-

মোঃ আসাদুল্লাহ
সোহাগপুর ফোরকানিয়া হাফেজিয়া দারুল উলূম মাদরাসা
আশুগঞ্জ, বি.বাড়ীয়া।

✍ প্রিয় লেখক! আপনার লেখা যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম ২য় ও ৩য় খন্ড প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা আপনাকে পত্রের মাধ্যমে লিখে বুঝাতে পারব না। আমি আপনার সুন্দর জীবন কামনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাকে এ ধরণের আরও বহু গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক দান করেন। আমিন

হাফেজ মোঃ হাফিজুর রহমান
মনিপুর, হোমনা, কুমিল্লা।

✍ আপনার হৃদয় গলে সিরিজের সবগুলো বই পড়ে আমি মুগ্ধ হই। 'হৃদয় গলে' সিরিজের প্রতিটি কাহিনীর সাথে নামের যথেষ্ট মিল আছে। এই বইগুলো আমি আমার বয়ানকে শক্তিশালী ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার কাজে ব্যবহার করি। আমি একজন ছাত্র। সরকারী মাদরাসা থেকে আলিম পাশ করেছি। লেখকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আপনার কলম চালিয়ে এমন সুন্দর ও মর্মস্পর্শ কাহিনী আমাদের আরো উপহার দিন।

মোঃ নাছির উদ্দীন
চৌঘরিয়া, শিবপুর, নরসিংদী।

✍ প্রিয় লেখক, আমি একজন কর্মজীবি মানুষ। ছোট বেলা থেকে আমার ইসলামী বই পড়ার খুব আগ্রহ। তাই আমি একদিন যে গল্পে হৃদয় গলে বই দেখে বললাম, দেখি বইটি কেমন? হাতে নেয়ার পর বইটি খুব সুন্দর লাগে। তাই আমি সাথী ভাইদের বললাম, আজ আমি এই বই পড়তে বসলাম। তোরা আমার সাথে কোন কথা বলবে না। পড়তে পড়তে এমন ভাল লাগল যে, বইটি হাত থেকে রাখতে ইচ্ছা হল না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে

আরও বড় লেখক হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মোঃ সুফিয়ান
নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা
৭/২ হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট। ফোন ঃ ৭২৫১০৩

✍ লেখক ভাই! আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। তাই আমার ইসলামী বই পুস্তক পড়ার নেশাটা একটু বেশী। আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক বই পড়েছি। কিন্তু যে গল্পে হৃদয় গলে বইয়ের মত এত সুন্দর গল্পের বই আমি জীবনে খুব কম পড়েছি। আপনার বইটি আমার কমজোর ঈমানকে সবল করতে অনেক সাহায্য করেছে। আমার বিশ্বাস, এ বইতে এমন কিছু গল্প রয়েছে যা আমল করলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর থেকে সুন্দরতম। লেখকের কাছে আমার অনুরোধ, তিনি যেন আরও কিছু খন্ড বের করেন।

হাফেজ মোঃ আইয়ুব আল
দিলারপুর, নরসিংদী।

✍ বিশ্বের মুসলমানগণ আজ চরম সংকটময় পরিস্থিতির স্বীকার। মুসলিম জাতির এই ক্লান্তিলগ্নে ঈমানী হেফাজতের উদায়মান সাহসী কলম সৈনিক মাওঃ মুফীজুল ইসলামের সিরিজগুলো মানবতার মুক্তির দলিলের ন্যায় বের হচ্ছে। আমার মনে হয়, বর্তমান নারী সমাজের মুক্তি ও ঈমানদারদের মনের খোরাক হিসেবে বইটি প্রকাশ হল। যা অল্প দিনের মধ্যে হৃদয় জয় করে পাঠকদের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। একটি ভাল বই একজন লোকের সব চাইতে বড় বন্ধু, যা প্রমাণ করল যে গল্পে হৃদয় গলে বইটি। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

হাফেজ মোঃ মোহাম্মদউল্লাহ,
হাতিয়া, নোয়াখালী। ফোন ঃ ০১৭৩৬০১৪৭৫

✍ শ্রদ্ধেয় হুজুর! এ যাবৎ আপনার যত খানা বই বাজারে বের হয়েছে তার সবগুলো পড়েছি। আমি এর আগে অন্য রকমের বই পড়তাম। কিন্তু আমার ছাত্রী যেদিন আপনার লেখা বইগুলো দিল সেদিন থেকেই আমি পড়তে থাকি। সব গল্প পড়ে আমার এত ভাল লাগলো তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমি আপনার নতুন বই যতগুলো আসবে, ইনশাআল্লাহ সবগুলোই পড়বো। আমি আমার বাড়ির সকলকে এবং বন্ধু মহলের সবাইকে বলেছি এই বইগুলি পড়তে ও সংগ্রহে রাখতে। যদিও আমার কলেজের লেখা পড়া পুরো দমে চলছে তবুও আপনার বই আমি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ে নেই। কারণ আপনার বইগুলো না পড়লে আমার ভালই লাগে না। আপনার মঙ্গল হোক। আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ শাহাদাত হোসেন
সরকারী আকবর আলী কলেজ
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

www.smfoundationbd.com

✍ আমি একজন ছাত্রী। লেখা-পড়া করা আমার প্রথম কাজ। আমি আমার পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বই পড়ি। তবে তার মাঝে ইসলামী বই পড়ার আগ্রহটা একটু বেশী। ছোট বেলা থেকে ইসলামী বই পড়তে আমার অনেক ভাল লাগে। আমার পরিবারের সদস্যরা সবাই ইসলামী বই পড়তে পছন্দ করে। আমি যখন যে গল্পে হৃদয় গলে বইটির ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড পড়ি তখন আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। বইগুলো আমার হৃদয়ের একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। আসলেই খুব সুন্দর। এগুলো পড়ে আমার মনটা মোমের মত গলে গেছে। আশা করি আপনি এই বইয়ের খন্ড বের করার ধারাবাহিকতা অবশ্যই অব্যাহত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। আমীন।

সাবিনা ইয়াসমীন তানিয়া
পশ্চিম কান্দাপাড়া, রাঙ্গামাটি, নরসিংদী।

✍ আচ্ছালামু আলাইকুম। আমি একজন ছাত্র। আমার বড় ভাই নাটোর আল আহমাদ ইসলামী ইন্সটিটিউট পরিচালিত মাদরাসা দারুল হেরার শিক্ষা সচিব। মাদরাসা ছুটি হওয়ায় আমি সেখানে বেড়াতে যাই। একদিন ভাই আমাকে বললেন, বসে থেকে সময় নষ্ট না করে মাওলানা মুফীজুল ইসলাম সাহেবের লিখিত 'হৃদয় গলে' সিরিজের বইগুলো পড়ে নাও। আলমারিতে সাজানো বইগুলির মধ্য থেকে আমি প্রথমেই 'যে গল্পে অশ্রু ঝরে' বইটি বেছে নিলাম। অশ্রু ঝরা প্রচ্ছদ আমাকে বইটি ধরতে বাধ্য করল। ভাবলাম আমি বইটি পড়ব, হয়ত অশ্রু ঝরতে পারে। পড়া শুরু করলাম। মনের অজান্তেই গড়িয়ে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুমালা। বিশ্বাস হল, সত্যিই বইটি অশ্রু ঝরাতে পারে এবং মনের ঐকান্তিক আশা পূরণ করতে সক্ষম। আমি কোন দিনই ভাবতে পারিনি যে, গল্পের সাথে শরিয়তের মাসআলা-মাসায়েল মুসলিম জাতিকে এত সুন্দর ও সহজ পন্থায় অবহিত করা সম্ভব হতে পারে। তাই একে শুধু গল্পের বই বলা যায় না বরং মুসলিম জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েলের এক অমূল্য ভান্ডারও বলা যায়। আমি মনে করি, যদি কোন ব্যক্তি আপনার বইগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়ে, তাহলে জীবন চলার অনেক মাসআলা তার জানা হবে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে বইগুলি পড়ার তৌফিক দিন এবং লেখককে এর উত্তম বদলা দান করুন। আমিন। পরিশেষে দোয়া চেয়ে ইতি টানলাম।

মোঃ নূর আলম সিদ্দীক বিন আজাদ
সাং- হিজলী, পোঃ বলিয়াবাড়ী, থানা ঃ সিংড়া,- নাটোর।

✍ আদর্শ রচনাবলী হচ্ছে আত্মার খোরাক। বর্তমান সময়ে আত্মাকে সজিব ও স্বচ্ছ করে গড়ে তুলার জন্য মাওলানা মুফীজুল ইসলাম সাহেবের রচিত বইগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করব মাওলানা সাহেব আমাদেরকে এ ধরণের আরও অনেক বই

উপহার দিয়ে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও সুন্দর জীবনের পথ দেখাবেন। আর যারা এ বই আত্মপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার সহযোগীতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সাদিয়ার আম্মু যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও বইয়ের প্রুফ দেখা ও অন্যান্য কাজে সহযোগীতা করে থাকেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহপাক তাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। পরিশেষে লেখকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করে সমাপ্ত করলাম।

হাফেজ মোঃ তাফাজ্জুল হক

শিক্ষক, জামেয়া আওরঙ্গপুর, শেরপুর, সিলেট।

লেখকের জবাব

হৃদয় গলে সিরিজের বই আপনাদের ভাল লেগেছে জেনে খুবই খুশি হলাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনাদের প্রেরিত চিঠি, ফোন ও সরাসরি সাক্ষাত সত্যিই আমাকে দারুন উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

☞ এ সিরিজখানা ১০ পর্যন্ত গিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা শুনে সুদূর টাঙ্গাইলের বোন উম্মে মোস্তফা সহ প্রায় সকলেই মন খারাপ করে ফেলেছিলেন। এবার সিরিজ বন্ধ না হওয়ার ঘোষণায় খুশি হলেন তো? হ্যাঁ, আপনারা খুশি থাকবেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে লুটোপুটি খাবেন এটাইতো আমি চাই। বোন উম্মে মোস্তফাকে একটি অগ্রিম সুসংবাদ দিয়ে রাখি। তাহলো, পরবর্তী বইয়ের জন্য আপনার পাঠানো দুটি নাম থেকে অন্ততঃ ১টি নাম অবশ্যই গৃহিত হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

☞ সুদূর কুয়েত থেকে ভাই রফীকুল ইসলাম লিখেছেন- দেশে ইসলামী হুকুমত থাকলে যে গল্পে হৃদয় গলে বইখানা গল্পের সেরা বই হিসেবে ১ নম্বরে স্থান পেতো। আপনার এ সুন্দর অনুভূতির জন্য আপনার প্রতি রইল প্রাণঢালা অভিনন্দন। বিদেশেও হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো যেন পাওয়া যায় এজন্য আপনি আমাকে চিন্তা করতে বলেছেন। হ্যাঁ, ভাই, আমি চিন্তা করেছি। আপনি পূর্ণ নাম ঠিকানাসহ আমাকে বললে আমি ডাকযোগে কিংবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার খেদমতে বই পাঠিয়ে দেব, ইনশাআল্লাহ।

☞ ধর্মীয় পত্রিকায় এ বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য বি,বাড়ীয়া থেকে বোন আয়েশা মত প্রকাশ করেছেন। হ্যাঁ, বোন! গত মার্চ০৪ সংখ্যায় মাসিক রহমত ও আদর্শ নারীতে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। সামনেও দেয়ার ইচ্ছা আছে। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে এ বই পৌছুক এটাই আপনার মনের ঐকান্তিক কামনা-বর্ণিত পরামর্শ দ্বারা এ কথাই বুঝা যায়। এই সুন্দর ও সুচিন্তিত পরামর্শের জন্য আপনাকে জানাই লাখো কোটি মোবারকবাদ।

www.smfoundationbd.com

☞ শিবপুর, নরসিংদী থেকে বোন হাজেরা সুলতানা ১০ এর পরবর্তী বইগুলো ইসলামী উপন্যাস রূপে প্রকাশ করার দাবী জানিয়েছেন। বোন হাজেরা! আপনার দাবী বিবেচনাধীন রইল। আমরা আরেকটু অগ্রসর হই। এভাবে চলতে চলতে দেখবেন একদিন হয়তো সিরিজের কোন কোন খন্ড একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করছে।

☞ আমার বই পড়ে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকার ছাত্রী মোসাঃ তানজিনা নাসরীন নিয়মিত নামাজ শুরু করেছেন, মিসওয়াক করছেন, তওবা করে টিভি দেখা বন্ধ করেছেন ও সম্পূর্ণ পর্দা করে চলার পাক্কা নিয়ত করেছেন শুনে যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক আপনার এ আমলকে মৃত্যু পর্যন্ত জারী রাখুন। আমীন। বোন তানজিনা! আপনি বিশেষভাবে তরুণ-তরুণীদের হাতে এ বইগুলো পৌছানোর জন্য মত পেশ করেছেন। হ্যাঁ, বোন! আসুন, আপনি, আমি সবাই মিলে নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে এ কাজটি আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করি। এতে আমরা অনেক সাওয়াবের ভাগী হবো নিঃসন্দেহে। আপনার প্রতি আমার পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

☞ আমার বইগুলো পড়ে কুমিল্লার ভাই ইমরান হোসাইন, অশ্লিলতায় পরিপূর্ণ বিভিন্ন লেখকদের উপন্যাসের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন জেনে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা পেশ করছি। আপনি আমার দীর্ঘ হায়াতের জন্য দোয়া করেছেন। দোয়া করবেন জীবনের প্রতিটি অংশ যেন মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে পারি।

পরিশেষে সবাইকে আবারো মোবারকবাদ জানিয়ে আরো বেশী বেশী চিঠি পাওয়ার আশা রেখে এবারের মতো এখানেই শেষ করছি। আমীন।

[বিঃ দ্রঃ যারা একবার মতামত বিভাগে লেখা পাঠিয়েছেন তারা ইচ্ছে করলে আবারও লেখা পাঠাতে পারেন।]

পাঠকের মতামত বিভাগে লেখা পাঠানো সম্পর্কে দু'টি কথা

[অনেকেই হৃদয়গলে সিরিজ পাঠ করে মতামত বিভাগে দু'কলম লিখে পাঠাতে চান। কিন্তু কি লিখবেন,কিভাবে লিখা শুরু করবেন এ নিয়ে কেউ কেউ হয়ত মানসিক পেরেশানী ভোগ করেন। না, আর পেরেশানীর দরকার নেই। আপনি খাতা কলম নিয়ে বসে যান এবং নিচের প্রশ্নগুল্যের উত্তরসহ আপনার মনের কথাগুলো একটু গুছিয়ে সংক্ষেপে লিখতে চেষ্টা করুন। দেখবেন, আপনার মতামতটি কত সুন্দর ও আকর্ষনীয় হয়েছে? তাহলে আর দেরী কেন? এখনই লেখা

www.smfoundationbd.com

শেষ করে লেখকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। মনে রাখবেন, আপনার সামান্য লেখা, লেখককে প্রবল উৎসাহ নিয়ে নিয়মিত লিখে যেতে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করে। আরেকটি সুসংবাদ জানিয়ে রাখি- আপনার মতামতটি কত নং সিরিজে ছাপা হচ্ছে, তা মোবাইল কিংবা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে এবং নির্বাচিত প্রথম ১০জনকে লেখকের যে কোন একটি বই উপহার হিসেবে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।]

প্রশ্নাবলী ঃ

- ✍ এ পর্যন্ত আপনি সিরিজের কয়টি বই পড়েছেন?
- ✍ কোন্ কোন্ সিরিজের কোন্ কোন্ ঘটনা আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে?
- ✍ এই বইগুলো আপনার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার কিংবা মন-মানসিকতায় কোন ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে কি? জবাব 'হ্যাঁ, সূচক হলে সংক্ষেপে লিখুন।
- ✍ আপনি কি এ বইগুলো বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনকে সুন্নত পালনের নিয়তে উপহার দিয়েছেন? দিয়ে থাকলে কাকে কাকে দিয়েছেন? বই পাঠের পর তারা কোন মন্তব্য করে থাকলে তাও লিখুন।
- ✍ আপনি কি মনে করেন, এ সিরিজের বইগুলো বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি মুসলিম পরিবারে থাকুক। যদি তা-ই মনে করে থাকেন, তবে এজন্য আপনি কি করছেন বা কি করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছেন?
- ✍ আপনার নিজের কিংবা আশেপাশের পারিবারিক পাঠাগারসহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে এ সিরিজের সবগুলো বই পৌছেছে কি?

লেখার নিয়মাবলী ঃ লিখবেন- কাগজের এক পিঠে, প্রতি লাইন পরপর পর্যাপ্ত ফাঁক রেখে, কাগজের বা দিকে কমপক্ষে ১ ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দিয়ে, স্পষ্ট হস্তাক্ষরে, লেখার নীচে পুরো নাম ঠিকানাসহ। যারা রুলটানা কাগজ ব্যবহার করেন তারা এক লাইন বাদ দিয়ে লিখবেন। কেমন? আর হ্যাঁ, খামের বা দিকের উপরের কোণে তো অবশ্যই পাঠকের মতামত কথাটি লিখতে হবে।

হৃদয় গল্পে সিরিজের বই পাওয়ার জন্য আপনি যা যা করতে পারেন

- ❑ আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীয়ানকে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৪/নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা অথবা আল কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে বই আনার জন্য অর্ডার দিন।

অথবা

- ❑ একটু কষ্ট করে লেখকের বর্তমান ঠিকানায় সরাসরি চলে আসুন।

অথবা

- ❑ পূর্ণ নাম ঠিকানাসহ বইয়ের নাম ও পরিমান উল্লেখ করে লেখক বরাবর চিঠি লিখুন কিংবা ফোন করুন। (মোবাইল নং-০১৭২-৭৯২১৯৩) অগ্রীম টাকা পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ্ অল্প সময়ের মধ্যে ডাকযোগে আপনার ঠিকানায় বই পৌঁছে যাবে।

আপনার আশে পাশে কুরিয়ার সার্ভিসের কোন শাখা থাকলে এবং ২/১ দিনের মধ্যে বই পেতে চাইলে তাও চিঠি কিংবা ফোনের মাধ্যমে লেখককে জানিয়ে দিন। তবে এক্ষেত্রে প্রতি বইয়ের জন্য ৪০ টাকা হারে অগ্রিম টাকা পাঠাতে হবে।

বাংলা ভাষাভাষি সকল ভাই-বোনের নিকট হৃদয় গল্পে সিরিজের সবগুলো বই পৌঁছুক- এই হোক আপনার, আমার সকলের আন্তরিক কামনা।

আল্লাহ্‌প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

- তাফসীরে আমপারা
- আখলাকুন নবী ﷺ
- নবী অবমাননার শরয়ী বিধান
- রাসূলের (ﷺ) গৃহে একদিন
- কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ?
- আউলিয়ায়ে কেরামের সিয়াম সাধনা
- রমজানের আধুনিক জরুরি মাসায়েল
- আদর্শ শিক্ষক রাসূল ﷺ
- আদর্শ সন্তান
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইলমে হাদীস
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্মারকগ্রন্থ
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে [১ম ও ২য় খণ্ড]
- দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা
- ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা
- কুরআন আপনাকে কী বলে?
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসআলা-মাসায়েল
- কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি (১ম-৩য় খণ্ড)
- মহিয়সী নারীদের দিনরাত
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ
- তাকবিয়াতুল ঈমান
- কিয়ামত কবে হবে
- তওবার বিস্ময়কর ঘটনা
- বেহেশতী জেওর বাংলা [১ম-৫ম]
- বেহেশতী জেওর বাংলা [৬ষ্ঠ-১০ম]
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে?
- মাযহাব মানি কেন?
- মাসায়েলে মাইয়্যিত
- মুসলিম রমণী
- রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ ﷺ [১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড]
- শবে বরাত ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়
- আত্মীয়-স্বজনের হক ও হুকুকুল ইবাদ
- সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম
- আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অজিফা
- চির অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায়

উপন্যাস

- গুমরে মরি একলা ঘরে
- বেলা অবেলার মঞ্চ

The Bright
Design:Zakir
Ph:01715767586

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com